

# তা'লীমুল কুরআন



মাওলানা এ.কে.এম শাহজাহান

তালীমুল কুরআন (মু'য়াল্লিম প্রশিক্ষণ, বর্ধিত সংস্করণ)

এ.কে.এম. শাহজাহান

কেন্দ্রীয় প্রধান উস্তায

তালীমুল কুরআন ফাউন্ডেশন

মোবাইল : ০১৮৩১০৭৮০০৮, ০১৭১২-৫৩১১৭৮

(গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

সার্টিফিকেট নং-৭৭৯১ কপার

ISBN : 984-31-1395-8

প্রকাশনায় :

ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি

৭৩ আউটার সার্কুলার রোড

বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৯৩৩০২০২, ৮৩১৮৬১১

প্রথম প্রকাশ :

ফেব্রুয়ারী-১৯৯৪ঈসাবী

ষষ্ঠদশ বর্ধিত মুদ্রণ :

শ্রাবণ ১৪২০

রমযান - ১৪৩৪

আগস্ট - ২০১৩

কম্পোজ :

এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স

মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

যোগাযোগ : ০১৯৭২৪২৯৬৪৭, ০১৬৮৪৯১৯০০৮

মূল্য : ৪৮০.০০ টাকা মাত্র

তালীমুল কুরআন

# ভূমিকা

বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম

[আল্লাহুমা সল্লি 'আলা সায্যিদিনা মুহাম্মাদ ওয়া'আলা আলিহী ওয়াসাল্লাম]

আল-কুরআন বিশ্বমানবতার একমাত্র মুক্তি সনদ। বিশ্বনবী আদর্শ নেতা মুহাম্মাদ (সা) এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত এই পবিত্র মহাগ্রন্থ আমাদের জন্য সর্বোত্তম নেয়ামত। এই কুরআন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা যেমন ফরজ তেমনি এই কুরআনকে শুদ্ধ করিয়া পড়া প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য। হযরত মুহাম্মদ (সা) বলিয়াছেন, “তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে কুরআন (শুদ্ধভাবে) শিক্ষা করে এবং অন্যকে (শুদ্ধভাবে) শিক্ষা দেয়।” কিন্তু সহজ ও আধুনিক পদ্ধতিতে সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন পড়িবার এবং পড়াইবার তেমন কোনো কলা-কৌশল সম্বলিত ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে। তাই সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন পড়িবার এবং পড়াইবার জন্য তাজবীদের বিভিন্ন কিতাব-পত্র ও দক্ষ ক্বারীগণ হইতে সহযোগিতা নিয়া ‘তালীমুল কুরআন’ নামক কিতাবখানা লেখা হইয়াছে। এই কিতাবখানাতে শিশুদের জন্য হাতে কলমে তথা চক-শ্রেট-বোর্ডে শিক্ষার পদ্ধতি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। শিশু শিক্ষার জন্য ৩ বছরের একটি কোর্সও সংযোজন করা হইয়াছে। তাহা ছাড়াও ইহাতে আরও সংযুক্ত হইয়াছে : যাহারা কুরআন শরীফ সহীহ করিয়া পড়িতে পারেন না, তাহাদের কুরআন তিলাওয়াত শিখিবার জন্য সহজ পদ্ধতি, নিরক্ষর বয়স্ক লোকদের সহীহভাবে নামায শিক্ষা পদ্ধতি, সহজ-সহীহভাবে কায়দা ও আমপারা পড়া এবং পড়াইবার পদ্ধতি, দৈনন্দিন ব্যবহৃত বহু দু'য়া-কালাম, কুরআনে কারীম হইতে বাছাইকৃত প্রয়োজনীয় কিছু আয়াত এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু হাদীস। নামাযের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসাইল, তাশাহুদ, দু'য়ায়ে কুনুত, দু'য়ায়ে মাসুরা ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। মূলত: মুয়াল্লিম (শিক্ষক) প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে এই কিতাবখানা লিখিত হইয়াছে।

এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা দ্বারা যদি স্বল্পসংখ্যক মুসলমানও আল্লাহ প্রদত্ত মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সহীহ-শুদ্ধ করিয়া পড়িতে এবং পড়াইবার যোগ্যতা অর্জন করিতে পারেন, তাহা হইলে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব কিঞ্চিৎ পালন হইয়াছে বলিয়া মনে করিব। আল্লাহ আমাদের সকলকে সহীহভাবে কুরআনে কারীম পড়িবার এবং পড়াইবার যোগ্যতা দান করুন এবং কুরআন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করিবার তৌফিক দান করুন। আমিন। ছুম্মা আমিন॥

মানুষ মাত্রই ভুল হওয়া স্বাভাবিক। তাই কিতাবখানার কোথাও ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে, তাহা জানাইলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হইবে।

এ. কে. এম. শাহজাহান

কেন্দ্রীয় প্রধান উস্তায়, তালীমুল কুরআন ফাউন্ডেশন

৫০৮, ওয়ারলেস রেলগেট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মোবাইল : ০১৮৩১০৭৮০০৮

তালীমুল কুরআন

## তা'লীমুল কুরআন মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী বক্তব্য

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ - وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আমরা তাঁহারই প্রশংসা করি। তাঁহার কাছে সাহায্য কামনা ও ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং আমরা সমস্ত মন্দ কাজ হইতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। আল্লাহ যাহাকে হেদায়াত করেন কেহই তাহাকে গোমরাহ (পথভ্রষ্ট) করিতে পারিবে না। আল্লাহ যাহাকে গোমরাহ করেন কেহই তাহাকে হেদায়াতও করিতে পারিবে না। আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতিত কোনো মাবুদ নাই, তিনি একক, তাঁহার কোনো শরীক নাই। আমরা আরো সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁহার রসূল। আল্লাহ তা'য়ালার করুণা, বরকত ও শান্তি বর্ষিত হউক তাঁহার (মুহাম্মাদ সা.-এর) উপর এবং তাঁহার পরিবার-পরিজন ও সাহাবীদের উপর। অতপর আশ্রয় চাই আল্লাহর নিকট অভিশপ্ত শয়তান হইতে। শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম দয়ালু ও মেহেরবান।”

(ইব্রাহিম (আ.) খানায় কাবা তৈরি করিয়া এই দু'য়াটি করিয়াছিলেন। আল্লাহ তা'য়লা পসন্দ করিয়া তাহা সূরা বাকারার ১২৯ নং আয়াতে উল্লেখ করিয়াছেন) “হে আমাদের রব! তাহাদের জন্য তাহাদের জাতির মধ্য হইতে তাহাদের এমন একজন রসূল প্রেরণ করো; যিনি তাহাদেরকে তোমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করিয়া শুনাইবেন। তাহাদেরকে কিতাব ও হিকমাতের শিক্ষা দান করিবেন এবং পবিত্রতা শিক্ষা দিবেন।”

আল্লাহ তা'য়লা ইব্রাহিম (আ.)-এর দু'য়া কবুল করিয়া আমাদের জন্য সূরা জুমার ২নং আয়াতে ঘোষণা করিয়াছেন

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ.

“তিনিই উম্মিগণের মধ্য হইতে তাঁহাদেরই একজনকে পাঠাইয়াছেন রসূলরূপে, যিনি তাহাদের নিকট তেলাওয়াত করেন আল্লাহ তা'য়ালার আয়াতসমূহ এবং তাহাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাত ।”

অনুরূপ কথা আল্লাহ তা'য়ালার সূরা বাকারার ১৫১ এবং সূরা আলে ইমরানের ১৬৪নং আয়াতেও ঘোষণা করিয়া রসূল (সা)-এর উপর গুরুত্বপূর্ণ ৪টি দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন (১) তা'লীমুত্ তিলাওয়াত (২) তা'লীমুত্ তাজকিয়া (৩) তা'লীমুল কিতাব (৪) তা'লীমুল হিকমাত বা (কৌশল) ।

তা'লীমুল কুরআনের জন্যে ৪টি দায়িত্বকে মৌলিক কর্মসূচী হিসাবে টার্গেট করিয়া কার্যক্রম শুরু করা আমাদের প্রত্যেকেরই নৈতিক দায়িত্ব ।

يَتْلُوا তেলাওয়াতের ব্যাখ্যা আল্লাহ তা'য়ালার সূরা বাকারার ১২১ নং আয়াতে এরশাদ করিয়াছেন : **الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۗ** “যাহাদেরকে আমি কিতাব দিয়াছি তাহারা তাহা এমনভাবে তেলাওয়াত করে যেমন তেলাওয়াত করা হক (উচিত)” ।

হকের ব্যাখ্যা বিশ্ববিখ্যাত তাফসিরগ্রন্থ ‘ইবনে কাছিরে’ ইবনে মাস‘উদ (রা.) বর্ণনা করিয়াছেন এইভাবে “কুরআনের হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম মনে করিয়া অবশ্যই কুরআনের ব্যাখ্যা সহীহ হাদীস অনুযায়ী আমল করা । আর ইহার কোনো অংশকে স্থানচ্যুত বা পরিবর্তন না করা ।” অর্থাৎ তাজবীদ সহকারে বিশুদ্ধভাবে কুরআন পড়া ।

অতএব উপরে বর্ণিত তিনটি হক আদায়ের নিমিত্তে বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের সাথে সাথে ৩০ পারা কুরআন শরীফ একবার হইলেও বুঝিয়া পড়িয়া ‘খতম’ দেওয়া প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর একান্ত কর্তব্য । তাহা না হইলে নিজ জ্ঞানে হালাল-হারাম জানা যাইবে না ।

**মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ও মর্যাদা :**

মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করিতে হইলে প্রথমে আমাদের জানিতে হইবে ‘মুয়াল্লিম’ শব্দের অর্থ এবং ইহার গুরুত্ব ও মর্যাদা । ‘মুয়াল্লিম’ আরবী শব্দ । ইহার বাংলা অর্থ ‘শিক্ষক’ । যেহেতু কুরআন সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'য়লাই শিক্ষা দিয়াছেন : **الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ** “তিনিই রহমান যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়াছেন ।” (সূরা আর রাহমান : ১ নং আয়াত)

তাহা হইলে বুঝা গেল- কুরআনের মূল শিক্ষক স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন । কুরআনের মুয়াল্লিমগণ মূল শিক্ষকের সাহায্যকারী **لِلَّهِ نَصْرًا** অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্যকারী । যেহেতু আপনারা ‘তা'লীমুল কুরআনের মুয়াল্লিম’ এবং ‘আল্লাহর সাহায্যকারী’ তাই আপনাদেরকে আল্লাহর রঙে রঙিন হইতে হইবে । দেখুন! আল্লাহ তা'য়লা বলিয়াছেন তাঁহার রং ধারণ করিবার জন্য :

صِبْغَةَ اللَّهِ ۗ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۗ وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُونَ ۝

তা'লীমুল কুরআন

“আপনি বলুন, আল্লাহ্‌র রং ধারণ করো। তহার রং হইতে কাহার রং আর বেশি উত্তম হইতে পারে? আমরা তাঁহারই দাসত্ব করিয়া চলিয়াছি।” (সূরা বাকারা ১৩৮ নং আয়াত) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করিয়াছেন ۞ إِنَّا بَعِثْنَا مَعْلِيَّاً ۞ “আমি তোমাদের প্রতি শিক্ষক হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি।” (মিশকাত শরীফ)

তাই আমরা কুরআনের উস্তায় হওয়ার জন্য মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণ নিবো। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) আরো ঘোষণা করিয়াছেন ۞ خَيْرَكُمْ مَنِ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ۞ “তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে কুরআনে কারিম শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয়।” (হাদীস)

এ হাদীসের দিকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের দেশের খ্যাতিমান শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক মরহুম সাহেব নাকি সপ্তাহে দুই দিন মজুবে কুরআন পড়াইতেন অথচ তিনি প্রতি সপ্তাহে কোনো না কোনো মাদরাসায় বুখারী ও মুসলিম শরীফ পড়াইতেন। উল্লেখ্য নজরানা কুরআন শরীফ পড়ানোর চেয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ হাদীস পড়াইতে অনেক বেশি যোগ্যতার প্রয়োজন কষ্টসাধ্য। এ ব্যাপারে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইলে উত্তরে তিনি বলিতেন- “উপরোক্ত হাদীসের শিক্ষা আমল করিবার জন্যই আমি মজুবে কুরআন পড়াই।” সুবহানাল্লাহ! শুনেছেন দেশের একজন প্রখ্যাত শায়খুল হাদীসের কথা?

আমরা যাহারা চাকরি, ব্যবসা, শিক্ষকতা এবং অধ্যাপনা ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত আছি তাহারাও ইহার পাশাপাশি তা’লীমুল কুরআনের কাজ করিয়া এই হাদীসের আমলস্বরূপ ‘কুরআনের মুয়াল্লিমের মর্যাদা কি লাভ করিতে পারি না? আপনারা কি এই কাজ করিতে রাজি আছেন? যাহারা রাজি আছেন তাহারা তা’লীমুল কুরআনের মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণ নিয়া এই কাজ শুরু করুন। আল্লাহ্‌ আমাদের কবুল এবং মঞ্জুর করুন।

### মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা :

প্রশ্ন হইতে পারে- মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণ আবার নতুন করিয়া কেনো প্রয়োজন? আমাদের দেশে তো পূর্ব হইতেই কুরআন শিক্ষা চালু আছে। তাহার পর আবার নতুন করিয়া প্রশিক্ষণের প্রয়োজন কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথম কথা হইলো- যে কোনো বিষয়ে শিক্ষা অর্জন ও অর্জিত শিক্ষা অন্যকে প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। যেহেতু আল্লাহ তা’য়ালা সূরা বাকারার ১২৯ এবং সূরা জুমার ২নং আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দায়িত্ব দিলেন তা’লীমুল হিকমাত (বা কৌশল শিক্ষা) দেওয়ার। এই হিকমাত বলিতে সর্বক্ষেত্রের হিকমাতকে বুঝানো হইয়াছে। কুরআন হাদীসে নিষেধ নয় এমন সকল হেকমত গ্রহণ করা যাইবে। তাই শিক্ষা ক্ষেত্রের হিকমাত হইলো শিক্ষকের প্রশিক্ষণ। আমাদের দেশে স্কুল, কলেজ ও মাদরাসা শিক্ষকদের জন্য আলাদা আলাদা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। যেমন প্রাইমারী শিক্ষকদের জন্যে পি. টি. আই., মাধ্যমিক

বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্যে বি.এড ও এম.এড ইত্যাদি। অত্যন্ত দুঃখজনক হইলেও সত্য যে, কুরআন শিক্ষকদের জন্য সরকারিভাবে কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নাই। যাহার কারণে আমাদের দেশের অধিকাংশ মুসলমান কুরআন শরীফ পড়িতে জানেন না।

জরিপে আরো জানা গেছে, যারা কুরআন শরীফ পড়িতে জানেন তাদের মধ্যে অধিক সংখ্যক ভাইয়েরা এমন এমন ভুল পড়েন, যাহার ফলে কখন যে আল্লাহর সাথে কুফরী করিয়া বসেন তাহা কুরআন পাঠক নিজেও জানেন না। এই না জানার কারণে আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুন! তবে এইভাবে সারা জীবন ভুল পড়িয়া পড়িয়া যদি আল্লাহর কাছে মাফ চাই অথচ সহীহ পড়িবার চেষ্টা না করি, তাহা হইলে মাফ পাওয়া যাইবে না। তাই সকলকে এখন থেকেই কুরআন শুদ্ধ করিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে হইবে। চেষ্টা করিয়াও পড়া শুদ্ধ করিতে না পারিলে তাহা আল্লাহ অবশ্যই মাফ করিয়া দিবেন। সেই চেষ্টার প্রতিফলনই আজকের এই মু'য়াল্লিম প্রশিক্ষণ!

তাহা হইলে বুঝা গেলো, মু'য়াল্লিম প্রশিক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। অতীতে যাহারা চেষ্টা করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে জরিপ করিলে দেখা যাইবে, ৩৫ বছরের উপরে যাহাদের বয়স তাহারা কুরআন শেখার জন্য চেষ্টা করেননি এমন লোক খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। একটি নয়, দুইটি নয়, এমন অনেকে আছেন যাহারা পাঁচ-দশটি কায়দা শেষ করিয়াছেন তাহার পরেও অনেকের ভাগ্যে কুরআন শরীফের শুদ্ধ পড়া জুটেনি। তাহা হইলে সমস্যাটা কোথায়- তা আমাদেরকে খতাইয়া দেখিতে হইবে।

### কুরআন শিক্ষা করা সহজ :

কুরআন শিক্ষা করা কঠিন না সহজ? দেখুন! কুরআন যাহার কথা তিনিই (আল্লাহ) ঘোষণা করিয়াছেন : **وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ۝ فَمَلَّ مِنْهُ مَنِ امْتَرَهُ ۝** “কুরআন শিক্ষার জন্য, জানার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি। তোমাদের মধ্যে কেহ নছিত গ্রহণকারী আছে কি?”

এইভাবে আল্লাহ তায়ালা সূরায় আল কামারের ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০ নং আয়াতে একই কথা ৪ বার বলিয়াছেন। ইহার ফলে কুরআন শিক্ষা যে সহজ সেই ব্যাপারে সন্দেহের আর কোনো অবকাশ আছে কি?

### কলম ও লেখার মাধ্যমে কুরআন শিক্ষা :

আমাদের দেশের মানুষের কুরআন শিখিতে না পারার পেছনে কয়েকটি প্রধান কারণ বিদ্যমান

- (১) ইতোপূর্বে আমাদের দেশে কুরআনের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না।
- (২) অতীতে আমরা কুরআন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করি নাই।
- (৩) আল্লাহর ফরমান অনুযায়ী (কলম ও লেখার মাধ্যমে) প্রশিক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়নি।

তা'লীমুল কুরআন

আব্বাহ রাব্বুল আলামীন সর্বপ্রথম তাঁহার রাসূল (সা)-এর উপর সূরা আ'লাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিল করিয়াছেন। সেইখানে তিনি ৪র্থ নাম্বার আয়াতে এরশাদ করেন  
 “الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ” “তিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন।”

অথচ আমরা কি কলমের সাহায্যে কুরআন শিখিয়াছি? কলমের সাহায্যে যদি আমরা কুরআন শিক্ষা করিতাম তাহা হইলে হয়তো আমরা এতো সংখ্যক মুসলমান কুরআন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হইতাম না।

আমাদের দেশে যে প্রতিষ্ঠানে কুরআন শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার নাম **مَكْتَبٌ**। **كُتِبَ** শব্দ থেকে **مَكْتَبٌ** শব্দটি গঠিত হইয়াছে। **كُتِبَ**-ইহার অর্থ লেখা। **مَكْتَبٌ** অর্থ যে স্থানে লিখার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। অথচ আমাদের দেশে মাকতাবে এখনো কোনো লেখার ব্যবস্থা নাই। এই শব্দটিই স্বাক্ষী যে, এক সময় এই দেশে লেখার মাধ্যমে কুরআন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। আমরা দুইশত বৎসর বৃটিশের গোলাম ছিলাম, যাহার বিরূপ প্রভাবে আমরা আমাদের স্বীয় শিক্ষা-সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য হারাইয়া ফেলিয়াছি। তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশন বহু মূল্যবান সেই হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের জন্য মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণে কলম ও লেখার মাধ্যমে কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করিয়াছে। আল্‌হামদুলিল্লাহ!

### লেখার গুরুত্ব ও তাৎপর্য :

লেখা স্থায়ী এবং স্মৃতি ক্ষণস্থায়ী। স্মৃতি সর্বদা পরিবর্তন ও গতিশীল। সেই কারণে যেই কোনো লেখকের একটি বই পূর্বের সংস্করণের চাইতে বর্তমান বা লেটেস্ট সংস্করণ অনেক সমৃদ্ধশালী হইয়া থাকে। এই জন্য কোনো তথ্য স্মৃতির উপর ছাড়িয়া না দিয়া লিখিয়া রাখিলে ভালো। যেই কোনো চুক্তিপত্র সম্পাদন করিলে তাহা লিখিতভাবে করা আব্বাহরই ফরমান। যেই কোনো বিষয়ই লেখার মাধ্যমে শিখাইলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার পর স্মৃতিতে গাঁথিয়া রাখা সহজ হয় এবং শিক্ষার অগ্রগতি সাধিত হয়। এই জন্য বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিতে উত্তরপত্র লেখনীর মাধ্যমে প্রশিক্ষকের নিকট পৌঁছাইতে হয়। লেখনীতে যাহারা পারদর্শী তাহারাই উচ্চ শিক্ষায় আগাইয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে যাহারা লেখায় দুর্বল তাহারাই উচ্চ শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে ক্রমশঃ পিছাইয়া পড়িতেছে। লেখনীর মাধ্যমে উত্তরপত্রের সাহায্যে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান যেমন প্রশিক্ষককে (উস্তায়কে) প্রদান করা যায় তেমনি যুগ যুগান্তরে পরবর্তী প্রজন্মের (Generation) জন্য তা ধারণ, সংরক্ষণ এবং বিতরণও করা যায়।

### তা'লীমুত্তাজকিয়া :

তাজকিয়া শব্দের অর্থ পবিত্র। পবিত্রতা বলিতে সর্বক্ষেত্রের পবিত্রতাকে বুঝায়। পবিত্রতা তিন প্রকার (১) আত্মিক পবিত্রতা (২) দৈহিক পবিত্রতা ও (৩) মালি পবিত্রতা।

তা'লীমুল কুরআন

আত্মিক পবিত্রতা হইতেছে শিরক, বিদ'আতমুক্ত ঈমান গ্রহণ করিয়া গুনাহ থেকে পবিত্র হওয়া। কালিমা পাঠ করে ঈমান আনার পর গুনাহ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের উপর ৪টি কাজ ফরজ করিয়াছেন (১) নামায কায়েম করা (২) রমযানের রোযা রাখা (৩) যাকাত আদায় করা ও (৪) হজ্জ পালন করা।

আল্লাহর রাসূল (সা) বলিয়াছেন: ইসলামের বুনিয়াদ ৫টি। (১) কালিমা (২) নামায (৩) সাওম বা রোজা (৪) যাকাত ও (৫) হজ্জ।

এই আমলগুলি দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদের আত্মা, দেহ ও মালকে পবিত্র করেন। নামায, রোযা ও হজ্জ আদায় করতে হইলে দেহকে পবিত্র করিতে হইবে।

### তা'লীমুল কিতাব (কিতাবের জ্ঞান শিক্ষা দান) :

কিতাব বলিতে আমাদের দেশের প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীরা আসমানী চারখানা বড় কিতাবকে বুঝেন : (১) তাওরাত (২) যাবুর (৩) ইঞ্জিল ও (৪) কুরআন। আল-কুরআন হইতেছে আমাদের কিতাব। এই কিতাবের জ্ঞান প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর অর্জন করা জরুরী। অর্থাৎ পূর্ণ কুরআন মজিদ জীবনে একবার বুঝিয়া পড়া প্রয়োজন। তাহা না হইলে কুরআনের হক- হালাল-হারাম কি তাহা জানা যাইবেনা। জানা না গেলে মানাও যাইবে না। আর মানা না হইলে তেলাওয়াতের হক আদায় হইবে না।

অতএব কিভাবে লেখার মাধ্যমে কুরআন শিক্ষা দিতে হয়। তাহার উপর বিশেষ কলা-কৌশল সম্বলিত মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণ কোর্স আপনাদেরকে প্রাথমিক জ্ঞান প্রদান করিবে ইনশা'আল্লাহ। তাহার সাথে সাথে কুরআন শরীফ কিভাবে শুদ্ধ করিয়া পড়িতে হয় তাহার জন্য ইলমে তাজবীদের প্রাথমিক জ্ঞানও শিক্ষা দেবো। গোটা জাতিকে সহীহভাবে কুরআন শিক্ষার জন্য তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশন নিম্নোক্ত তিনটি কোর্সে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু করিয়াছে :

- (১) তা'লীমুল কুরআন (শিশু ও নিরক্ষর বয়স্কদের জন্য)
- (২) সহীহ তা'লীমুল কুরআন (যাহারা কুরআন পড়িতে পারেন অথচ উচ্চারণ সহীহ নয় তাহাদের জন্য)
- (৩) তা'লীমুল সলাত (বৃদ্ধদের জন্য যাহাদের বয়স ষাটের উর্ধে)

তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশন উদ্ভাবিত মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিয়া আপনি ও আপনার সমাজকে কুরআনের মুয়াল্লিম হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

তা'লীমুল কুরআন

## সূচিপত্র

১। হেদায়াত .....	১১
২। ইলমে তাজভীদের প্রয়োজনীয়তা .....	১৩
৩। পূর্ব প্রস্তুতি .....	১৪
৪। হরফ শেনাসী [বর্ণের পরিচয়] .....	২১
৫। হরকত শেনাসী .....	৩৮
৬। মুরাক্কাবাত শেনাসী .....	৪০
৭। হরকতের মাশ্ক [হরকতের অনুশীলন] .....	৪৬
৮। তানভীনের মাশ্ক .....	৫১
৯। জযমের মাশ্ক .....	৫৪
১০। ক.লক.লার হরফ শিক্ষা ও মাশক .....	৫৬
১১। তাশদীদের মাশ্ক .....	৫৭
১২। ওয়াজিব গুল্লাহ শিক্ষা ও মাশক .....	৬১
১৩। মদ শিক্ষা .....	৬৩
১৪। নুনে সাকিন ও তানভীন শিক্ষা .....	৭৪
১৫। মীমে সাকিন শিক্ষা .....	৮০
১৬। লফজ আল্লাহর লাম পড়িবার নিয়ম .....	৮৩
১৭। 'র' হরফ মোট ও চিকন করিয়া পড়িবার নিয়ম .....	৮৪
১৮। নুনে কুতনী শিক্ষা .....	৮৮
১৯। সাক্তা শিক্ষা .....	৮৮
২০। ওয়াক্ফ শিক্ষা .....	৮৯
২১। আযান ও ইকামাত .....	৯২
২২। নামাযের কতিপয় দু'য়া .....	৯৩
২৩। দু'য়ায়ে মাস্নুন .....	৯৭
২৪। সি.ফাতের বিবরণ .....	৯৯
২৫। আউজুবিল্লাহ্ ও বিস্মিল্লাহ্ পড়িবার পদ্ধতি .....	১০৫
২৬। ইদগামের বিবরণ .....	১০৬
২৭। আল-কুরআনুল কারীম .....	১০৭
২৮। হাদীস শরীফ .....	১১০
২৯। কুরআন শরীফ শুদ্ধ করিয়া পড়িবার সাধারণ ও সহজ পদ্ধতি .....	১১৫
৩০। নিরক্ষর বয়স্কদের সহীহ নামায শিক্ষা .....	১২০
৩১। মু'য়াল্লিম প্রশিক্ষণ নিসাব বা পাঠ্যসূচী .....	১২১
৩২। তা'লীমুল কুরআনে বাংলায় উচ্চারণের কতিপয় নিয়মাবলী .....	১২৮

তা'লীমুল কুরআন

## হেদায়াত

আল্লাহ তা'আলা মহান। তাঁহারই প্রদত্ত হেদায়াত আল-কুরআন (القرآن)। এই কুরআনের তা'লীম দীনি শিক্ষার একমাত্র ভিত্তি। এইরূপ মহান খিদমতের জন্য বিশেষ গুণাবলীর প্রয়োজন। তাই এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিম্নলিখিত গুণাবলীর বর্ণনা দিতে চেষ্টা করিয়াছি। আল্লাহ তা'আলা এই কাজ সম্পন্ন করিবার তাওফীক দিন। আমীন॥

### ◆ শিক্ষকগণের ৯ প্রকারের দোষমুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন :

(১) حِرْصٌ	-	লোভ-লালসা
(২) أَمَلٌ	-	আকাঙ্ক্ষা
(৩) غَضَبٌ	-	রাগ
(৪) دُرُوءٌ	-	মিথ্যা
(৫) غِيْبَةٌ	-	পরনিন্দা
(৬) بُخْلٌ	-	কৃপণতা
(৭) حَسَدٌ	-	হিংসা-বিদ্বেষ
(৮) كِبْرٌ	-	অহংকার
(৯) رِيَاءٌ	-	লোক দেখানো

### ◆ শিক্ষকগণকে ৭টি গুণ অর্জন করিতে হইবে :

(১) متحمل مزاج	-	মেজাজের ভারসাম্যতা
(২) خوش اخلاق	-	সচ্চরিত্রতা
(৩) نيك خو	-	সৎ উদ্দেশ্য ও ন্যায়-নীতির অনুসারী
(৪) بردبارى	-	সহনশীলতা
(৫) قناعت	-	স্বল্পে তুষ্ট
(৬) صبر	-	ধৈর্য্যশীলতা
(৭) شكر	-	কৃতজ্ঞতা

### ◆ শিক্ষকের ভাষাগত ৩টি গুণ থাকা অপরিহার্য :

- (১) ধীরস্থিরতা
- (২) সহজতা
- (৩) মধুরতা

বইয়ের কলেবর বড় হওয়ার আশংকায় উপরের দোষ-গুণাবলীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই।

\* সর্বাবস্থায় শিক্ষকের চেহারা ৩টি চিত্র প্রস্তুত হওয়া দরকার :

(১) محبت (সোহাগ) : যাহাদিগকে কুরআনে কারীমের সহিত পরিচয় করাইবার জন্য তা'লীমের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, আপনি তাহাদের সামনে নিজেকে এমনভাবে পেশ করিবেন যাহাতে তাহারা যেনো মনে করে সত্যিই আপনি তাহাদের স্নেহ করেন ও ভালবাসেন।

(২) عظمت (গুরুত্ব) আপনি যে বিষয়ে তাহাদিগকে তা'লীম দিতে আসিয়াছেন আপনার চেহারার মধ্যে তাহা যেনো গুরুত্ব সহকারে ফুটিয়া উঠে।

(৩) رعب (প্রভাব) : আপনি নিজেকে তাহাদের সম্মুখে এমনভাবে পেশ করিবেন যেনো তাহারা আপনাকে দেখামাত্র সজিব হইয়া উঠে এবং আপন আপন কাজের প্রতি মনোযোগী হয়। শিক্ষকগণ নিজেদেরকে একজন কুরআনের খাদেম হিসাবে সবসময় 'দায়ী ইলাল্লাহু' অর্থাৎ আল্লাহর পথে আহ্বানকারী বলিয়া মনে করিবেন। নিজের জীবনের-যাবতীয় কাজকর্ম, চলাফেরা, উঠা-বসা, লেবাস-পোশাক, লেন-দেন তথা সমস্ত ব্যাপারে সূন্নাতে নবুবীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। দীনের খাতিরে সাধারণ মানুষের সমস্ত জায়েয সমালোচনার উর্ধ্বে থাকিয়া একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে তৈরি রাখিবেন। সব সময় দায়িমী সূন্নাতগুলি পুরাপুরি আমলী জিন্দেগীতে আনিবার চেষ্টা করিবেন। যেমন সব সময় মাথায় টুপি রাখা, দাড়িকে পরিপাটি রাখা, চুলগুলি সূন্নাতানুযায়ী রাখিতে চেষ্টা করা, মেসওয়াক করা, জামা-কাপড় সূন্নাতানুযায়ী ব্যবহার করা, টিলা-কুলুখ ব্যবহার করা, হাত ও পায়ের নখ কাটিয়া পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি। অর্থাৎ যিনি খাদেমুল কুরআন হইবেন তিনি নিজেকে আখলাকে নবুবীর দ্বারা আদর্শ মানুষ হিসাবে সমাজের সামনে পেশ করিবেন।

\* শিক্ষকের মধ্যে আরও ৩টি গুণের বিশেষ প্রয়োজন :

(১) اخلاص : আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করিবার নাম ইখলাص।

(২) محنت : নিরলসভাবে কাজ করিয়া যাইবার নাম মেহনত محنت।

(৩) شفقت : জরুরত মোতাবেক বা প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ সমাধা করিয়া দেওয়ার নাম শাফকাত شفقت।

\* সমস্ত কাজের কামিয়াবীর জন্য ৩টি গুণ অপরিহার্য :

(১) جوش : কাজের পূর্ণ আকাংখা-উদ্যম থাকিবার নাম য়োশ جوش।

(২) هوش : পর্যায়ক্রমে কাজ চালাইয়া যাইবার নাম হুশ هوش।

(৩) استقامت : কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অটল-অনট থাকিয়া কাজ করিবার নাম ইস্তিকামাত استقامت।

আল্লাহ তা'য়ালার উপরোক্ত কথাগুলি পুরোপুরিভাবে আমল করিবার তাওফীক দান করুন। আমীন॥

## ইলমে তাজভীদের প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ -

অর্থ : যাহাদিগকে আমি কিতাব দিয়াছি তাহারা যথাযথভাবে উহা তেলাওয়াত করে ।  
(সূরা বাকারা, আয়াত-১২১)

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) হইতে আবুল আলীয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, যেই সত্তার হাতে আমার জান রহিয়াছে সেই সত্তার কসম করিয়া বলিতেছি আল্লাহর কালামকে যথাযথভাবে তিলাওয়াতের তাৎপর্য হইজেছে উহাতে বর্ণিত হালালকে হালাল এবং হরামকে হারাম জানা এবং তদনুযায়ী আমল করা । উহা যেইরূপে নাযিল হইয়াছে সেইরূপে তিলাওয়াত করা । উহার শব্দসমূহ ও বাক্যাবলীকে স্থানচ্যুত ও পরিবর্তিত না করা এবং কোনো অংশের অর্থ ও মর্মকে বিকৃত না করা । (ইবনে কাছির)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَّا أَذِنَ لِشَيْءٍ يَتَغَنَّيَ بِالْقُرْآنِ (متفق عليه)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'য়ালা কোনো কিছুর প্রতি এতো বেশি মনোনিবেশ করেন না, যতবেশী নবীর কথার প্রতি মনোনিবেশ করেন । যখন নবী মধুর সূরে কুরআন তেলাওয়াত করেন । (বুখারী মুসলিম)

**তাজভীদের সংজ্ঞা :** যে জ্ঞান অর্জন করিলে (কুরআন পাকের) প্রত্যেক হরফ তাহার মাখরাজ হইতে পরিপূর্ণ সি.ফাত সহকারে পড়া যায়, বিশেষ করিয়া কুরআন পাক আল্লাহ তা'য়ালার কিতাব হওয়ায় তিনি যেইভাবে নাজিল করিয়াছেন সেইভাবে তেলাওয়াত করাকে ইলমে তাজভীদ বলে ।

**তাজভীদের উদ্দেশ্য :** (কুরআন মজিদের) হরফে তাহাজ্জী

**তাজভীদের লক্ষ্য :** (কুরআন মজিদের) হরফের বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও মধুর সূরে তেলাওয়াত করা ।

**তাজভীদের বিপরীত হচ্ছে লাহান**

لحن লাহান অর্থ ভুল । لحن দুই প্রকার, لحن جلی লাহানে জলী, لحن خفی লাহানে খফী, لحن جلی লাহানে জলী এক হরফের স্থানে অন্য হরফ এক হরফের স্থানে অন্য হরফ, হরফের স্থানে মদ, মদের স্থানে হরফ, মুদ্বাকথা মাখরাজে হরফ ও সি.ফাতে লাজিমার মধ্যে ভুল হইলে উহাকে লাহানে জলি বলে । লাহানে জলি দ্বারা অর্থের পরিবর্তন হইয়া যায় এবং ইহাতে নামায ভংগের আশংকা থাকে ।

لحن خفی লাহানে খফী হইতেছে সিফাতে মুহাসসানায় ভুল করা, যেমন গুনাহ, ক.লক.লা নুনে সাকিন তানভীনের কায়দায়, লফজ আল্লাহর লাম মোটা চিকন, র-মোটা চিকন ইত্যাদিতে ভুল করিলে উহাকে লাহানে খফী বলে । লাহানে খফী দ্বারা তেলাওয়াতের সৌন্দর্য নষ্ট হয় কিন্তু নামায ভংগের আশংকা থাকে না ।

## পূর্ব প্রস্তুতি

বোর্ডের পূর্বে ৫টি কাজ :

- (১) সফবন্দি বা সারিবদ্ধ হওয়া ।
- (২) তা'উজ, তাসমিয়া ও দরুদ শরীফের মাশুক ।
- (৩) বসিবার আদব শিক্ষা ও ইমতেহান ।
- (৪) কালিমায়ে ত.য়্যিবা ও জরুরী মাসাইল শিক্ষা ।
- (৫) দিক নির্ণয় শিক্ষা ও ইমতেহান ।

\* ১নং : সফবন্দি :

শিক্ষার্থী শুধু ছেলে হইলে প্রথম সফে ছোট ছোট ছেলেদিগকে বসাইয়া ক্রমাগত বড়দিগকে পিছনে বসাইতে হইবে এবং বোর্ড বরাবর মধ্যখান দিয়া ওস্তাযের চলাফেরার জন্য ব্যবস্থা থাকিবে । ছেলে ও মেয়ে হইলে ওস্তাযের চলাফেরার ব্যবস্থা ছেলে ও মেয়েদের মধ্যখান দিয়া থাকিবে এবং এইভাবে মেয়েদিগকে বসাইবেশ যাহাতে ওস্তায বোর্ডে দাঁড়াইলে প্রাথমিক নজর মেয়েদের প্রতি না পড়ে । সাবালিকা মেয়েদের ওস্তাযের সামনে রাখা নিষেধ ।

\* ২নং : তা'উজ, তাসমিয়া ও দরুদ শরীফের মাশুক :

তা'উজ অর্থ আউজুবিল্লাহ, তাসমিয়া অর্থ বিসমিল্লাহ ।

\* ৩নং : বসিবার আদব শিক্ষা ও ইমতিহান বা পরীক্ষা :

বসার আদব তিনটি :

দুই হাটু ফেলিয়া

দুই হাটু উঠাইয়া

এক হাটু ফেলিয়া এক হাটু উঠাইয়া ।

বার বার নম্বর হিসাবে আদতে পরিণত করিবেন ও ইমতিহান করিবেন ।

বি:দ্র: বসার আদব ইহা একটি শারীরিক ব্যায়ামও বটে ।

\* ৪নং : কালিমায়ে ত.য়িয়াবা ও জরুরী মাসাইল শিক্ষা :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

কালিমায়ে ত.য়িয়াবা : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ।

কালিমার অর্থ : আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত  
ইবাদাতের উপযুক্ত  
আর কোন মা'বুদ নাই,  
হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা  
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  
আল্লাহ তা'আলার পয়গাম্বর ।

\* কালিমার সংক্ষিপ্ত আকিদা :

কালিমার ওয়াদা : আয় আল্লাহ  
আপনি আমার মাওলা,  
আমি আপনার গোলাম,  
আমার মৃত্যু পর্যন্ত  
আপনার হুকুম মতে ও  
রাসূলের তরীকা মতে  
আপনার গোলামী করিব ।

\* কালিমা কি চায়? কালিমা এই চায়—

আমার জীবনের যাবতীয় কাজকর্ম,  
আল্লাহর হুকুম মতে ও রাসূলের তরীকা মতে হউক,  
আমার মনগড়া না হউক ।

কালিমায়ে ত.য়িয়াবার অর্থ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়ার পর জরুরী মাসাইল প্রতিদিন এক এক বিষয়ে মুখস্থ করাইতে থাকিবেন । প্রয়োজন বোধে সবকের পরেও পড়াইতে পারিবেন । এইভাবে জরুরী মাসাইলগুলি মুখস্থ করাইবার পর এক এক বিষয়ে সহজ ভাষা ও সহজ পদ্ধতিতে বুঝাইতে থাকিবেন এবং আমলে পরিণত করিতে থাকিবেন । আমীন ॥

# মাসাইল

(১)

অযুতে ৪ ফরয :

সমস্ত মুখ ধোয়া,  
দুই হাতের কনুইসহ ধোয়া,  
মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ করা,  
দুই পায়ের টাখনুসহ ধোয়া ।

(২)

গোসলে ৩ ফরয :

কুলি করা,  
নাকে পানি দেওয়া,  
সমস্ত শরীর  
ভালভাবে ধৌত করা ।

(৩)

তায়্যাম্মুমে ৩ ফরয :

নিয়ত করা,  
সমস্ত মুখ একবার মাসেহ করা,  
দুই হাতের কনুইসহ  
একবার মাসেহ করা ।

(৪)

নামাযের বাহিরে এবং ভিতরে ১৩ ফরয :

নামাযের বাহিরে ৭ ফরয :

শরীর পাক,  
কাপড় পাক,  
নামাযের জায়গা পাক,  
সতর ঢাকা,  
কেবলামুখী হওয়া,  
ওয়াক্ত মতো নামায পড়া,  
নামাযের নিয়ত করা ।

নামাযের ভিতরে ৬ ফরয :

তাকবীরে তাহ.রীমা বলা,  
খাড়া হইয়া নামায পড়া,  
ক্বিরাত পড়া, রুকু করা,  
দুই সিজদা করা,  
আখেরী বৈঠক ।

-:~:-

নামাযে ১৪ ওয়াজিব :

আলহামদু শরীফ পুরা পড়া,  
আলহামদুর সহিত সূরা মিলানো,  
রুকু সিজদায় দেরী করা,  
রুকু হইতে সোজা হইয়া খাড়া হওয়া,  
দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হইয়া বসা,  
দারমিয়ানি বৈঠক,  
উভয় বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়া,  
ইমামের জন্য ক্বিরাত  
আস্তে বা জোরে পড়া,  
বিতিরের নামাযে দু'য়ায়ে কুনুত পড়া,  
দুই ঈদের নামাযেই  
ছয় ছয় তাকবীর বলা,  
প্রত্যেক ফরয নামাযের  
প্রথম দুই রাকাতে ক্বিরাত পড়া ।  
প্রত্যেক রাকাতে ফরযগুলির  
তারতীব ঠিক রাখা,  
প্রত্যেক রাকাতে ওয়াজিবগুলির  
তারতীব ঠিক রাখা,  
আস্‌সালামু আলাইকুম (ওয়া রাহমাতুল্লাহ) বলিয়া  
নামায শেষ করা ।

-:~:-

নামাযে সূন্নাতে মুয়াক্কাদা ১২টি :

দুই হাত উঠানো,  
দুই হাত বাঁধা,  
সানা পড়া,  
তা'উয পড়া  
তাসমিয়া পড়া,  
প্রত্যেক উঠা বসায়  
আল্লাহ্ আক্বার বলা,  
রুকুর তাসবীহ বলা,  
রুকু হইতে উঠিবার সময়  
সামি'আল্লাহ্ লিমান হামীদাহ বলা,  
(রব্বানা লাকাল হামদ বলা)  
সিজদার তাসবীহ বলা,  
দরুদ শরীফ পড়া,  
দু'য়ায়ে মাসূরা পড়া,  
আলহামদুর শেষে আমীন বলা ।

অযু ভঙ্গের কারণ ৭টি :

পায়খানা পেশাবের রাস্তা দিয়া  
কোন কিছু বাহির হওয়া,  
মুখ ভরিয়া বমি হওয়া,  
শরীরের কোন জায়গা হইতে  
রক্ত, পূজ বা পানি  
বাহির হইয়া গড়াইয়া পড়া,  
থুথুর সহিত রক্তের ভাগ  
সমান বা বেশী হওয়া,  
চিৎ বা কাত হইয়া,  
হেলান দিয়া ঘুম যাওয়া,  
পাগল, মাতাল অচেতন হওয়া,  
নামাযে উচ্চস্বরে হাসা ।

---:---

তা'লীমুল কুরআন ১৮

নামায ভঙ্গের কারণ ২০টি :

নামাযে অশুদ্ধ পড়া,  
নামাযের ভিতর কথা বলা,  
কোনো লোককে সালাম দেওয়া,  
সালামের উত্তর দেওয়া,  
উহু-আহু শব্দ করা,  
বিনা ওজরে কাশা,  
আমলে কাছির করা,  
বিপদে কি বেদনায়  
শব্দ করিয়া কাঁদা,  
তিন ভাসবীহ পরিমাণ  
সতর খুলিয়া থাকা,  
মুজাদী ব্যতীত  
অপর ব্যক্তির লোকমা লওয়া,  
সুসংবাদ ও দুঃসংবাদের উত্তর দেওয়া,  
নাপাক জায়গায় সিজদা করা,  
সাংসারিক কোনো বিষয়ে প্রার্থনা করা,  
খাওয়া ও পান করা,  
হাঁছির উত্তর দেওয়া,  
কিবলার দিক হইতে সিনা ঘুরিয়া যাওয়া,  
নামাযে কুরআন শরীফ দেখিয়া পড়া,  
ঈমামের আগে মোজাদীর দাঁড়ানো,  
প্রতি রুকনে দুইবারের বেশী  
শরীর চুলকানো,  
নামাযে শব্দ করিয়া হাসা ।

অযু করিবার তরীকা :

অযুতে নিয়ত করা সুন্নাত,  
বিস্মিল্লাহ পড়া সুন্নাত,  
তিনবার মেসওয়াক করা সুন্নাত,  
ডান হাতের কজিসহ তিনবার ধোয়া সুন্নাত,  
বাম হাতের কজিসহ তিনবার ধোয়া সুন্নাত,

তিনবার কুলি করা সুন্নাত,  
 তিনবার নাকে পানি দেওয়া সুন্নাত,  
 সমস্ত মুখ তিনবার ধোয়া সুন্নাত,  
 ডান হাতের কনুইসহ তিনবার ধোয়া সুন্নাত,  
 বাম হাতের কনুইসহ তিনবার ধোয়া সুন্নাত,  
 দুই হাতের আঙ্গুলী খিলাল করা সুন্নাত,  
 সমস্ত মাথা (একবার) মাসেহ করা সুন্নাত,  
 কান মাসেহ করা সুন্নাত,  
 গর্দান মাসেহ করা মুস্তাহাব,  
 ডান পায়ের টাখনুসহ তিনবার ধোয়া সুন্নাত,  
 বাম পায়ের টাখনুসহ তিনবার ধোয়া সুন্নাত,  
 দুই পায়ের আঙ্গুলী খিলাল করা সুন্নাত ।

\* **নেং :** দিক নির্ণয় শিক্ষা ও ইমতেহান : দুই হাত, মাথা ও পায়ের দ্বারা দিক নির্ণয় শিক্ষা দিয়া বোর্ডে ও শ্রেটে ইমতেহান করিতে হইবে ।

খাওয়ার হাতকে ডান হাত বলে,  
 অপর হাতকে বাম হাত বলে,  
 ডান হাতের দিককে ডান দিক বলে,  
 বাম হাতের দিককে বাম দিক বলে,  
 মাথার দিককে উপর বলে,  
 পায়ের দিককে নিচ বলে ।

\* **أَلْجِهَاتُ** (আলজিহাতু) দিকের নাম :

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| (১) مَشْرِقٌ (মাশরিকুন) - পূর্ব  | (২) مَغْرِبٌ (মাগরিবুন) - পশ্চিম |
| (৩) شِمَالٌ (শিমালুন) - উত্তর    | (৪) جَدُوبٌ (জুনুবুন) - দক্ষিণ   |
| (৫) فَوْقٌ (ফাওকুন) - উর্ধ্ব     | (৬) تَحْتٌ (তাহতুন) - অধ:        |
| (৭) يَمِينٌ (ইয়ামীনুন) - ডানে   | (৮) يَسَارٌ (ইয়াসারুন) - বাঁয়ে |
| (৯) قُدَّامٌ (কুদ্দামুন) - সামনে | (১০) خَلْفٌ (খালফুন) - পিছনে ।   |

\* **৫** আঙ্গুলের নাম :

- (১) خِنْصَرٌ কনিষ্ঠা (২) بَيْصَرٌ অনামিকা (৩) وَسْطَى মধ্যমা  
 (৪) مُسَبِّحَةٌ তর্জনী (৫) اِبْهَامٌ বৃদ্ধা ।

## হরফ শেনাসী (বর্ণের পরিচয়)

\* হরফ শেনাসীতে ৫টি কাজ :

- (১) উনত্রিশটি হরফকে ৯ ভাগে শিক্ষা দেওয়া ।
- (২) এক নং নকশা চার প্রকারে পড়ানো ।
- (৩) নুক্তাওয়ালা হরফ ও নুক্তা ছাড়া হরফ শিক্ষা দেওয়া ।
- (৪) মাখরাজ শিক্ষা দেওয়া ।
- (৫) তামীযে হরফ শিক্ষা দেওয়া ।

\* ১নং : ২৯টি হরফকে ৯ ভাগে শিক্ষা দেওয়ার রীতি :

(১) এক লাঠিতে চার হরফ	=   =	. ১ ا م ط ظ
(২) এক নৌকাতে পাঁচ হরফ	= ٤ =	. ২ ب ت ث ف ك
(৩) এক টোটা/কোটা ও এক ফালি চাঁদে তিন হরফ	= ح =	. ৩ ح خ ج
(৪) এক লাঙ্গলে পাঁচ হরফ	= ٤ =	. ৪ ر ز و د ذ
(৫) তিন দাঁত ও এক ফালি চাঁদে চার হরফ	= س =	. ৫ س ش ص ض
(৬) পাখির ঠোঁট দিয়া তিন হরফ	= ع =	. ৬ ع غ
(৭) এক ফালি চাঁদে তিন হরফ	= ق =	. ৭ ق ل
(৮) ডাব দিয়া এক হরফ ( ৪ ), হার সাত সুরত	= ه =	. ৮ ه ه ه ه ه ه ه ه
(৯) হাঁস ও দুইটি ডিম দিয়া এক হরফ, ইয়া। ইয়ার দুই সুরত	= ي =	. ৯ ي ي

উপরোল্লিখিত ছবক এক একটি হরফ করিয়া প্রথমে লেখা, মাশ্ক, তাকরার, (ইশারায় পড়ানো) এবং শ্লেটে পড়াইবার মাধ্যমে শিখাইবেন এবং যে সমস্ত হরফে নুক্তা থাকিবে সেইগুলির নুক্তার মাশ্ক, তাকরার ও শ্লেটে পড়াইবার মাধ্যমে সুন্দরভাবে শিক্ষা দিবেন ।

বিঃদ্র: মুয়াল্লিমদের জন্য তা'লীমুল কুরআনের ভিডিও সিডি রহিয়াছে । প্রশিক্ষণের সিডি দেখিলে উপকৃত হইবেন, তাই সিডি সংগ্রহের সিডির নির্দেশনা দেওয়া হইল ।

বোর্ডের কাজের পরিভাষা :

হরফ শেনাসীর (বর্ণ পরিচয়ের) ১ম কাজ ২৯টি হরফকে ৯ ভাগে ভাগ  
করিয়া শিশুদের পরিচিত বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া বোর্ডে ও শ্রেটে  
শিক্ষাদান পদ্ধতি বা হরফ শিখাইবার সংলাপমালা

(যেহেতু সংলাপ তাই নিম্নের লেখাগুলো চলতি ভাষায় লেখা হয়েছে)

হরফ শেনাসির ৫টি কাজ শিক্ষার্থীদেরকে মুখস্ত করাবেন। তারপর ২৯টি হরফ ৯ ভাগের  
প্রত্যেক সবকের প্রথম হরফ লেখা মাশুক। তাকরার ও শ্রেটে পড়ানোর নিয়ম শেখানোর  
জন্য যে সংলাপ করতে হয় তা নিম্নরূপ :

নুক.তা ছাড়া হরফে ৪টি কাজ। (১) লেখা (২) মাশুক (৩) তাকরার (৪) শ্রেটে পড়ানো।

নুক.তাওয়ালা হরফে পাঁচটি কাজ।

৫. নুক.তার মাশুক।

একটি হরফে যে কাজ ২৯টি হরফে সে কাজ। একটি সবকে যে কাজ ৯টি সবকে সে  
কাজ। একটি সূচীতে যে কাজ সব কয়টি সূচীতে সে কাজ।

১নং সবকের প্রথম হরফ আলিফ শিখানোর সকল কাজ বোর্ডে করাবার জন্য যে  
পরিভাষাগুলো ব্যবহার হবে তা নিম্নরূপ :

ওস্তায় বোর্ডের পূর্বের সকল কাজ সমাপ্ত করবেন এবং নির্দেশ দিবেন : সবাই ৩ নম্বরে  
বসুন। শ্রেট হাটুর ওপর, চক হাতে, “নজর বোর্ড”, নজরকে সুন্দর করুন। আমি কি  
করতেছি দেখুন। আমার হাত এখন কোথায়?..... আমার হাত এখন কোন দিকে  
যাচ্ছে? \ আমি এটি কি আঁকলাম?..... (ওস্তায়ের হাতের লাঠিটি বোর্ডের লেখার  
পাশে খাড়া করিয়ে রেখে প্রশ্ন করবেন) আপনারা কি এভাবে একটি লাঠি আঁকতে  
পারবেন?..... আঁকুন তো, এঁকেছেন?..... দেখান। বেশ..... মাশা.....আল্লাহ,  
খুবই সুন্দর হয়েছে।

শ্রেট হাটুর ওপর, চক হাতে, “নজর বোর্ড”, নজরকে সুন্দর করুন। আমার বোর্ডেরটি  
দেখে বারবার লিখুন এবং মুছুন। (এ নির্দেশ দিয়ে ওস্তায় ছাত্রদের সফের ভেতর ঢুকে  
পড়বেন। যে ছাত্র-ছাত্রী লিখতে পারেনি তাদেরকে লেখা শিখাবেন এবং বলবেন- ওস্তা  
(মধ্যমা) ইভহামুন (বৃদ্ধা) আসুল দিয়ে চক ধরুন। মুসাব্বিহাতুন (তর্জনী) আসুলী দিয়ে  
চাপ দিয়ে উপর থেকে নিচের দিকে টান দিন এবং হালকাভাবে ছেড়ে দিন। সুন্দর একটি  
লাঠি হয়ে যাবে।

(শিক্ষক প্রশ্ন করবেন) লেখা হয়েছে?..... সবগুলি মুছে শ্রেটের মাঝখানে সুন্দর করে  
একটি লাঠি আঁকুন। এঁকেছেন? দেখান। বেশ, মা.....শাআল্লাহ, খুবই সুন্দর হয়েছে।  
আপনারা সবাই পাশ করেছেন। শ্রেট হাটুর ওপর, হাত লেখার নিচে, “নজর বোর্ড”,

নজরকে সুন্দর করুন। আমরা এখানে কি জন্য এসেছি? না না কুরআন শরীফ শেখার জন্য এসেছি।

কুরআন শরীফ কোন ভাষায় লিখিত?..... না না, কুরআন শরীফ আরবী ভাষায় লিখিত। আরবী ভাষায় ২৯টি হরফ আছে। এ ২৯টি হরফ দ্বারা এতো বড় ৩০ পারা কুরআন শরীফ লেখা হয়েছে। এ ২৯টি হরফের নাম যদি আমরা জানতে পারি তাহলে কুরআন শরীফ পড়া খুবই সহজ হবে। | এই যে লাঠি দেখতেছেন আসলে এটি লাঠি নয়। এটি আরবী ঐ ২৯টি হরফের একটি হরফ। এর সুন্দর একটি নাম আছে। আপনারা কি জানতে চান? আমার বলা শেষ, আপনাদের শুরু। আলিফ, আলিফ (আলিফের মাথারাজ দেখিয়ে দিবেন এবং বলবেন নিচের ঠোঁটের পেট সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে মধ্যস্থান দিয়ে একটু বাতাস বের করে) আমাকে একটু অনুকরণ করুন (এবং ভালভাবে ছাত্র ছাত্রীদের দৃষ্ট আকর্ষণ করবেন) তারপর কমপক্ষে ওস্তায় মুখে মুখে ৩০ বার মাশুক করবেন তাকরার করবেন। ওস্তায় বলবেন, আমি হাত রাখলে বলতে পারবেন, ..... আমি হাত রাখার সাথে সাথে বলবেন (ওস্তায় লাঠি দিয়ে বোর্ডে ইশারা করবেন)।

(নজর শ্রেটে, একবার পড়ুন, আরেকবার, থেমে থেমে কয়েকবার, পড়িতে পড়িতে যখন আওয়াজ বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে তখন বোর্ডে একটি আওয়াজ দিয়া থামাইয়া দিবেন।)

শেখানোর সংলাপ :

আমার হাত এখন আলিফের কোথায় ---- আমার হাত এখন কোনদিকে যাচ্ছে? ---- আমি আলিফের মাথায় ১টি আঁক দিয়েছি। আপনারা দিতে পারবেন? | দেন তো? দিয়েছেন? ---- দেখুন! দেখুন! আমি আঁকের ডান মাথার উপরে ছোট ১টি আলিফ লিখেছি |, আপনারা লিখতে পারবেন? লিখুন তো? লিখছেন? দেখুন! দেখুন! আমার হাত আলিফের ডান দিক দিয়ে ঘুরিয়ে আলিফের মাথা গোল করে দিয়েছি। আপনারা দিতে পারবেন? দেন তো? দিয়েছেন? | দেখান। বেশ! মাশা ---- আল্লাহ! খুব সুন্দর হয়েছে! আপনারা সবাই পাশ করেছেন। শ্রেট হাটুর ওপর; চক হাতে; “নজর বোর্ড” নজরকে সুন্দর করুন। আলিফের মাথা গোল করে দেয়াতে এটি আরবী ২৯টি হরফের আরেকটি হরফ হয়েছে। এর একটি সুন্দর নাম আছে, আপনারা কি জানতে চান? আমার বলা শেষ; আপনাদের শুরু। (মাশুক, তাকরার, শ্রেটে পড়ানো।)

শেখানোর সংলাপ :

আমি এখন মীমের মাথা মুছে ফেলেছি; আপনারা মুছতে পারবেন? ---- মুছুন তো? মুছেছেন? --- এখন কি আছে? | আমার হাত এখন আলিফের কোথায় আছে? ---- আমার হাত এখন আলিফের ডান দিক দিয়ে ঘুরে এসে আলিফের মাঝে একটি পেট লাগিয়েছি। আপনারা লাগাতে পারবেন? লাগান তো? লাগিয়েছেন? | দেখান, বেশ!

মাশা ---- আল্লাহ! খুব সুন্দর হয়েছে! আপনারা সবাই পাশ করেছেন। শ্রেট হাটুর ওপর; চক হাতে “নজর বোর্ড” নজরকে সুন্দর করুন আলিফের ডান দিকে পেট লাগিয়ে দেয়াতে এটি আরবী ২৯টি হরফের আরেকটি হরফ হয়েছে; এর একটি সুন্দর নাম আছে। আপনারা কি জানতে চান? ---- আমার বলা শেষ; আপনাদের শুরু। (মাশ্ক, তাকরার শ্রেটে পড়ানো)

نُكْطُ শেখানোর সংলাপ :

আমার হাত বোর্ডের উপরে ডান কোণে। আমি এটা কী এঁকেছি? নুজ্জা? না--- শিশুরা বলবে ফোটা, আপনারা এভাবে একটি ফোটা আঁকতে পারবেন? ♦ আঁকুন তো? এঁকেছেন? দেখান। অনেকে চককে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফোটা বানিয়েছেন। আসলে এভাবে নয়; আমার হাতের দিকে দেখুন। উস্তা মধ্যমা ইভহামুন বৃদ্ধাঙ্গুলী দিয়ে চক ধরে মুছাব্বিহাতুন তর্জনী দিয়ে চাপ দিন? এবার ডান দিক থেকে হাতকে চিত করে চকের পেট লাগিয়ে একটানে চারকোণাবিশিষ্ট ♦ ১টি ফোটা আঁকুন। এঁকেছেন? দেখান! বেশ! মাশা---- আল্লাহ! খুব সুন্দর হয়েছে! শ্রেট হাটুর ওপর; হাত লেখার নিচে; “নজর বোর্ড” নজরকে সুন্দর করুন। আসলে এটা ফোটা নয়। এর একটি সুন্দর নাম আছে। আপনারা জানতে চান? আমার বলা শেষ; আপনাদের শুরু। “نُكْطُ নুক.ত.হ” (মাশ্ক, তাকরার শ্রেটে পড়ানোর মাধ্যমে শেষ করে নুক.ত.হ মুছে ফেলবেন)।

طُ শেখানোর সংলাপ :

আমার হাত এখন طُ এর কোথায়? আমি طُ এর পেটের উপর এটা কী দিয়েছি? --- আপনারা এভাবে ১টি নুজ্জা দিতে পারবেন? দিন তো? দিয়েছেন? طُ বেশ মাশা --- আল্লাহ! খুব সুন্দর হয়েছে! শ্রেট হাটুর ওপর; হাত লেখার নিচে; “নজর বোর্ড” নজরকে সুন্দর করুন। طُ-এর উপর একটি নুক.ত.হ দেয়াতে এটি আরবী ২৯টি হরফের আরো একটি হরফ হয়েছে। এর একটি সুন্দর নাম আছে আপনারা জানতে চান? আমার বলা শেষ; আপনাদের শুরু। (মাশ্ক, তাকরার, শ্রেটে পড়ানোর মাধ্যমে নুক.ত.হর মাশ্ক করাবেন)। নুক.ত.হ মাশ্কে বলতে হবে “طُ” ওপর এক নুক.ত.হ। এভাবে এক লাঠিতে ৪টি হরফ শেখানো শেষ হলো। এবার সবক শিক্ষা।

সবক শেখানোর সংলাপ :

সবক শিক্ষার জন্য উস্তায় প্রথমে বলবেন- আমরা এক লাঠিতে কয় হরফ শিখছি ও কি কি? ছাত্র-ছাত্রীরা বলতে না পারলে উস্তায় বলে দেবেন। উস্তায় বলবেন- শ্রেট হাটুর ওপর, শ্রেটকে আড়াআড়ি করে ধরুন, “নজর বোর্ড” নজরকে সুন্দর করুন। দেখুন আমি বোর্ডে কী লিখছি! আপনারা এর নাম জানেন? বলুন তো? এর পর উস্তায় নাম বলবেন, ছাত্র-ছাত্রীরা শ্রেটে ফাঁক ফাঁক করে ৪টি আলিফ ( | | | | ) লিখবে। উস্তায় “নজর বোর্ড” করিয়ে ২য় আলিফকে মীম বানিয়ে প্রশ্ন করবেন- আমি এটি কি বানিয়েছি? আপনারা এর নাম জানেন? বলুন তো? ৩য় আলিফকে কী বানিয়েছি? নাম বলুন। ৪র্থ আলিফকে কী

বানিয়েছি? নাম বলুন। ৪র্থ আলিফকে ط বানানোর পরপরই ছাত্ররা ظ বলে ফেলবে।  
 উস্তায বলবেন- ظ বলেছেন যারা, ফেল করেছেন তারা। নুক.ত.হ দেয়ার আগে ظ  
 বলেছেন যারা তাদের কী হুশ আছে? ----- বেহুশ হলে বেকায়দা, আর বেকায়দা হলে  
 বেফায়দা! এ কথাগুলোর পর ط এর পেটের উপর নুক.ত.হ দিতে দিতে বলবেন- এখন  
 এটা কী হয়েছে? -- এবার আমি বলবো; আপনারা লিখুন! ২য় আলিফের মাথা গোল করে  
 দিয়ে م বানান, ৩য় আলিফের ডান দিকে পেট বানিয়ে ط বানান এবং ৪র্থ আলিফের ডান  
 দিকে পেট বানিয়ে ط বানান তারপর এই ط এর পেটের উপর ১টি নুক.ত.হ দিয়ে একে  
 ظ বানান। লিখা হয়েছে? দেখান! বেশ! মাশা---আল্লাহ! খুব সুন্দর হয়েছে! আপনারা  
 সবাই পাশ করেছেন। আমার বলা শেষ; আপনাদের শুরু। এক লাঠিতে ৪ হরফ,  
 আলিফ--, মী--, ম, ত--, জ--। লাঠি বলেছিলাম আপনাদের বুঝার জন্য আসলে এটা  
 আমাদের ১ নাম্বার সবক! ১ নাম্বার সবকে কয় হরফ? ---- কি কি---। জ- উপর কয়  
 নুক.ত.হ --- বেশ! মাশা---আল্লাহ! খুব সুন্দর হয়েছে! আপনারা সবাই পাশ করেছেন।

২ নাম্বার সবকে ৫ হরফ : ب ت ث ف ك

ب শিখানোর সংলাপ : সবাই তিন নাম্বারে বসুন। শ্লেট হাঁটুর ওপর, চক হাতে, “নজর  
 বোর্ড” নজরকে সুন্দর করুন। আমার হাত এখন কোথায়? আমার হাত কোন দিকে  
 যাচ্ছে? আমি এটি কি আঁকলাম? — আপনারা এভাবে একটি সরল আঁক দিতে পারবেন?  
 দেন তো? দিয়েছেন? দেখুন! দেখুন! আমার হাত এখন সরল আঁকের কোন মাথায়? ---  
 - ডান মাথায়। আমি এটি কি আঁকেছি? আপনারা এভাবে একটি দাঁত আঁকতে পারবেন?  
 --- আঁকুন তো? আঁকেছেন? দেখুন! দেখুন! আমি সরল আঁকের বাম মাথায় আঁকেরটি  
 দাঁত আঁকেছি। আপনারা আঁকতে পারবেন? আঁকুন তো? ب আঁকেছেন? দেখুন! দেখুন!  
 আমি এটিকে কি বানাচ্ছি? আপনারা বানা - বেন-না? ب (বৈঠা লাগিয়ে বলবেন) এখন  
 এটি কি হয়েছে? বৈঠাওয়ালা নৌকা। আমি এখন এটির কি মুছে ফেলেছি? তাহলে এটি  
 এখন কি হয়েছে? বৈঠাবিহীন নৌকা ب। আপনারা এভাবে বৈঠাবিহীন নৌকা আঁকেছেন  
 তো? ب দেখান! --- বেশ! মাশা---আল্লাহ! খুব সুন্দর হয়েছে!

শ্লেট হাঁটুর ওপর, চক হাতে, “নজর বোর্ড” নজরকে সুন্দর করুন। আমারটি দেখে বার  
 বার লিখুন। বার বার মুছুন, (এ বলে উস্তায লেখা শেখাবেন) উস্তা, মধ্যমা এবং ইভহামুন  
 বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে চক ধরুন, মুছাব্বিহাতুন তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিয়ে বাম দিক থেকে  
 ডান দিকে একটি সরল আঁক দিন। সরল আঁকের ডান মাথায় একটি দাঁত লাগান। বাম  
 মাথায় আরেকটি দাঁত লাগান। সুন্দর একটি বৈঠাবিহীন নৌকা হয়ে যাবে। লেখা হয়েছে?  
 সবগুলো মুছে ফেলে শ্লেটের মাঝখানে সুন্দর করে আরেকটি লিখুন। লিখেছেন? দেখুন!  
 দেখুন! আমার হাত এখন বৈঠাবিহীন নৌকার কোথায়? বৈঠাবিহীন নৌকার নিচে আমি  
 এটি কি দিয়েছি? আপনারা এভাবে একটি নুক.ত.হ দিতে পারবেন? দেন তো? দিয়েছেন?  
 দেখান, বেশ! মাশা---আল্লাহ! খুব সুন্দর হয়েছে! আপনারা সবাই পাশ করেছেন।

শ্লেট হাঁটুর ওপর হাত লেখার নিচে, “নজর বোর্ড” নজরকে সুন্দর, করুন। বৈঠাবিহীন নৌকার নিচে নুক.ত.হু দেয়াতে ঐ ২৯ হরফের আরেকটি হরফ হয়েছে। এটির একটি সুন্দর নাম আছে- আপনারা জানতে চান? আমার বলা শেষ আপনাদের শুরু। মাশুক করাবেন। (মাখরাজ বলে ب দুই ঠোঁটের ভিজা জায়গায় লাগাইয়া, আমাকে একটু অনুকরণ করুন।)

তারপর তাকরারও শ্লেটে পড়বেন। এরপর ب এর নুক.ত.হু মুছে, ওপরে দুই নুক.ত.হু দিয়ে ت শেখাবেন, ت-এর উপরে এক নুক.ত.হু দিয়ে ث শেখাবেন ث-এর নুক.ত.হু মুছে বৈঠাবিহীন নৌকার ডান মাথা গোল করে, ওপরে এক নুক.ত.হু দিয়ে ف শেখাবেন। ف-এর নুক.ত.হু গোল মাথা মুছে বৈঠাবিহীন নৌকার ডান মাথায় আলিফ যোগ করে, মাঝখানে এই পঁয়চ দিয়ে ؤ শেখাবেন। এরপর ৫টি বৈঠাবিহীন ب ب ب ব নৌকা ঐকে নুক.ত.হু দিয়ে পূর্বের ৫টি হরফ ك ف ث ب लिখে সবক শেখাবেন। সবকের মাশুক এভাবে বলবেন- “এক নৌকাতে ৫ হরফ ك ف ث ب । ২য় বার মাশুক করাবেন এই বলে- নৌকা বলছিলাম আপনাদের বুঝার জন্য, আসলে তা আমাদের দুই নাম্বার সবক। “দুই নাম্বার সবকে কয় হরফ?” প্রশ্ন করবেন- ছাত্র ছাত্রীরা উত্তর দিবে। এরপর প্রতি হরফের নুক.ত.হু মাশুক করাবেন।

প্রকাশ থাকে যে, প্রতি সবকে পৃথক পৃথক হরফ শিক্ষার পর এ নিয়মে সবগুলো সবক শিক্ষা দিবেন।

৩নং সবকে ৩ হরফ : ح خ ح

ح শেখানোর সংলাপ : সবাই তিন নাম্বারে বসুন। শ্লেট হাঁটুর ওপর, চক হাতে, “নজর বোর্ড” নজরকে সুন্দর করুন। আমার হাত এখন কোথায়? আমার হাত কোন দিকে যাচ্ছে? আমি এটি কি ঐকেছি? আপনারা এভাবে একটি আম পাড়ার টোঁটা/কোটা = আঁকতে পারবেন? আঁকুন তো? ঐকেছেন? দেখুন! দেখুন! আমার হাত এখন টোঁটা বরাবর কোথায়? টোঁটা বরাবর নিচে! নিচ থেকে ঘুরিয়ে বাম দিকে একটি এক ফালি চাঁদ (প্রথম দিনের চাঁদকে এক ফালি চাঁদ বলে) আঁকুন ح ! এক ফালি চাঁদটি টোঁটার সাথে মিশিয়ে দিন! সুন্দর একটি এক টোঁটা ও এক ফালি চাঁদ হয়ে যাবে! লেখা হয়েছে ح ? দেখান---! বেশ! মাশা--- আল্লাহ! খুব সুন্দর হয়েছে।

শ্লেট হাঁটুর ওপর, চক হাতে, “নজর বোর্ড” নজরকে সুন্দর করুন। আমারটি দেখে দেখে বার বার লিখুন এবং মুছুন (শিক্ষক এবার শিক্ষা দেবেন) ওস্তা মধ্যমা ইভহামুন বৃদ্ধা আঙ্গুল দিয়ে চক ধরুন। মুছাবিহাতুন তর্জনী দিয়ে চাপ দিয়ে নিচ হতে উপর দিকে। তারপর ডান দিকে টান দিয়ে কোণাকুণি নিচের দিকে টান দিন সুন্দর একটি আম পাড়ার টোঁটা হয়ে যাবে। টোঁটা বরাবর নিচ থেকে ঘুরিয়ে উপরের দিকে টান দিন। সুন্দর একটি এক ফালি চাঁদ হয়ে যাবে। এক ফালি চাঁদটি টোঁটার সাথে মিশিয়ে দিন। লেখা হয়েছে? --- সবগুলো মুছে ফেলে শ্লেটের মাঝখানে সুন্দর করে আরেকটি লিখুন। লিখেছেন---?

দেখান ----, বেশ! মাশা---আল্লাহ! খুব সুন্দর হয়েছে, আপনারা সবাই পাশ করেছেন।

শ্লেট হাটুর ওপর, চক্ হাতে, “নজর বোর্ড” নজরকে সুন্দর করুন। এই যে এক টোঁটা ও এক ফালি চাঁদ দেখেছেন আসলে এটি টোঁটা ও চাঁদ নয় এটি ঐ আরবি ২৯টি হরফের আকেরটি হরফ। এটির একটি সুন্দর নাম আছে! আপনারা জানতে চান? আমার বলা শেষ, আপনাদের শুরু! মাশুক করাবেন, (মাখরাজ বলে অনুকরণ করাবেন) পরে তাকরার ও শ্লেটে পড়িয়ে শেষ করবেন। বাকী দুটি হরফ শুধু ওপরে এক নুক.ত.হ্ দিয়ে خ নিচে এক নুক.ত.হ্ দিয়ে ج শিক্ষা দেবেন। এবং সবক শিক্ষা দেবেন।

৪নং নাম্বার সবকে ৫ হরফ: ز و د ذ

শেখানোর সংলাপ : সবাই তিন নাম্বারে বসুন! শ্লেট হাটুর ওপর, চক্ হাতে, “নজর বোর্ড” নজরকে সুন্দর করুন। দেখুন! দেখুন! আমার হাত এখন কোথায়? হাত কোন্ দিক হতে কোন্ দিকে যাচ্ছে? আমি এটি কি ঐকেছি (লাঙ্গল) ل? দেখুন! দেখুন এখন লাঙ্গলের কি মুছে ফেলেছি? (হাতল), দেখুন! দেখুন! এখন আবার লাঙ্গলের কি মুছে ফেলেছি? (ইশ), তাহলে এটি এখন কি হয়েছে ل? হাত-ল ও ইশবিহীন একটি লাঙ্গল। আপনারা এভাবে একটি লাঙ্গল আঁকতে পারবেন? --- আকুন তো? ঐকেছেন? দেখান! বেশ! মাশা---আল্লাহ! খুব সুন্দর হয়েছে!

শ্লেট হাটুর ওপর, চক্ হাতে, “নজর বোর্ড” নজরকে সুন্দর করুন! আমার বোর্ডেরটি দেখে দেখে বার বার লিখুন এবং মুছুন। (উস্তায শিক্ষা দিবেন) উস্তা মধ্যমা ইভহামুন বৃদ্ধাংশুলী দিয়ে চক্ ধরুন! মুসাব্বিহাতুন তর্জনী দিয়ে চাপ দিয়ে উপর থেকে নিচের দিকে বাঁকা করে টান দিন! সুন্দর একটি হাতল ও ইশবিহীন লাঙ্গল হয়ে যাবে! লেখা হয়েছে? --- সবগুলো মুছে ফেলে শ্লেটের মাঝখানে সুন্দর করে আরেকটি আঁকুন! ঐকেছেন? --- দেখান! বেশ! মাশা---আল্লাহ! খুব সুন্দর হয়েছে! আপনারা সবাই পাশ করেছেন! শ্লেট হাটুর ওপর, চক্ হাতে, “নজর বোর্ড” নজরকে সুন্দর করুন।

এই যে লাঙ্গল দেখেছেন, আসলে এটি লাঙ্গল নয় এটি ২৯টি হরফের আরেকটি হরফ। এটির একটি সুন্দর নাম আছে! আপনারা কি জানতে চান? আমার বলা শেষ, আপনাদের শুরু মাশুক করাবেন, (মাখরাজ বলে অনুকরণ করিয়ে) তারপর তাকরার, শ্লেটে পড়াবেন।

তারপর ل উপর এক নুক.ত.হ্ দিয়ে ز শেখাবেন। ز-র নুক.ত.হ্ মুছে, ل-র মাথা গোল করে দিয়ে و ওয়াও শেখাবেন, و-এর মাথা মুছে ل-র উপর কোণাকুণি আঁক দিয়ে د দাল শেখাবেন। د এর উপর এক নুক.ত.হ্ দিয়ে ذ শেখাবেন। তারপর সবক শিক্ষা দেবেন।

৫ নাম্বার সবকে ৪ হরফ : س ش ص ض

শেখানোর সংলাপ : সবাই তিন নাম্বারে বসুন! শ্লেট হাটুর ওপর, চক্ হাতে, “নজর বোর্ড” নজরকে সুন্দর করুন! দেখুন! দেখুন! আমার হাত এখন কোথায়? আমার হাত

কোন দিক থেকে কোন দিকে যাচ্ছে? আমি এটি কি আঁকলাম ۷? আপনারা এভাবে একটি দাঁত আঁকতে পারবেন? আঁকুন তো--? এঁকেছেন? দেখুন! দেখুন! আমি আরেকটি দাঁত এঁকেছি! ۸ আপনারা আঁকতে পারবেন? আঁকুন তো? এঁকেছেন! দেখুন! দেখুন! আমি আরেকটি দাঁত এঁকেছি মোট তিনটি দাঁত এঁকেছি ۹! আপনারা আঁকতে পারবেন? আঁকুন তো? এঁকেছেন? দেখুন! দেখুন! --- আমি তিন দাঁতের সাথে একটি এক ফালি চাঁদ এঁকেছি ۱০! আপনারা আঁকতে পারবেন? আঁকুন তো? এঁকেছেন? দেখুন! বেশ! মাশা---আল্লাহ! খুব সুন্দর হয়েছে!

শ্লেট হাটুর উপর, চক হাতে, “নজর বোর্ড” নজরকে সুন্দর করুন। আমারটি দেখে দেখে বার বার লিখুন এবং মুছুন (উস্তায় লেখা শেখাবেন) উস্তা মধ্যমা ইভহামুন বৃদ্ধাপুলী দিয়ে চক ধরুন, মুসাব্বিহাতুন তর্জনী দিয়ে চাপ দিয়ে উপর হতে নিচের দিকে টান দিয়ে আবার উপরে উঠান। আবার নিচের দিকে টান দিয়ে আবার উপরে উঠিয়ে নিচের দিকে টান দিন। সুন্দর তিন দাঁত হয়ে যাবে। তিন দাঁতের নিচের দিকে একটি এক ফালি চাঁদ আঁকুন! সুন্দর তিন দাঁত ও এক ফালি চাঁদ হয়ে যাবে! লেখা হয়েছে? সবগুলো মুছে ফেলে শ্লেটের মাঝখানে সুন্দর করে আরেকটি লিখুন! লিখেছেন? দেখুন! বেশ মাশা--- আল্লাহ খুব সুন্দর হয়েছে! আপনারা সবাই পাশ করেছেন! শ্লেট হাটুর ওপর, চক হাতে, “নজর বোর্ড” নজরকে সুন্দর করুন। আসলে এটি তিন দাঁত ও এক ফালি চাঁদ নয়। এটি ঐ আরবী ২৯টি হরফের আরেকটি হরফ। এটিরও একটি সুন্দর নাম আছে! আপনারা জানতে চান? --- আমার বলা শেষ আপনাদের শুরু। মাশুক করাবেন (মাখরাজ বলে অনুকরণ করাবেন) তারপর তাকরার ও শ্লেটে পড়িয়ে শেষ করবেন। এরপর س এর উপর তিন নুক.ত.হ দিয়ে ش শেখাবেন, ش এর নুক.ত.হ ও মাঝের এক দাঁত মুছে, س কে গোল মাথা বানিয়ে ص শেখাবেন। ص এর উপর এক নুক.ত.হ দিয়ে ض শেখাবেন। তারপর সবক শিক্ষা দেবেন।

৬ নাম্বার সবকে ৩ হরফ : ع ع غ

৬ শেখানোর সংলাপ : সবাই তিন নাম্বারে বসুন। শ্লেট হাটুর ওপর, চক হাতে, “নজর বোর্ড।” নজরকে সুন্দর করুন! দেখুন! দেখুন! আমার হাত এখন কোথায়? আমি এটি কি এঁকেছি? ۱ একটি পাখি ২ আমি এখন পাখির কি কি মুছে ফেলেছি? পাখির এখন কি বাকী আছে ৩ পাখির ঠোঁট! আপনারা এভাবে একটি পাখির ৪ ঠোঁট আঁকতে পারবেন? আঁকুন তো? এঁকেছেন! দেখুন---? বেশ! মাশা---আল্লাহ! খুব সুন্দর হয়েছে! শ্লেট হাটুর উপর চক হাতে, “নজর বোর্ড।” নজরকে সুন্দর করুন! আমারটি দেখে শ্লেটে বার বার লিখুন এবং মুছুন। (উস্তায় শেখাবেন) উস্তা মধ্যমা ইভহামুন বৃদ্ধাপুলী দিয়ে চক ধরুন। মুসাব্বিহাতু তর্জনী দিয়ে চাপ দিয়ে ওপর থেকে নিচের দিকে ঘুরিয়ে এনে ওপরে উঠিয়ে আবার নিচের দিকে টান দিন। সুন্দর একটি পাখির ঠোঁট হয়ে যাবে। ৫

লিখা হয়েছে ---? সবগুলো মুছে ফেলে শ্রেটের মাঝখানে সুন্দর করে আরেকটি লিখুন! লিখেছেন? --- দেখান? বেশ! মাশা---আল্লাহ! খুব সুন্দর হয়েছে! আপনারা সবাই পাশ করেছেন। শ্রেট হাটুর ওপর, চক হাতে, “নজর বোর্ড।” নজরকে সুন্দর করুন! এই যে পাখির ঠোঁট দেখেছেন, আসলে এটি পাখির ঠোঁট নয়! এটি ঐ আরবি ২৯টি হরফেরই আরেকটি হরফ। এটিরও একটি সুন্দর নাম আছে। আপ নারা জানতে চান? ---- আমাদের বলা শেষ, আপনাদের শুরু। মাশুক করে (হরফের মাখরাজ বলে অনুকরণ করাবেন) তারপর তাকরার ও শ্রেটে পড়াবেন। এরপর ২ এর সাথে এক ফালি চাঁদ যোগ করে ৩ আইন, ৩ এর উপরে এক নুক.ত.হ দিয়ে ৪ শেখাবেন। তারপর সবক শিক্ষা দেবেন।

৭ নাম্বার সবকে ৩ হরফ : ل ق ن

ن শেখানোর সংলাপ : সবাই তিন নাম্বারে বসুন! শ্রেট হাটুর ওপর, চক হাতে, “নজর বোর্ড।” নজরকে সুন্দর করুন। দেখুন! দেখুন! আমার হাত এখন কোথায়? আমি এটি ৩ কি আঁকলাম? আপনারা এভাবে একটি একফালি চাঁদ আঁকতে পারবেন? আঁকুন তো? আঁকেছেন? দেখুন! দেখুন! আমি একফালি চাঁদের মাঝখানে এটি কি দিয়েছি---? আপনারা এভাবে একটি নুক.ত.হ দিতে পারবেন? দেন তো? দিয়েছেন ---? দেখান? বেশ! মাশা---আল্লাহ! খুব সুন্দর হয়েছে! শ্রেট হাটুর ওপর, চক হাতে, “নজর বোর্ড।” নজরকে সুন্দর করুন! আমারটি দেখে বার বার লিখুন এবং মুছুন। (উস্তায় শিখাবেন) উস্তা মধ্যমা ইভহামুন বৃদ্ধাংশুলী দিয়ে চক ধরুন মুসাব্বিহাতুন তর্জনী দিয়ে চাপ দিয়ে ওপর হতে নিচের দিকে ঘুরিয়ে এনে একটি একফালি চাঁদ আঁকুন, মাঝখানে একটি নুক.ত.হ দিন। দেখবেন সুন্দর একটি একফালি চাঁদ ও নুক.ত.হ হয়ে গেছে।

লিখা হয়েছে? সবগুলো মুছে ফেলে শ্রেটের মাঝখানে সুন্দর করে আরেকটি আঁকুন! আঁকেছেন? -- দেখান--? বেশ! মাশা---আল্লাহ! খুব সুন্দর হয়েছে! আপনারা সবাই পাশ করেছেন! শ্রেট হাটুর ওপর, হাত লেখার নিচে, “নজর বোর্ড।” নজরকে সুন্দর করুন। এই যে একফালি চাঁদ ও নুক.ত.হ দেখেছেন আসলে এটি একফালি চাঁদ ও শুধু নুক.ত.হ নয়। এটি আরবি ২৯টি হরফের আরেকটি হরফ। এটির একটি সুন্দর নাম আছে! আপনারা জানতে চান? আমার বলা শেষ, আপনাদের শুরু। মাশুক করাবেন (মাখরাজ বলে অনুকরণ করাবেন) তারপর তাকরার ও শ্রেটে পড়াবেন।

এরপর ৩ এর নুক.ত.হ মুছে, একফালি চাঁদের ডান মাথা গোল করে চাঁদের ওপর দুই নুক.ত.হ দিয়ে ৩ শেখাবেন। ৩ এর দুই নুক.ত.হ ও গোল মাথা মুছে একফালি চাঁদের উপর ৩ আলিফ যোগ করে ৩ শেখাবেন! তারপর সবক শিক্ষা দেবেন।

৮ নাম্বার সবকে ১ হরফ : ا

০-এর সাত সূরাত শেখাবেন : সবাই তিন নাম্বারে বসুন। শ্রেট হাটুর ওপর, চক হাতে, “নজর বোর্ড।” নজরকে সুন্দর করুন। দেখুন! দেখুন! আমার হাত এখন কোথায়? আমি বোর্ডের উপর এটি কি আঁকেছি? ০ একটি ডাব! দেখুন আমি ডাবের কি মুছে ফেলেছি?

চুমটি! তাহলে এটি কি হয়েছে? চুমটিবিহীন একটি ডাব ঠ। আপনারা এভাবে একটি ডাব আঁকতে পারবেন? আঁকুন তো? একেছেন? দেখান! বেশ মাশা---আল্লাহ! খুব সুন্দর হয়েছে। শ্লেট হাটুর উপর! চক হাতে, “নজর বোর্ড”, নজরকে সুন্দর করুন।

আমারটি দেখে দেখে বার বার লিখুন এবং মুছুন। (উস্তায় শেখাবেন) উস্তা মধ্যমা ইভহামুন বৃদ্ধাংশুলি দিয়ে চক ধরুন। মুসাব্বিহাতুন তর্জনী দিয়ে চাপ দিয়ে উপর থেকে নিচের দিকে এনে ঘুরিয়ে আবার ক্রস করে উপরের দিকে তুলুন। সুন্দর একটি ডাব হয়ে যাবে। লিখা হয়েছে? সবগুলো মুছে ফেলে শ্লেটের মাঝখানে সুন্দর করে একটি লিখুন! লিখেছেন? দেখান! -- বেশ! মাশা---আল্লাহ ---! খুব সুন্দর হয়েছে! আপনারা সবাই পাশ করেছেন! শ্লেট হাটুর ওপর, চক হাতে, “নজর বোর্ড।” নজরকে সুন্দর করুন।

এই যে ডাব দেখছেন আসলে এটি ডাব নয় এটি ঐ আরবী ২৯টি হরফের আরেকটি হরফ! এটির একটি সুন্দর নাম আছে! আপনারা কি জানতে চান? আমার বলা শেষ, আপনাদের শুরু। মাশুক করাবেন (মাখরাজ বলে অনুকরণ করাবেন) তারপর তাকরার ও শ্লেটে পড়াবেন।

এরপর ০-এর সাত সুরত একটার সাথে আরেকটি মিলিয়ে লিখে শেখাবেন। (۰-۰-۰-۰-۰-۰-۰)

৯ নাম্বার সবকে ১ হরফ :  $\text{ي}$

$\text{ي}$  এর দুই সুরত :  $\text{ي}$ । উপরোক্ত নিয়মে একটি হাঁস ও দু'টি ডিম একে ইয়া শিক্ষা দেবেন।

\* ১নং নকশা ৪ প্রকারে পড়ানো :

(১) প্রথম : আলিফ হইতে ইয়া পর্যন্ত।

(২) দ্বিতীয় : ইয়া হইতে আলিফ পর্যন্ত।

(৩) তৃতীয় ডান দিকের উপরের আলিফ হইতে সোজা নিচের দিকে লাইন বাই লাইন ইয়া পর্যন্ত।

(৪) চতুর্থ : বাম দিকের নিচের ইয়া হইতে ডান দিকের উপরের আলিফ পর্যন্ত।

প্রকাশ থাকে যে, ওস্তায় সাহেব ১নং নকশাখানা চার প্রকারে পড়াইয়া দেওয়ার পর প্রত্যেক ছাত্রের দ্বারা এক একবার পড়াইয়া নেওয়ার চেষ্টা করিবেন।

বিঃদ্র: তা'লীমুল কুরআন নকশা নামে ১, ২, ৪, ৫ নং নকশা আলাদা কাগজে বড় অক্ষরে ছাপানো আছে।

১নং নকশা  
হরফে তাহাজ্জী বা আরবী বর্ণমালা  
(তাহাজ্জী অর্থ বানানকৃত)

<p style="font-size: 2em;">ج</p> <p>জী---ম جِيْمُ</p>	<p style="font-size: 2em;">ث</p> <p>ছা ঠা ثَا</p>	<p style="font-size: 2em;">ت</p> <p>তা ঠা تَا</p>	<p style="font-size: 2em;">ب</p> <p>বা বা بَا</p>	<p style="font-size: 2em;">ا</p> <p>আলিফ اَلِف</p>
<p style="font-size: 2em;">ر</p> <p>র- رَا</p>	<p style="font-size: 2em;">ذ</p> <p>যা---ল ذَال</p>	<p style="font-size: 2em;">د</p> <p>দা---ল دَال</p>	<p style="font-size: 2em;">خ</p> <p>খ- خَا</p>	<p style="font-size: 2em;">ح</p> <p>হা حَا</p>
<p style="font-size: 2em;">ض</p> <p>দ---দ ضَاد</p>	<p style="font-size: 2em;">ص</p> <p>স---দ صَاد</p>	<p style="font-size: 2em;">ش</p> <p>শী---ন شَيْن</p>	<p style="font-size: 2em;">س</p> <p>সী---ন سَيْن</p>	<p style="font-size: 2em;">ز</p> <p>যা زَا</p>
<p style="font-size: 2em;">ف</p> <p>ফা فَا</p>	<p style="font-size: 2em;">غ</p> <p>গ.ঈ---ন غَيْن</p>	<p style="font-size: 2em;">ع</p> <p>আঈ---ন عَيْن</p>	<p style="font-size: 2em;">ظ</p> <p>জ- ظَا</p>	<p style="font-size: 2em;">ط</p> <p>ত- طَا</p>
<p style="font-size: 2em;">ن</p> <p>নু---ন نُون</p>	<p style="font-size: 2em;">م</p> <p>মী---ম مِيْم</p>	<p style="font-size: 2em;">ل</p> <p>লা---ম لَام</p>	<p style="font-size: 2em;">ك</p> <p>কা---ফ كَانِي</p>	<p style="font-size: 2em;">ق</p> <p>ক---ফ قَانِي</p>
<p style="font-size: 2em;">ي</p> <p>ইয়া يَا</p>	<p style="font-size: 2em;">ي</p> <p>ইয়া يَا</p>	<p style="font-size: 2em;">ه</p> <p>হামযাহ هَمَزَة</p>	<p style="font-size: 2em;">ه</p> <p>হা هَا</p>	<p style="font-size: 2em;">و</p> <p>ওয়া وَا</p>

\* ইয়া মূলত ১টি হরফ তবে ইহাকে দুই সুরতে লেখা যায়। এইখানে ইয়ার ২য় সুরতটি দেখানো হইয়াছে। এই সুরতের জন্য আরবী হরফ ২৯টির ১টি বৃদ্ধি পাইয়া ৩০টি হইবে না, ২৯টিই থাকিবে।

নুক.তাওয়াল হরফ ও নুক.তা ছাড়া হরফ শিক্ষা :

- \* নুক.তাওয়াল হরফ (১৫) পনেরটি : ب ت ث ج خ ذ ز س ض ظ غ ف ق ن ي  
 \* এক নুক.তাওয়াল হরফ (১০) দশটি : ب ج خ ذ ز س ض ظ غ ف ن  
 \* দুই নুক.তাওয়াল হরফ (৩) তিনটি : ت ق ي  
 \* তিন নুক.তাওয়াল হরফ (২) দুইটি : ث ش  
 \* নুক.তা ছাড়া হরফ (১৪) চৌদ্দটি : ح ڍ ر س ص ط ع ك ل م ۶

### মাখরাজ শিক্ষা

\* মাখরাজ কাহাকে বলে?

যেই হরফ যেই জায়গা হইতে বাহির হয় ঐ জায়গাকে ঐ হরফের মাখরাজ বলে।  
 পারিভাষিক অর্থে হরফ উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে।

(আরবী হরফ ২৯টি- মাখরাজ ১৭টি)

১	এক নাম্বার মাখরাজ - হলের শুরু হইতে (হামযাহ, হা)	ا ب
২	দুই নাম্বার মাখরাজ - হলের মধ্যখান হইতে (আঈ---ন, হা)	ح ع
৩	তিন নাম্বার মাখরাজ - হলের শেষ হইতে (গ.ঈ---ন, খ.-)	غ خ
৪	চার নাম্বার মাখরাজ - জিহ্বার গোড়া তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া দুই নুক.তাওয়াল (ক.----ফ)	ق
৫	পাঁচ নাম্বার মাখরাজ - জিহ্বার গোড়া হইতে একটু আগে বাড়াইয়া তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া মধ্যখান পেটানো (কা---ফ)	ك
৬	ছয় নাম্বার মাখরাজ - জিহ্বার মধ্যখান তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া (জী---ম, শী---ন, ইয়া)	ج ش ي
৭	সাত নাম্বার মাখরাজ - জিহ্বার গোড়ার কিনারা উপরের মাড়ির দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া (দ.----দ)	ض
৮	আট নাম্বার মাখরাজ - জিহ্বার আগার কিনারা সামনের উপরের এক পাশের দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া (লা---ম)	ل
৯	নয় নাম্বার মাখরাজ - জিহ্বার আগা তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া (নু---ন)	ن
১০	দশ নাম্বার মাখরাজ - জিহ্বার আগার পিঠ তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া (র-)	ر
১১	এগার নাম্বার মাখরাজ - জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া (ত.- দা---ল, তা)	ط د ت

১২	বার নাম্বার মাখরাজ - জিহ্বার আগা সামনের নিচের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া (স.----দ, সী---ন, য।।)	ص س نر
১৩	তের নাম্বার মাখরাজ - জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া (জ.-, যাা---ল, ছ।।)	ظ ذ ث
১৪	চৌদ্দ নাম্বার মাখরাজ - নিচের ঠোঁটের পেট সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া (ফা।)	ف
১৫	পনের নাম্বার মাখরাজ - দুই ঠোঁট হইতে ওয়া---ও, বাা, মী---ম উচ্চারিত হয়	و ب م
১৬	ষোল নাম্বার মাখরাজ - মুখের খালি জায়গা হইতে মদের হরফ পড়া যায়, মদের হরফ তিনটি জবরের বাম পাশে খালি আলিফ, পেশের বাম পাশে জযম ওয়ালা ওয়া---ও, জেরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়া। মদের হরফ এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন বা,বু,বী <b>بَا بُوَا بِي</b>	ا ء و ي
১৭	সতের নাম্বার মাখরাজ - নাকের বাঁশী হইতে গুল্লাহ উচ্চারিত হয়। যেমন : আঁম্-মা, আঁন্-না	ا م آ ن

\* ছাত্র-ছাত্রীদের মাখরাজ শিক্ষা দেওয়ার সময় মাখরাজগুলি লেখার মাধ্যমে ও হাত দ্বারা এর স্থানগুলিকে ইশারা করিয়া শিক্ষা দিবেন।

দাঁতের পরিচয় :

৩২টি দন্ত লোকের জানিও গুনার,  
ছানাইয়া ৪টি হয় মধ্যমে উহার।  
মধ্যমে উপরে দুইটি ছানাইয়া উলিয়া,  
নিচের দুইটি দাঁত নাম ছানাইয়া ছু.ফলা।  
৪টি দাঁত রাবাইয়াত ছানাইয়ার দুই পাশে,  
উলিয়ার পাশে দুই, দুই ছু.ফলার পাশে।  
রাবাইয়াতের দুই পাশে ৪টি আনিয়াব হয়,  
বাকী ২০টি আদ্রাস ক্বারীগণে কয়।  
আদ্রাসের মধ্যে আরো ৩টি ভাগ আছে,  
৪টি দাঁতকে দাওয়াহিক কয় আনিয়াবের দুই পাশে।  
দাওয়াহিকের ডানে বামে উপর নিচে তিন তিনটি করিয়া,  
১২টি দাঁত তাওয়াহিন রাখিও জানিয়া।  
সর্বশেষ ৪টি দাঁত, দাঁতের প্রকরণে,  
নাওয়াযেজ তারে কয় তাজবীদের নিয়মে।

তালীমুল কুরআন ৩৩

## মাখরাজের চিত্র

নাকের বাঁশী হইতে  
গুনাহ **أَنَّ** উচ্চারিত হয়।

মুখের খালি  
জায়গা হইতে মদের হরফ  
পড়া যায় মদের হরফ  
৩টি **أ - و - ی**

ঠোট হইতে **ف و ب**

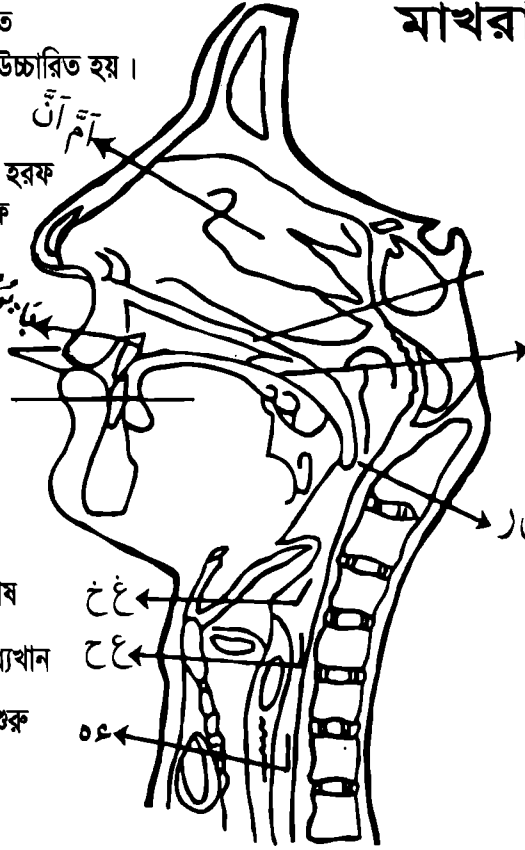
হরফে শাফতী ৪টি

হরফে হলকী ৬টি

৩নং হলকের শেষ

২নং হলকের মধ্যখান

১নং হলকের শুরু

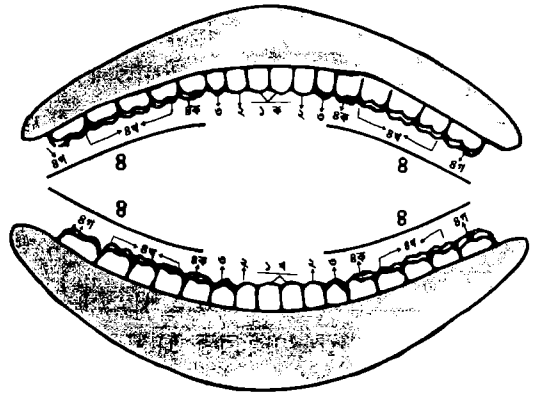


৩২ দাঁত জিহ্বা ও  
উপরের তালু হইতে  
মোট ১৮টি হরফ  
উচ্চারিত হয়  
হরফে ওয়াসতী ১৮টি

ق ك ج ش ی ض ل ز ر  
ط د ت ص س ز  
ظ ذ ث

## চিত্রে দাঁতের পরিচয় :

১। ছানাইয়া	৪
ক. ছানাইয়া উলিয়া	(২) ط د ت
খ. ছানাইয়া ছুফলা	(২) ص س ز
২। রাবাইয়াত	৪
৩। আনিয়াব	৪ ل
৪। আদ্রাস	২০ ض
ক. দাওয়াহিক	৪
খ. তাওয়াহিন	(১২)
গ. নাওয়াযিজ	৪



কোন নাম্বারে কোন্ কোন্ হরফ :

৫ ك	৪ ق	৩ غ خ	২ ع ح	১ ه ە
১০ ر	৯ ن	৮ ل	৭ ض	৬ ج ش ي
১৫ و ب م	১৪ ف	১৩ ظ ذ ث	১২ ص س ز	১১ ط د ت
			১৯ غنه	১৬ حرف مد

\* হরফে হ.লকী (৬) ছয়টি :

ه ە ع ح غ خ

\* হরফে শাফভী (৪) চারটি :

ف و ب م

\* হরফে ওয়াসতী (১৮) আঠারটি :

ك ج ش ي ض ل ن ر  
ط د ت ص س ز ظ ذ ث

### তামীজে হরফ শিক্ষা

তামীজে হরফ : কতিপয় হরফের পার্থক্য :

(১)

ط

ত.-মোটা

উচ্চারণ

ত.-

ت

তা চিকন

উচ্চারণ

তা

উচ্চারণ

(২)

ح

হা।। হলের মধ্যখান হইতে  
আওয়াজকে চাপাইয়া  
উচ্চারণ

উচ্চারণ

হা।।

(৩)

ج

জী---ম শব্দ এবং  
মজবুত আওয়াজে  
উচ্চারণ

উচ্চারণ

জী---ম

ح

হা।। হলের শুরু হইতে  
সহজ আওয়াজে  
উচ্চারণ

হা।।

ز

যা।। পাখির মতো  
চি চি আওয়াজে  
উচ্চারণ

যা।।

(৪)

ص

স।----দ মোটা  
উচ্চারণ

س

সী---ন চিকন

উচ্চারণ

স।----দ

সী---ন

ش

ছা।। নরম  
উচ্চারণ

ছা।।

(৫)

ض

দ।----দ জিহ্বার  
গোড়া হইতে  
মোটা আওয়াজে  
উচ্চারণ

ظ

জ.- জিহ্বার  
আগা হইতে  
মোটা আওয়াজে

উচ্চারণ

দ।----দ

জ.-

د

দা।----ল জিহ্বার  
আগা হইতে  
পাতলা আওয়াজে  
উচ্চারণ

দা।----ল

(৬)

ظ

জ.- মোটা  
উচ্চারণ

উচ্চারণ

জ.-

ذ

যা।----ল চিকন  
উচ্চারণ

যা।----ল

(৭)

ق

ক.----ফ মোটা

উচ্চারণ

ক.----ফ

ك

কা---ফ চিকন

উচ্চারণ

কা---ফ

উচ্চারণ

(৮)

و

ওয়া---ও দুই

ঠোট গোল

করিয়া

উচ্চারণ

ওয়া---ও

ب

বা দুই ঠোটের

ভিজা জায়গা

হইতে

উচ্চারণ

বা

م

মী---ম দুই ঠোটের

শুকনা জায়গা

হইতে

উচ্চারণ

মী---ম

উস্তায সাহেব বোর্ডে হরফ লিখিয়া ছাত্র-ছাত্রিদিগকে শ্রেণিতে লিখাইয়া প্রথমে হরফের পার্থক্য বুঝাইয়া দিবেন এবং ছন্দের সহিত তামীজে হরফ পড়াইয়া দিবেন যাহাতে ছেলে মেয়েরা আনন্দের সহিত শিখিতে পারে ।

ح-ه	ط-ت
ص-س-ث	ج-ز
ظ-ذ	ض-ظ-د
و-ب-م	ق-ك

# হরকত শেনাসী

(হরকতের পরিচয়)

\* হরকত শেনাসীতে ৫টি কাজ :

(১) হরকত শিক্ষা ।

(২) তান্ভীন শিক্ষা ।

(৩) জযম ও তাশ্দীদ শিক্ষা ।

(৪) আলিফ সব সময় খালি থাকে শিক্ষা ।

(৫) আলিফের সুরতে (আকৃতিতে) হামযাহ শিক্ষা ।

হরকত শিক্ষা :

ওস্তায় বোর্ডে ছোট করিয়া একটি সোজা (—) আঁক দিয়া তাহার উপর একটি কোনাকুনি (  $\sphericalangle$  ) আঁক দিয়া শিশুদিগকে শ্লেটে লিখাইয়া দিবেন এবং পড়াইবেন । যেমনঃ (  $\sphericalangle$  ) উপরের কোনাকুনি আঁকটির নাম যবর । এই পদ্ধতিতে জেরও শিখাইবেন যে, (  $\sphericalangle$  ) নিচের কোনাকুনি আঁকটির নাম জের । সেইরূপ পেশও শিক্ষা দিবেন যে, (  $\sphericalangle$  ) উপরের গোল মাথা ওয়ালাটির নাম পেশ । যবর-জের পেশ (  $\sphericalangle$   $\sphericalangle$   $\sphericalangle$  ) তিনটির পার্থক্য বুঝাইয়া দিবেন ও ইমতিহান (পরীক্ষা) করিবেন । অতপর যবর-জের-পেশ শিশুদিগকে একটি করিয়া শ্লেটে লিখাইয়া দিয়া বলিবেন যে, এই তিনটির পৃথক তিনটি নাম যেমন আছে, তেমনিভাবে তিনটির একত্রে একটি সুন্দর নাম আছে । এই বলিয়া শিক্ষা দিবেন যে,

হরকত এক যবর, এক জের, এক পেশকে বলে ।

হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয় ।

তান্ভীন শিক্ষা :

হরকত লিখিয়া (  $\sphericalangle$   $\sphericalangle$   $\sphericalangle$  ) একটি যবর, একটি জের ও একটি পেশ বাড়াইয়া দিয়া শিশুদিগকে শ্লেটে লিখাইয়া শিক্ষা দিবেন যে,

তান্ভীন দুই যবর, দুই জের, দুই পেশকে বলে ।

তান্ভীনের উচ্চারণ (হরফের মধ্যে) তাড়াতাড়ি করিতে হয় । দুই শব্দের মাঝে হইলে ব্যতিক্রম হইবে (বিস্তারিত সামনে বর্ণিত হবে) ।

## জযম ও তাশদীদ শিক্ষা :

( o ^ z ) ( u ) এই রূপে জযম ও তাশদীদ বোর্ডে লিখিয়া শিশুদের শ্রেটে লিখাইয়া শিখাইবেন যে,

o উপরের গোল চিহ্নটির নাম জযম

^ উপরের বাঁকা মাথাটির নাম জযম

z উপরের বাঁকা মাথাটির নাম জযম

u উপরের তিন দাঁত ওয়ালাটির নাম তাশদীদ ।

## আলিফ সব সময় খালি থাকে শিক্ষা :

এইরূপে ( f f f ) চারটি আলিফ বোর্ডে লিখিয়া শিখাইবেন যে,

আলিফে যবর, জের, পেশ, জযম হয়না । আলিফ সব সময় খালি থাকে ।

## আলিফের সুরতে হামযাহ শিক্ষা :

এইরূপে ( f f f ) হরকত ও জযম দিয়া চারটি আলিফ বোর্ডে লিখিয়া শিক্ষা দিবেন যে, আলিফে জবর, জের, পেশ, জযম হইলে ঐ আলিফকে হামযাহ বলে ।

## ৩নং নকশা

<u>o</u>	<u>^</u>	<u>z</u>
উপরের গোল মাথা ওয়ালাটির নাম পেশ	নিচের কোনাকুনি আঁকটির নাম জের	উপরের কোনাকুনি আঁকটির নাম যবর
হরকত এক যবর, এক জের, এক পেশকে বলে । হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয় ।		
<u>o</u>	<u>z</u>	<u>z</u>
তানভীন দুই যবর, দুই জের, দুই পেশকে বলে ।		
<u>u</u>	<u>f</u>	<u>f</u>
উপরের তিন দাঁতওয়ালা চিহ্নটির নাম তাশদীদ ।	উপরের বাঁকা চিহ্নটির নাম জযম । <u>^</u>	উপরের বাঁকা চিহ্নটির নাম জযম । <u>z</u>
	উপরের গোল চিহ্নটির নাম জযম । <u>o</u>	জযম
আলিফ সব সময় খালি থাকে শিক্ষা : <u>f</u> <u>f</u> <u>f</u> <u>f</u>		
আলিফে যবর, জের, পেশ, জযম হয় না । আলিফ সব সময় খালি থাকে ।		
আলিফের ছুরতে হামযাহ শিক্ষা : <u>f</u> <u>f</u> <u>f</u> <u>f</u>		
আলিফে যবর, জের, পেশ, জযম হইলে ঐ আলিফকে হামযাহ বলে ।		

## ◆ শিক্ষকের জন্য বিশেষ দ্রষ্টব্য :

উল্লেখিত নকশাটি যদি ছাপানো না পাওয়া যায় তাহা হইলে হাতে বড় অক্ষরে লিখিয়া শিক্ষার্থীদিগকে বার বার পড়াইবেন ।

# মুরাক্কাবাত শেনাসী

(যুক্তাক্ষরের পরিচয়)

\* মুরাক্কাবাত শেনাসীতে ৫টি কাজ :

- (১) মুরাক্কাব ও গ.ইরে মুরাক্কাবের পরিচয় ও হরফ শিক্ষা ।
- (২) মুরাক্কাব দুই হরফি শিক্ষা ।
- (৩) মুরাক্কাব দুই হরফির নকশা পড়ানো ।
- (৪) মুরাক্কাব দুই হরফির অধিক শিক্ষা ।
- (৫) মুরাক্কাব দুই হরফির অধিক নকশা পড়ানো ।

মুরাক্কাব ও গ.ইরে মুরাক্কাবের পরিচয় ও হরফ শিক্ষা :

মুরাক্কাব হরফ ঐ সমস্ত হরফকে বলে, যেই সমস্ত হরফ তাহার বাম দিকের হরফের সহিত মিলাইয়া লেখা হয় ।

মুরাক্কাব হরফ (২২) বাইশটি :

ط	ض	ص	ش	س	خ	ح	ج	ث	ت	ب
ي	ه	ن	م	ل	ك	ق	ف	غ	ع	ظ

গ.ইরে মুরাক্কাব হরফ ঐ সমস্ত হরফকে বলে যেসব হরফ তাহার বাম দিকের হরফের সহিত মিলাইয়া লেখা যায় না ।

গ.ইরে মুরাক্কাব হরফ (৭) সাতটি :

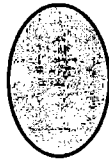
ء	و	ز	ر	ذ	د	ا
---	---	---	---	---	---	---

মুরাক্কাব দুই হরফি শিক্ষা :

দুইটি চিহ্ন দ্বারা মুরাক্কাবের (২২) বাইশটি হরফ পৃথক পৃথকভাবে দেখাইয়া নকশানুযায়ী বোর্ডে-শ্রেটে লিখিয়া শিখাইবেন । চিহ্নদ্বয় এই :

(২য় চিহ্ন) **صعلم**

উল্টা দাঁত > হা'র মাথা  
আঙ্গিনের মাথা > লামের মাথা  
> হা > মী-ম



(১ম চিহ্ন) **عصط**

এক দাঁত > গোল মাথা  
তিন দাঁত > স.দের মাথা  
ত.-

**صعلم**

٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦
٧ =	٨ =	٩ =	١٠ =	١١ =	١٢ =	١٣ =	١٤ =	١٥ =	١٦ =

٧  
٨  
٩  
١٠  
١١  
١٢  
١٣  
١٤  
١٥  
١٦  
١٧  
١٨  
١٩  
٢٠  
٢١  
٢٢  
٢٣  
٢٤  
٢٥  
٢٦  
٢٧  
٢٨  
٢٩  
٣٠  
٣١  
٣٢  
٣٣  
٣٤  
٣٥  
٣٦  
٣٧  
٣٨  
٣٩  
٤٠  
٤١  
٤٢  
٤٣  
٤٤  
٤٥  
٤٦  
٤٧  
٤٨  
٤٩  
٥٠  
٥١  
٥٢  
٥٣  
٥٤  
٥٥  
٥٦  
٥٧  
٥٨  
٥٩  
٦٠  
٦١  
٦٢  
٦٣  
٦٤  
٦٥  
٦٦  
٦٧  
٦٨  
٦٩  
٧٠  
٧١  
٧٢  
٧٣  
٧٤  
٧٥  
٧٦  
٧٧  
٧٨  
٧٩  
٨٠  
٨١  
٨٢  
٨٣  
٨٤  
٨٥  
٨٦  
٨٧  
٨٨  
٨٩  
٩٠  
٩١  
٩٢  
٩٣  
٩٤  
٩٥  
٩٦  
٩٧  
٩٨  
٩٩  
١٠٠

৯+১৩ = ২২

**عصط**

٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤
٥ =	٦ =	٧ =	٨ =	٩ =	١٠ =	١١ =	١٢ =	١٣ =	١٤ =

٥  
٦  
٧  
٨  
٩  
١٠  
١١  
١٢  
١٣  
١٤  
١٥  
١٦  
١٧  
١٨  
١٩  
٢٠  
٢١  
٢٢  
٢٣  
٢٤  
٢٥  
٢٦  
٢٧  
٢٨  
٢٩  
٣٠  
٣١  
٣٢  
٣٣  
٣٤  
٣٥  
٣٦  
٣٧  
٣٨  
٣٩  
٤٠  
٤١  
٤٢  
٤٣  
٤٤  
٤٥  
٤٦  
٤٧  
٤٨  
٤٩  
٥٠  
٥١  
٥٢  
٥٣  
٥٤  
٥٥  
٥٦  
٥٧  
٥٨  
٥٩  
٦٠  
٦١  
٦٢  
٦٣  
٦٤  
٦٥  
٦٦  
٦٧  
٦٨  
٦٩  
٧٠  
٧١  
٧٢  
٧٣  
٧٤  
٧٥  
٧٦  
٧٧  
٧٨  
٧٩  
٨٠  
٨١  
٨٢  
٨٣  
٨٤  
٨٥  
٨٦  
٨٧  
٨٨  
٨٩  
٩٠  
٩١  
٩٢  
٩٣  
٩٤  
٩٥  
٩٦  
٩٧  
٩٨  
٩٩  
١٠০

(১ম চিহ্ন) مَصْطُ			
	ب	এক দাঁত দিয়া ৫ হরফ : ب ي ن ت ث	
(ক)	ب	ب	এক দাঁতের নিচে এক নুক্.তা দিলে (বাা) <b>ب</b>
(খ)	ب	ي	এক দাঁতের নিচে দুই নুক্.তা দিলে (ইয়াা) <b>ي</b>
(গ)	ب	ن	এক দাঁতের উপরে এক নুক্.তা দিলে (নু---ন) <b>ن</b>
(ঘ)	ب	ت	এক দাঁতের উপরে দুই নুক্.তা দিলে (তাা) <b>ت</b>
(ঙ)	ب	ث	এক দাঁতের উপরে তিন নুক্.তা দিলে (ছ.াা) <b>ث</b>
	و	গোল মাথা দিয়া ২ হরফ : ف ق	
(ক)	و	ف	গোল মাথার উপরে এক নুক্.তা দিলে (ফাা) <b>ف</b>
(খ)	و	ق	গোল মাথার উপরে দুই নুক্.তা দিলে (ক.---ফ) <b>ق</b>
	س	তিন দাঁত দিয়া ২ হরফ : س ش	
(ক)	س	س	শুধু তিন দাঁত দিয়া (সী---ন) <b>س</b>
(খ)	س	ش	তিন দাঁতের উপরে তিন নুক্.তা দিলে (শী---ন) <b>ش</b>
	ص	স.দের মাথা দিয়া ২ হরফ : ص ض	
(ক)	ص	ص	শুধু স.দের মাথা দিয়া (স.----দ) <b>ص</b>
(খ)	ص	ض	স.--দের মাথার উপরে এক নুক্.তা দিলে (দ.----দ) <b>ض</b>
	ط	ত.- দিয়া ২ হরফ : ط ظ	
(ক)	ط	ط	শুধু ত.- দিয়া (ত.-) <b>ط</b>
(খ)	ط	ظ	ত.-র উপরে এক নুক্.তা দিলে (জ.-) <b>ظ</b>
		(২য় চিহ্ন) مَعْلَم	
	ح	উল্টা দাঁত দিয়া ঐ (এক দাঁতের) পাঁচ হরফ : ب ي ن ت ث	
	ح	উল্টা দাঁতের নিচে এক নুক্.তা দিলে <b>ب</b> এইভাবে বাকীগুলি হইবে।	
	ح	হ.ার মাথা দিয়া তিন হরফ : ح خ ج	
(ক)	ح	ح	শুধু হ.ার মাথা দিয়া (হ.াা) <b>ح</b>
(খ)	ح	خ	হ.ার মাথার উপরে এক নুক্.তা দিলে (খ-) <b>خ</b>

(গ)	ح	خ	হা'র মাথার নিচে এক নুক্.তা দিলে (জী---ম)	ج
	ع		আঈনের মাথা দিয়া ২ হরফ : ع غ	
(ক)	ع	ع	শুধু আঈনের মাথা দিয়া (আঈ---ন)	ع
(খ)	ع	خ	আঈনের মাথার উপরে এক নুক্.তা দিলে (গ.ঈ---ন)	غ
	ل		লামের মাথা দিয়া দুই হরফ : ل ك	
(ক)	ل	ل	শুধু লামের মাথা দিয়া (লা---ম)	ل
(খ)	ل	ك	লামের মাথার উপরে কোনাকুনি আঁক দিলে (কা---ফ)	ك
(ক)	ه	ه	হা দিয়া ১ হরফ :	ه
(ক)	م	م	মীম দিয়া ১ হরফ :	م

দুইটি চিহ্নের সমন্বয়ে শব্দের মাঝের রূপে

মুরাক্কাব ২২টি হরফ, প্রতিটি হরফ তাহার বাম পাশের হরফের সাথে মিলাইয়া একটানে লেখা যায় যেমন :-

(بينتفقششصضطظحخججغلكهم)

মুরাক্কাব দুই হরফির নকশা পড়ানো দুই হরফির নকশাখানা উস্তায় সাহেব নিজে বুঝাইয়া দিবেন এবং শিক্ষার্থীদিগকে কয়েকবার পড়াইয়া দিবেন ।

## ৪নং নকশা

মুরাক্কাব দুই হরফির নকশা

মুরাক্কাব হরফ (২২) বাইশটি :

ب ت ث ج ح خ س ش ص ض  
ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه ي

গ.ইরে মুরাক্কাব হরফ (৭) সাতটি :

ا د ذ ر ز و ء

নকশা পড়িবার নিয়ম : বাা বার মাথা, ইয়াা ইয়া'র মাথা, নূন নূনের মাথা, এইভাবে যেইখানে যেইরূপে আছে সেইখানে সেইটা পড়িতে হইবে ।

## ৪নং নকশা (বাকী অংশ)

মুরাক্বাব (যুক্ত) দুই হরফী শিক্ষা

এক দাঁত দিয়া পাঁচ হরফ :

এই লাইনটি পড়ার নিয়ম  
যেমন : বা, বার মাথা →

ন	ই	উ	আ	আ	আ	আ	আ
জ	জ	জ	জ	জ	জ	জ	জ
খ	খ	খ	খ	খ	খ	খ	খ
স	স	স	স	স	স	স	স
শ	শ	শ	শ	শ	শ	শ	শ
ষ	ষ	ষ	ষ	ষ	ষ	ষ	ষ
জ	জ	জ	জ	জ	জ	জ	জ
খ	খ	খ	খ	খ	খ	খ	খ
স	স	স	স	স	স	স	স
শ	শ	শ	শ	শ	শ	শ	শ
য	য	য	য	য	য	য	য
ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক
খ	খ	খ	খ	খ	খ	খ	খ
গ	গ	গ	গ	গ	গ	গ	গ

এই লাইন পড়ার নিয়ম : বা, আলিফ ।

## মুরাক্কাব ২ হরফির অধিক শিক্ষা

নেং নকশাখানার নিয়মানুযায়ে একটি হরফ লিখিয়া উস্তায় সাহেব এইটা বুঝাইবেন যে, হরফ লফজের (শব্দের) প্রথমে আসিলে — এর মাথা দিয়া লেখা যায়। মধ্যখানে হইলে এইরূপ — এক দাঁতের নিচে এক নুক্.তা দিয়া লেখা যায় ও শেষে হইলে পুরা ব লেখা যায়। এইভাবে মুরাক্কাব ২২টি হরফের মূল হরফ, শব্দের প্রথমে, শব্দের মধ্যখানে ও শব্দের শেষের সবগুলি সুরত বোর্ডে-শ্লেটে লেখাইয়া শিক্ষা দিবেন।

মুরাক্কাব দুই হরফির অধিক নকশা পড়ানো :

মুরাক্কাবের চার ও পাঁচ নম্বর নকশা দুইখানা উস্তায় সাহেব পড়াইয়া দিবেন এবং সম্ভব হইলে প্রত্যেক ছাত্র দ্বারা পড়াইয়া নিবেন।

### নেং নকশা

মুরাক্কাব ২ হরফির অধিক নকশা

নকশা পড়িবার নিয়ম : ب বা, بل বা-লা---ম, لبس লা---ম-বাসী---ন, এই নিয়মে যেইখানে যেইভাবে আছে সেইভাবে পড়াইবেন। আর পড়াইবার সময় হরফের শুরুতে, মাঝখানে এবং শেষে হরফগুলি কিরূপ ধারণ করিতেছে তাহার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখিতে হইবে।

মাশকের নিয়ম (১ম লাইন) বা, বা+লা---ম, লা---ম+বাসী---ন, সী---  
ন+লাম---ম+বাসী।

শেষে	মাঝে	প্রথমে	মূল
سلب	لبس	بل	ب
فعلت	كتم	تلك	ت
بمحث	مثل	ثم	ث
خروج	عجب	جعل	ج
صلح	سحب	حطب	ح
سلخ	بخل	خلف	خ

হেনং নকশা (বাকী অংশ)

শেষে	মাঝে	প্রথমে	মূল
شمس	مسجد	سمع	س
حبش	بشر	شرع	ش
لص	غصب	صلح	ص
بعض	فضل	ضل	ض
بط	بطش	طلب	ط
حفظ	عظم	ظلم	ظ
طلع	معلم	علم	ع
بلغ	يغلب	غلب	غ
لطف	يفعل	فرق	ف
خلق	فقر	قتل	ق
شك	مكتب	كتب	ك
فحيل	سلم	لثغ	ث
علم	عمل	منع	م
قطن	منصر	نجم	ن
معه	مهلك	هلك	ه
نآة	بته	ته	ت
ئى	ء	و	ء
خطى	عيد	يقين	ي

## হরকতের মাশ্ক

শিক্ষক শিক্ষার্থীগণ হইতে হরকত কাহাকে বলে তাহার উত্তর আদায় করিবার পর হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয় এই কথা বারবার স্মরণ করাইয়া দিবেন এবং এক নাম্বার মাখরাজ ও এক নাম্বার মাখরাজের হরফ কি কি জিজ্ঞাসা করিবেন। শিক্ষার্থীরা হরফগুলির নাম বলিলে উস্তায় প্রতিটি হরফ বোর্ডে তিন তিন বার লিখিবেন। লিখার সাথে সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা এক সাথে হরফগুলির নাম উচ্চারণ আদায় করিবেন। এইবার উস্তায় হরফগুলির নামের উচ্চারণ করিবেন শিক্ষার্থীরা গুনিয়া গুনিয়া শ্রেটে লিখিতে থাকিবে। ইহার পর উস্তায় বোর্ডের উপরে হরফগুলিতে হরকত লিখিতে থাকিবেন, শিক্ষার্থীরা হরকতের নাম বলিতে থাকিবে। তাহার পর উস্তায় হরকতের নাম বলিতে থাকিবেন শিক্ষার্থীরা হরকত লিখিতে থাকিবে, যেমন এক নাম্বার মাখরাজের হরফগুলি এইভাবে লিখিয়া (১১১ ১১১ ১১১) তাহার পর হরকত লিখিবেন। ১১১ ১১১ ১১১ অতপর (শ্রেট হাটুর উপর, হাত লেখার নিচে, নজর বোর্ডের দিকে করাইবেন।) এই কথাগুলি বার বার বুঝাইয়া শিক্ষা দিবেন যে,

হরফের উপর হাত রাখিয়া হরফের নাম,

হরকতের উপর হাত রাখিয়া হরকতের নাম,

নিচে হাত রাখিয়া উচ্চারণ, উহাকে হেজে বলে।

(তারপর হেজে-মতনে, মাশ্ক, তাকরার ও শ্রেটে পড়াইবেন।)

○ হরফ ও হরকতের নাম বলিয়া উচ্চারণ করিবার নাম হেজে।

○ হরফ, হরকত ও উচ্চারণ একত্রে দেখিয়া একবার পড়িবার নাম মতন।

একক হরকত বিশিষ্ট হরফগুলির মাশ্ক বোর্ডে শ্রেটে শিক্ষা না দিয়া কায়দা পড়াইবার সময় মাশ্ক করাইবেন। পনের নাম্বার মাখরাজের শেষ হরফ পর্যন্ত হরকতের মাশ্ক শিক্ষা দিবেন। শিক্ষার্থীদের ইহার পর নিম্নে প্রদত্ত উদাহরণগুলি দেখিয়া যবরের তিনটি লফজ হরকত ছাড়া বোর্ডে লিখিবেন এবং শিক্ষার্থীদের ঐ তিনটি লফজের হরফের নাম বলাইবেন। পূর্বের ন্যায় হরফ ও হরকত লেখার নিয়মে শিক্ষার্থীদের লেখাইয়া দিবেন (শ্রেট হাটুর উপর থাকিবে)। প্রতিটি লফজ একবার হেজে ও তিনবার মতন পড়াইবেন। শেষে বার বার মতন পড়াইবেন। এরপর তাকরার ও শ্রেটে পড়াইবেন। উপরোক্ত নিয়মে যবরের তিনটি লফজ, যেরের তিনটি লফজ ও পেশের তিনটি লফজ শিক্ষা দিবেন। কিন্তু শিশুদিগকে সবগুলি লফজ তিনটি তিনটি করিয়া বোর্ডে-শ্রেটে শিক্ষা দিবেন, যাহাতে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ নিজ ক্ষমতায় লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে পারে।

(ক) ے যবরওয়ালা হরফের মাশুক বা অনুশীলন :

বানান প্রক্রিয়া : হামযাহ + যবর = আ', হা + যবর = হা, আ' আ' হা । তিনবার মতন পড়ুন । (প্রত্যেকটি সবককে তিনবার করিয়া মতন পড়ুন ।)

عَآهَ	عَح	عَخ	قِ كِ	جِ شِ يِ	ضِ لِ
نِ رِ	طِ دِ تِ	صِ سِ زِ	ظِ ذِ ثِ	فِ وِ بِ مِ	

(খ) ِ যেরওয়ালা হরফের মাশুক বা অনুশীলন :

যেরের উচ্চারণ ই-কারের (i) মতো । বানান প্রক্রিয়া : হামযাহ + যের = ই', হা + যের = হি, ِ ِ ِ ই' ই' হি ।

عِآهِ	عِحِ	عِخِ	قِ كِ	جِ شِ يِ	ضِ لِ
نِ رِ	طِ دِ تِ	صِ سِ زِ	ظِ ذِ ثِ	فِ وِ بِ مِ	

(গ) ُ পেশওয়ালা হরফের মাশুক বা অনুশীলন :

পেশের উচ্চারণ উ-কারের (u) মতো । বানান প্রক্রিয়া: হামযাহ + পেশ = উ', হা + পেশ = হু, ُ ُ ُ উ' উ' হু ।

عُآهُ	عُحُ	عُخُ	قُ كُ	جُ شُ يُ	ضُ لُ
نُ رُ	طُ دُ تُ	صُ سُ زُ	ظُ ذُ ثُ	فُ وُ بُ مُ	

(ঘ) যবর, যের ও পেশবিশিষ্ট হরফের মাশুক :

বোর্ডে শ্লেটে লিখানোর নিয়ম হবে, শিক্ষক বোর্ডে হরফ লিখিতে থাকিবেন ছাত্র ছাত্রীরা হরফের নাম বলিতে থাকিবে, যেমন আলিফ, আলিফ, আলিফ হামযাহ, হামযাহ, হামযাহ, হা, হা, হা, 'আঈন, 'আঈন, 'আঈন। হ.া, হ.া, হ.া। এইবার শিক্ষক বোর্ডের লিখিত হরফগুলির নাম উপরোক্ত পদ্ধতিতে বলিতে থাকিবেন। ছাত্র-ছাত্রী শ্লেটে লিখিতে থাকিবে। লেখা শেষ হইলে শিক্ষক বলিবেন এবং হরফের মধ্যে হরকত লিখিতে থাকিবেন। ছাত্র-ছাত্রীরা হরকতের নাম বলিতে থাকিবে যেমন: যবর, যের, পেশ। যবর, যের, পেশ। যবর, যের, পেশ। এইবার শিক্ষক উপরোক্ত নিয়মে হরকতের নাম বলিতে থাকিবেন ছাত্র-ছাত্রী লিখিতে থাকিবে। শ্লেট দেখান শ্লেট হাটুর উপর হাত লেখার নিচে। নজর বোর্ডে, নজরকে সুন্দর করুন। এরপর হেজে, মতনে মাশুক করাইবেন।

বি:দ্র: এইভাবে সামনে যেখানে হরফের লিখা আসবে উপরোক্ত পদ্ধতিতে বোর্ডে, শ্লেটে লিখিবেন হরফ এবং হরকত, তানভীন, জযম ও তাশদীদের নাম ভিন্নতা আসবে।

হেজের নিয়ম : তিনটি করিয়া বর্ণ পর পর হেজে করাইবেন। যেমন ۱|۱| হামযাহ+যবর = আ, হামযাহ+যের =ই, হামযাহ+পেশ= উ=আ-ই-উ তিনবার মতন মাশুক করাইবেন। শিক্ষক নিজ মুখে, এইবার “তাকরার” করাইবেন ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা। শিক্ষক বলিবেন, আমি হাত রাখিলে বলিতে পারিবেন? ছাত্র-ছাত্রীরা বলিবে জী-হ্যাঁ, শিক্ষক বলিবেন, বলুন। ছাত্র-ছাত্রীরা পূর্বের মতো হেজে মতন পড়িবেন। “শ্লেটে পড়ানোর নিয়ম” শিক্ষক বলিবেন, নজর শ্লেট, হেজে... ছাত্র-ছাত্রীরা শ্লেটে দেখে দেখে হেজে করে চুপ থাকিবে, শিক্ষক বলিবেন মতন। ছাত্র-ছাত্রীরা, মতন বলিবার সাথে সাথে (৩×৩) ৯ বার মতন পড়িবে। এইভাবে সবগুলি হরফ শিক্ষা দিবেন।

ع	ع	ع	ه	ه	ه	و	و	و	ا	ا	ا
ح	ح	ح	خ	خ	خ	ع	ع	ع	ح	ح	ح
ي	ي	ي	ش	ش	ش	ج	ج	ج	ك	ك	ك
ر	ر	ر	ن	ن	ن	ل	ل	ل	ض	ض	ض
ص	ص	ص	ط	ط	ط	ز	ز	ز	س	س	س
ب	ب	ب	و	و	و	ف	ف	ف	ث	ث	ث

(ঙ) যবর বিশিষ্ট লফজের মাশুক :

এইভাবে সকল লফজগুলি নিম্নের পদ্ধতিতে তিনটি লফজ একসাথে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শ্রেটে লিখাইয়া মাশুক, তাকরার ও শ্রেটে পড়াইবেন।

লিখানোর পদ্ধতি : শিক্ষক বোর্ডে তিনটি লফজ লিখিবেন **أَخَذَ أَمَرَ** ছাত্র ছাত্রীরা নাম বলিবে, যেমন আলিফ, হ.া, দা--ল। আলিফ, খ.-, যা--ল। আলিফ, মী---ম, র-। এইবার শিক্ষক বলিবেন, ছাত্র-ছাত্রীরা লিখিবে, যেমন, আলিফ, হ.া, দা--ল। আলিফ, খ.-, যা--ল, আলিফ, মী---ম, র-। এইবার শিক্ষক লফজের উপর হরকত লিখিবেন ছাত্র-ছাত্রীরা হরকতের নাম বলিবে, যেমন, যবর, যবর, যবর। যবর, যবর যবর। যবর, যবর, যবর। এইবার শিক্ষক বলিবেন ছাত্র-ছাত্রীরা লফজের উপরে হরকত লিখিবে। যবর, যবর, যবর। যবর, যবর, যবর। যবর, যবর, যবর। শিক্ষক হেজে করাইবেন। উপরোক্ত পদ্ধতিতে বোর্ডে শ্রেটে সামনের সকল লফজগুলি লিখাইবেন, শুধু হরফের নাম, হরকত, তানভীন, জযম, তাশদীদের নাম ভিন্নতা আসবে।

বানান প্রক্রিয়া : **أَخَذَ** হামযাহ + যবর = আ, হ.া + যবর = হা, (এইবার এই দুইটির মতন পড়িতে হইবে) = আ'হা। দাল + যবর = দা (এইবার পুরাতার মতন পড়িতে হইবে) = আহাদা। তিনবার মতন পড়িতে হইবে। এইভাবে সবগুলি হেজে ও মতন পড়িতে হইবে আহাদা, আহাদা, আহাদা।

তাকরার : শিক্ষক বলিবেন আমি হাত রাখিলে বলিতে পারিবেন? ছাত্র-ছাত্রীরা বলিবে জী হ্যাঁ, বলুন? ছাত্র-ছাত্রীরা পূর্বের ন্যায় হেজে করিয়া একবার মতন বলিয়া চুপ থাকিবেন, শিক্ষক বলিবেন মতন? সাথে সাথে তিনবার মতন বলিবেন। শ্রেটে পড়ানো, নজর শ্রেট? হেজে....? মতন।

বিঃদ্র: সকল লিখা উপরোক্ত নিয়মে বোর্ডে শ্রেটে লিখাইয়া শিখাইতে হইবে।

أَخَذَ	أَمَرَ	جَعَلَ	جَمَعَ	حَسَدَ
حَشَرَ	خَلَقَ	ذَكَرَ	عَدَلَ	قَدَرَ
نَصَرَ				

(চ) জেরবিশিষ্ট লফজের মাশুক : (বোর্ডে শ্রেটে পূর্বের ন্যায় লিখাইয়া শিখাইতে হইবে)।

মনে রাখিতে হইবে যে (যেরের) উচ্চরণ (i) কার এর মতো।

হেজের নিয়ম : **بَشَرَ** বা- + যের = বি, শীন + যের শি, = বিশি, র + যের = রি = বিশিরি। (তিনবার মতন পড়িতে হইবে) বিশিরি, বিশিরি, বিশিরি।

بَشَرَ	غَسَلَ	مِثْلَ	سِرَفِ	أَبْلِ	عَنْبِ
شَجِرِ	نَشِبِ	وَقِرِ	حَشِبِ	نَفِقِ	خَضِرِ

(ছ) পেশবিশিষ্ট লফজের মাশুক : (পূর্বের ন্যায় বোর্ডে শ্বেটে লিখাইয়া শিখাইতে হইবে) ।

মনে রাখিতে হইবে যে, (পেশের উচ্চারণ (.) কার এর মতো ।

বানান প্রক্রিয়া : لَطْفٌ লাম + পেশ = লু, ত. + পেশ = তু. = লুতু., ফা + পেশ = ফু = লুতুফু । প্রত্যেক লফজের একবার হেজে ও তিনবার মতন পড়িতে হইবে ।

رُسُلٌ	رُزْقٌ	كُتِبَ	غُلِبَ	أُفِقَ	لُفِ
صُفِّ	بُعِدَ	فُهِمَ	خُلِقَ	وُرِدَ	شُرِفَ

(জ) যবর, যের ও পেশবিশিষ্ট লফজের মাশুক :

হেজের নিয়ম : ওয়া---ও + যবর = ওয়া, সী---ন + যের = সি = ওয়াসি, 'আঈ---ন + যবর = 'আ = ওয়াসি'আ । তিনটি লফজ এইভাবে একবার হেজে একবার মতন, তাহার পর তিনটি লফজ একসাথে (৩ x ৩) = ৯ বার মতন । যেমন ওয়াসি'আ, 'আমিলা, 'আলিমা । ওয়াসি'আ, 'আমিলা, 'আলিমা । ওয়াসি'আ, 'আমিলা, 'আলিমা ।

وَسِعَ	عَمِلَ	عَلِمَ	بَجَلَ	سَمِعَ	غَضِبَ	تَجِدُ	أَذِنَ
بَرِقَ	خَلِقَ	طَبِعَ	نَفَخَ	نُقِرَ	قَتَلَ	سَطَحَ	سُئِلَ
كُنِطَ	حُشِرَ	قِرِءَ	نُشِرَ	كُبِرَ	نُقِلَ	حُسِنَ	فُتِحَ
غُفِرَ	نُصِبَ	فُضِلَ	كُرِمَ	وُجِدَ	نُصِرَ	ضُرِبَ	حُسِبَ

বি.দ্র. উপরের লফজগুলি কায়দা পড়াইবার সময় পড়াইতে হইবে । উস্তায় মু'য়াল্লিমদিগকে তিনটি লফজ হেজে মতনে শিক্ষা দিয়া ছাত্র-ছাত্রীদিগকে সবগুলি লফজ শিখাইবার নির্দেশ দিবেন । বাকি লফজগুলি মু'য়াল্লিমদিগকে তিনটি করিয়া মতন মাশুক করাইয়া, মতন পড়াইবার প্রতিযোগিতা শিক্ষা দিবেন ।

## তানভীনের মাশুক

হরকতের মাশুক এর নিয়মানুযায়ে তানভীনের মাশুক হইবে কিন্তু তানভীনের মাশুক ১৫ নাম্বার মাখরাজের শেষ হরফ হইতে শুরু করিয়া এক নাম্বার মাখরাজের প্রথম হরফে শেষ হইবে। দুই যবরের মাশুক করাইবার আগে ইহা বুঝাইয়া দিবেন যে,

দুই যবরের সাথে আলিফ পড়া যায় না,

আলিফ রসমে খত,

রসমে খত ওয়াকফের হালতে

এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

\* রসমে খত অর্থ লেখার নিয়ম।

প্রকাশ থাকে যে, কুরআন শরীফে মাঝে মাঝে দুই যবরের সাথে ইয়া ( ى ) হয়, ঐ ইয়াও পড়া যায় না, উহাও রসমে খত।

যেমন : 

هُدًى	أَفْوَاجًا
-------	------------

তানভীন ( ھ ے ِ )

ھ ے ِ কে তানভীন বলে।

দুই যবরওয়াল হরফের মাশুক :

বানান প্রক্রিয়া : মীম---ম + দুই যবর = মান, বা + দুই যবর = বান, ওয়াও + দুই যবর = ওয়ান, ফা + দুই যবর = ফান। মান, বান, ওয়ান, ফান। মোট ৯ বার মতন পড়ুন।

لَا ضَا	رَانَا	تَادَاطَا	زَسَاصَا	ثَاذَاظَا	مَابَاوَفَا
	هَاءَا	حَاءَا	خَاءَا	كَاقَا	يَاشَاجَا

দুই যেরওয়াল হরফের মাশুক :

বানান প্রক্রিয়া : মী---ম + দুই যের = মিন, বা + দুই যের = বিন, ওয়াও + দুই যের = ওয়িন, ফা + দুই যের = ফিন। মিন, বিন, ওয়িন, ফিন। ৩ বার মতন পড়ুন।

لِي ضِي	سِي نِي	تِي دِي طِي	زِي سِي صِي	ثِي ذِي ظِي	مِي بِي وِي فِي
	هِي عِي	حِي عِي	خِي غِي	كِي قِي	يِي شِي جِي

দুই পেশওয়ালা হরফের মাশুক :

বানান প্রক্রিয়া : মী---ম + দুই পেশ = মুন, বা + দুই পেশ = বুন, ওয়াও + দুই পেশ = ঔন, ফা + দুই পেশ = ফুন । মুন, বুন, ঔন, ফুন (তিনবার) ।

لُضُّ	رُنُّ	تُدُّط	زُسُّص	تُدُّط	مُبُّوُن
	ع ٤	ح ٤	ح ٤	ك ٤	س ٤

একক তানভীন বিশিষ্ট হরফগুলির মাশুক কায়দা পড়াইবার সময় শিখাইতে হইবে ।

\* বোর্ডে-শ্রেটে লিখানোর পদ্ধতি, হরকতের পদ্ধতিতে লেখা হইবে ।

( ُ ̣ ̣ ) দুই যবর, দুই যের ও দুই পেশবিশিষ্ট হরফের মাশুক : এইখানে তিনটি বর্ণ একসাথে হেজে করিতে হইবে এবং একসাথে তিনটির উচ্চারণ করিতে হইবে ।

যেমন : মী---ম দুই + যবর = মান م

মী---ম দুই + যের = মীন م

মী---ম দুই + পেশ = মুন م

মান- মিন- মুন । م - م - م তিনবার মতন পড়িতে হইবে ।

م	م	م	م	م	م	م	م	م	م
ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن
و	و	و	و	و	و	و	و	و	و
ز	ز	ز	ز	ز	ز	ز	ز	ز	ز
س	س	س	س	س	س	س	س	س	س
ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك
ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
ع	ع	ع	ع	ع	ع	ع	ع	ع	ع

দুই যবরবিশিষ্ট লফজের মাশুক :

\* বোর্ডে-শ্রেটে লিখানোর নিয়ম হরকতের লফজের নিয়মে হইবে ।

হেজের নিয়ম : মী-ম + যবর = মা, ছা.া + যবর = ছা. = মাছা, লা-ম + দুই যবর = লান্ = মাছা.লান । তিন বার মতন পড়িতে হইবে ।

سُدَى	هُدَى	حَسَدًا	مَرَضًا	ثَمَنًا	مَثَلًا
عَمَدًا	قِرَدَةً	عَلَقَةً	بَقْرَةً	حَسَنَةً	طَوَى

দুই যেরবিশিষ্ট লফজের মাশুক :

হেজের নিয়ম : হামযাহ + যবর = আ, হা.া + যবর = হা. = আহা, দা-ল + দুই যের = দিন্ = আহা.দিন । তিনবার মতন পড়িতে হইবে ।

غَضِبَ	شُعِبَ	عَهَلِ	كَبِدِ	قَدِرِ	أَحَدِ
عَقَبَةَ	بَرَرَةَ	سَفَرَةَ	ثَرَرَةَ	رَقَبَةَ	سَنَةَ

দুই পেশবিশিষ্ট লফজের মাশুক :

হেজের নিয়ম : খ- + পেশ = খু, লা-ম + পেশ = লু, = খুলু, ক.ফ + দুই পেশ = কু.ন = খুলুকু.ন । তিনবার মতন পড়িতে হইবে ।

بَجَلٌ	غَبْرَةٌ	قَتْرَةٌ	عَشْرَةٌ	بَقْرَةٌ	خُلُقٌ
ذَكَرٌ	لَعِبٌ	حَسَنَةٌ	بَشَرٌ	نَفْرٌ	سَجْدٌ

দুই যবর, দুই যের ও দুই পেশবিশিষ্ট লফজের মাশুক :

হেজে করিবার নিয়ম :

প্রতিটি লফজ একবার হেজে, একবার মতন এই নিয়মে তিনটি লফজ পড়িয়া একসাথে ৩টি লফজের মতন ৯ বার (৩ X ৩) পড়িতে হইবে । যেমন : أَحَدًا হামযাহ + যবর = আ', বাা + যবর = বা = আবা, দাল + দুই যবর = দান = আবাদান ।

عَوَجٌ	عَوَجًا	مَسَدٌ	مَسَدٍ	مَسَدًا	أَبَدٌ	أَبَدٍ	أَبَدًا
هُمَزَةٌ	صُحُفٌ	صُحُفٍ	صُحُفًا	وَجِبٌ	وَجِبٍ	وَجِبًا	عَوَجٌ
هُمَزَةٌ	عَدَدٌ	عَدَدًا	دُبُرٌ	دُبُرٍ	دُبُرًا	هُمَزَةٌ	هُمَزَةٌ
	قَوْمٌ	قَوْمٍ	قَوْمًا	صَدَقٌ	صَدَقٍ	صَدَقًا	

বি.দ্র. উপরোক্ত লফজগুলি কায়দা পড়াইবার সময় পড়াইতে হইবে। উস্তায় মুয়াল্লিমদিগকে ৩টি লফজ হেজে-মতনে শিক্ষা দিয়া ছাত্র-ছাত্রীদিগকে সবগুলি লফজ শিখাইবার নির্দেশনা দিবেন। বাকি লফজগুলি মুয়াল্লিমদিগকে ৩টি করিয়া মতন মাশুক করাইয়া মতন পড়িবার প্রতিযোগিতা শিক্ষা দিবেন। যেমন : اَبَدًا - اَبَدٍ - اَبَدًا

## জয়মের মাশুক

ক.ল.কলার পাঁচটি হরফ ( ق ط ب ج د ) বাদ দিয়া বাকি ২৩টি হরফের মধ্যে জয়মের মাশুক করিতে হইবে। সর্বপ্রথম উস্তায় তিন অবস্থায় “আলিফ” এবং “তা” ان-ان-ان তাহার পর উস্তায় বোর্ডে যখন লিখিবেন তখন ছাত্র ছাত্রীরা পড়িবে এইভাবে, আলিফ তা, আলিফ তা, আলিফ তা। ইহার পর উস্তায় পড়িবেন ছাত্র ছাত্রীরা লিখিবে। অনুরূপভাবে উস্তায় বোর্ডে জয়ম লিখিবেন। ছাত্র ছাত্রীরা পড়িবে জয়ম, জয়ম, জয়ম। এইবার উস্তায় পড়িবেন ছাত্র ছাত্রীরা শ্লেটে লিখিবে, ইহার পর উস্তায় বোর্ডে হরকত লিখাইবেন ছাত্র ছাত্রীরা পড়িবেন, যবর, জের, পেশ অনুরূপ উস্তায় পড়িবেন ছাত্র ছাত্রীরা শ্লেটে হরফ লিখিবেন। জয়ম ও হরকত লিখিয়া ان-ان-ان ছাত্রগণকে শ্লেটে লিখাইয়া শিখাইবেন ও বুঝাইবেন যে, “জয়মওয়াল্লা হরফ তাহার ডান দিকের হরকতের সহিত মিলাইয়া একবার পড়া যায়। জয়মের আওয়াজ কাটা হইয়া নিচের দিকে যায়”। কাটা বলতে বন্ধ অক্ষরের মতো উচ্চারণ যেমন : কোন্।

ইহার পর একবার হেজে তিনবার মতন পড়াইয়া দিবেন। এইরূপে সমস্ত হরফের হেজে মতন শিক্ষা দিতে হইবে। তাহার পর নিম্নে প্রদত্ত উদাহরণগুলির হেজে ও মতন পড়াইয়া দিবেন।

(ক) জয়মের মাশুক : যবর, জের, পেশ এবং জয়মবিশিষ্ট হরফের মাশুক : (মনে রাখিতে হইবে যে ৩২৮ উপরের বাঁকা ও গোল চিহ্নটির নাম জয়ম। জয়মের আওয়াজ কাটা হইয়া নিচের দিকে যায়।) হেজে : ان-ان-ان হামযাহ + তা + যবর = আত্ এইভাবে আরো ২ জোড়া হেজে করে ৩ X ৩ = ৯ বার মতন পড়ুন। আত্ ইত্ উত্, আত্ ইত্ উত্, আত্ ইত্ উত্।

أَتْ اِتُّ اُتُّ	أَثُ اِثُّ اُثُّ	أَحُّ اِحُّ اُحُّ	أَخُّ اِخُّ اُخُّ
أَذُّ اِذُّ اُذُّ	أَسُّ اِسُّ اُسُّ	أَزُّ اِزُّ اُزُّ	أَسُّ اِسُّ اُسُّ
أَشُّ اِشُّ اُشُّ	أَصُّ اِصُّ اُصُّ	أَضُّ اِضُّ اُضُّ	أَظُّ اِظُّ اُظُّ
أَعُّ اِعُّ اُعُّ	أَغُّ اِغُّ اُغُّ	أَفُّ اِفُّ اُفُّ	أَكُّ اِكُّ اُكُّ
أَلُّ اِلُّ اُلُّ	أَمُّ اِمُّ اُمُّ	أَنُّ اِنُّ اُنُّ	أَوْ اِوُّ اُوُّ
أَهَّ اِهَّ اُهُ	أَاءُ اِءُ اُءُ	أَيُّ اِيُّ اُيُّ	

(খ) যবর, যের, পেশ এবং জয়মবিশিষ্ট লফজের মাসুক :

হরকতের লফজের মতোই বোর্ডে শ্লেটে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে লিখাইবেন ।

বানান : أَكْرَمٌ হামযাহ + কা---ফ + যবর = আক্, র- + যবর = র = আকর, মী---  
ম+যবর = মা = আকরমা । তিনবার মতন পড়িতে হইবে ।

أَكْرَمٌ	إِهْدِ	بَعْدُ	خَلَقًا	سَعَى	وَأَحْرُ	لَسْتُ	أَهْرٍ
بَرْدًا	جَمْعًا	خُسْرٍ	عَشْرِ	شَانُ	عَصْفٍ	غَرَقًا	غُلْبًا
فَصْلٌ	قَضْبًا	كَاسًا	لَعْوًا	مِسْكٌ	نَخْلًا	نَشْطًا	نَفْسٍ
يُسْرًا	بَيْتٍ	خَوْنٌ	صَيْفٍ	الْقَتِّ	أَمِهْلٌ	أَخْرَجَ	أَرْسَلَ
أَعْطَشَ	أَفْلَحَ	أَلْهَمَ	دَمَدَمَ	أَعْبَدُ	نَعْبُدُ	يُخْرِجُ	يُحْسِبُ
يَشْرِبُ	يَشْهَدُ	تَرَحُّقٌ	تَعْرِفُ	يُوسُوسُ	ثَقَلَتْ	حُشِرَتْ	الْحَمْدُ

## ক.লক.লার হরফ শিক্ষা ও মাশুক

উস্তায় সাহেব ক.লক.লার হরফ বোর্ডে লিখিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা শ্রেটে লিখাইয়া শিখাইবেন যে,

ক.লক.লার হরফ (৫) পাঁচটি  
 ক.----ফ, ত.-, বাা, জী---ম, দা---ল  
 এই পাঁচটি হরফে জযম হইলে  
 ক.লক.লা করিয়া পড়িতে হয় ।

এই পাঁচটি হরফ ( ق ط ب ج د ) মুখস্থ করাইবার পর ক.লক.লার প্রথম হরফ তিন অবস্থায় বোর্ডে লিখিয়া ( اُقْ - اِقْ - اُقْ ) ছাত্রদের শ্রেটে লিখাইয়া একবার হেজে তিনবার মতন পড়াইবেন এবং এই কথাটি শিক্ষা দিবেন ।

ক.লক.লার আওয়াজ লাফাইয়া উপরের দিকে যায় । শুনিতে যবরের মতো শোনায় । অতঃপর একবার হেজে, তিনবার মতন পড়াইয়া তাকরারও শ্রেটে পড়াইয়া দিবেন । এইরূপে বাকি চারটি হরফের ক.লক.লা শিক্ষা দিবেন ।

\* বোর্ডে-শ্রেটে জযমের হরফের পদ্ধতিতে লিখাইবেন ।

ক.লক.লার পাঁচটি হরফ ও উদাহরণ বা মেছালের মাশুক :

قُ طُبُّ جُرْدُ	اُقْ اِقْ اُقْ	اَطْ اِطْ اَطْ	ق ط ب ج د
اَبْ اِبْ اَبْ	اَجْ اِجْ اَجْ	اَدْ اِذْ اَدْ	

\* বোর্ডে-শ্রেটে হরফতের লফজের মতোই লিখাইতে হইবে ।

ক.লক.লার লফজের মাশুক :

তিনটি করিয়া শব্দ হেজে করিতে হইবে । হেজের সময় ক.লক.লা উল্লেখ করিতে হইবে ।

نَقَعًا	اِقْرَاءُ	اُقْسِمُ	بَطْشًا	فِطْرًا	نُطْفَةً	سَبَجًا	عِبْرَةً	يُبْدِي	زَجْرَةً
وَجْهَةً	اَجْرَةً	قَدْحًا	عَدْنٍ	كُدْنٍ	لَهَبٍ	فَلَقٍ	شَطَطٍ	كَسَبٍ	مَسَدٍ

শেষ লাইনের ৫টি শব্দ পড়ানোর নিয়ম নিম্নরূপ :

ফা + যবর = ফা, লা-ম + যবর = লা, ফালা, ক.---ফ + দুই জের কি.ন = ফালাকি.ন, ওয়াকফ করিলে ক.-ফকে সাকিন করিয়া ক.লক.লার সহিত পড়িতে হয় = ফালাক. ।

## তাশদীদের মাশ্ক

উস্তায় সাহেব ছাত্রগণ হইতে তাশদীদ কাহাকে বলে তাহার উত্তর আদায়ের পর (اب) আলিফ বা, এইভাবে নয় জোড়া বোর্ডে লিখিয়া ছাত্র ছাত্রীদের শ্রেটে লিখাইবেন। লিখার সময় ছাত্র-ছাত্রীরা নাম বলিবে, (আলিফ বা, আলিফ বা, আলিফ বা) ইহার পর উস্তায় নাম বলিবেন ছাত্র ছাত্রীরা লিখিবে। ইহার পর উস্তায় বা এর উপর লিখিবেন তাশদীদ যবর, ছাত্র-ছাত্রীরা বলিতে থাকিবে তাশদীদ যবর, তাশদীদ জের, তাশদীদ পেশ, এইবার উস্তায় বলিবেন, ছাত্র ছাত্রীরা লিখিবে। ইহার পর উস্তায় হারকাতগুলি আলিফের মধ্যে লিখিবেন ছাত্র ছাত্রীরা নাম বলিবে। ইহার পর উস্তায় বলিবেন ছাত্র-ছাত্রীরা হারকাতগুলি লিখিবে।

اب اب اب اب اب اب اب اب اب اب

(শ্রেট হাঁটুর উপর, হাত লেখার নিচে, নজর বোর্ডের দিকে করাইবেন।)

এবং শিক্ষা দিবেন যে,

أَبَّ أَبَّ أَبَّ أَبَّ أَبَّ أَبَّ أَبَّ أَبَّ

তাশদীদওয়ালা হরফ দুই বার পড়া যায়

তাহার ডান দিকের হারকাতের সহিত মিলাইয়া একবার

নিজ হারকাতের সহিত একবার

তাশদীদের আওয়াজ শক্ত এবং ঘেঁষাণো।

ইহা মুখস্থ হইবার পর হেজে, মতনে, মাশ্ক তাকরার ও শ্রেটে পড়ানো শিক্ষা দিবেন। সম্ভব হইলে (م) মীম এবং (ن) নূন ব্যতীত সমস্ত হরফ উপরের নিয়মে শিক্ষা দেওয়ার পর নিম্নে প্রদত্ত উদাহরণগুলি দেখিয়া এক এক বার তিন তিনটি লফজ (শব্দ) বোর্ডে লিখিয়া ছাত্রদের দ্বারা শ্রেটে লিখাইয়া মাশ্ক-তাকরার-শ্রেটে পড়ানোর মাধ্যমে অনেকগুলি লফজ ভালরূপে পড়াইয়া দিবেন। যাহাতে ছাত্ররা যে কোনো সময় নিজ ক্ষমতায় লিখিতে ও পড়িতে পারে।

☞ (উপরের তিন দাঁতওয়ালাটির নাম তাশদীদ)

তাশদীদবিশিষ্ট হরফের মাশ্ক :

হেজের নিয়ম : ا هـ يـ وـ = আব, বা + যবর = বা = আব্বা। এইভাবে তিনটি এক সাথে হেজে করাইবেন এবং ৯ বার মতন পড়াইবেন। আব্বা, আবি, আব্বু।





- \* তাশদীদবিশিষ্ট লফজের মাশুক এক লফজকে একবার হেজে তিনবার মতন পড়াইবেন। হরকতের লফজের মতোই বোর্ডে শ্লেটে ছাত্র-ছাত্রীদিগকে শিখাইবেন।
- \* হেজের নিয়ম : বা + র- + পেশ = বুর, র + যের + রি = বুররি, যা + যরব = যা = বুররিয়া।

كُذِّبَ	قَدَّرَ	عَدَّدَ	صَدَّقَ	حَصَلَ	بُرِّرَ
كُرِّهَ	قُوِّهَ	ذُرِّيَهَ	يُحْضُ	أَوَّلَ	نَعَمَ
مُجِرَّتْ	سُجِرَتْ	زُوجَتْ	كُذِّبَتْ	قَدِّمَتْ	سُعِرَتْ
نُبِئِرَ	مُحَدِّثٌ	تَطَّلِعُ	كُورَتْ	عُطِلَتْ	سُيِّرَتْ
حُفَّتْ	مُدَّتْ	فَهِّلِ	عَشِيَّةٍ	قِيَمَةٍ	بَيْنَةٍ
مُكْرَمَةٌ	مُدَادَةٌ	شَقَّتْ	تَخَلَّتْ	تَبَّتْ	خَفَّتْ
مَدَانِيٌّ	مَكِّيٌّ	مُصَدِّقٌ	مُذَكِّرٌ	مُذَائِرٌ	مُطَهَّرَةٌ
طَيْبٌ	غَنِيٌّ	مُحْرَمٌ	مُضَرِّيٌّ	عَرَبِيٌّ	قُرَيْشِيٌّ
مُكِبِّرٌ	حَقٌّ	مَهْدِيٌّ	مُتَوَسِّطٌ	مُتَّقِيٌّ	سَيْدٌ
زَيْنَةٌ	مُهَذَّبٌ	مُحَلَّلٌ	قُدْسٌ	مُقَدَّسٌ	مُحَدِّثٌ
مُقَرَّبٌ	قِيلَتْ	شُدِّدَ	زَيْنٌ	مُتَقَبِّلٌ	مُعَلِّمٌ
	مُدَلِّلٌ	مُكْذِبٌ	مُصَرِّفٌ		

## ওয়াজিব গুনাহ শিক্ষা ও মাশুক

উস্তায় সাহেব সর্ব প্রথম ওয়াজিব গুনাহর সু.রত (আকৃতি) (اَمْءٌ - اَمْءٌ) বোর্ডে লিখিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা শ্রেটে লিখাইয়া মুখস্থ করাইবেন যে, হরকতের বাম পাশে মীমে বা নূনে (اَمْءٌ - اَمْءٌ) তাশদীদ হইলে উহাকে ওয়াজিব গুনাহ বলে।

ইহার পর মীম ও নূনের ৯ হরফের উদাহরণ (তাশদীদের ন্যায়) বোর্ডে লিখিয়া শিক্ষার্থীদিগকে শ্রেটে লিখাইয়া শিক্ষা দিবেন।

اَمْءٌ - اَمْءٌ - اَمْءٌ - اَمْءٌ - اَمْءٌ - اَمْءٌ - اَمْءٌ - اَمْءٌ - اَمْءٌ  
 اَنْءٌ - اَنْءٌ - اَنْءٌ - اَنْءٌ - اَنْءٌ - اَنْءٌ - اَنْءٌ - اَنْءٌ - اَنْءٌ

এইভাবে ওয়াজিব গুনাহ শিক্ষাদান করিয়া নিম্ন লিখিত উদাহরণগুলির মাশুক করাইবেন।

(ক) ওয়াজিব গুনাহর চিহ্ন : (اَمْءٌ - اَمْءٌ)

হরফের উপর দিয়া ওয়াজিব গুনাহর মাশুক :

ওয়াজিব গুনাহর হেজের নিয়ম : --- হামযাহ + মী---ম + যবর = আঁম + ওয়াজিব গুনাহ, মী---ম + যবর মা = আঁম-মা। তিনটি এক সাথে হেজে ও ৯ বার মতন পড়াইবেন। প্রকাশ থাকে যে, গুনাহ এক আলিফ পরিমাণ করিতে হইবে।

اَمْءٌ	اَمْءٌ	اَمْءٌ	اَمْءٌ	اَمْءٌ	اَمْءٌ	اَمْءٌ	اَمْءٌ	اَمْءٌ
اَنْءٌ	اَنْءٌ	اَنْءٌ	اَنْءٌ	اَنْءٌ	اَنْءٌ	اَنْءٌ	اَنْءٌ	اَنْءٌ

বোর্ডে/শ্রেটে হরকতের লফজের মতোই লিখিতে হইবে।

(খ) ওয়াজিব গুনাহওয়াল লফজের মাশুক : হেজের সময় ওয়াজিব গুনাহ শব্দটি মুখে বলিতে হইবে।

اَمْءٌ	اَمْءٌ	اَمْءٌ	اَمْءٌ	اَمْءٌ
اَمْءٌ	اَمْءٌ	اَمْءٌ	اَمْءٌ	اَمْءٌ
اَمْءٌ	اَمْءٌ	اَمْءٌ	اَمْءٌ	اَمْءٌ
اَمْءٌ	اَمْءٌ	اَمْءٌ	اَمْءٌ	اَمْءٌ
اَمْءٌ	اَمْءٌ	اَمْءٌ	اَمْءٌ	اَمْءٌ

## প্রশ্নমালা

- (১) অযু, গোসল ও তায়্যাম্মুমে কতো ফরয ও কি কি? ছন্দাকারে লিখুন।
- (২) নামাযের বাহিরে এবং ভিতরে কতো ফরয ও কি কি? ছন্দাকারে লিখুন।
- (৩) নামাযের ওয়াজিব কয়টি ও কি কি? ছন্দাকারে লিখুন।
- (৪) অযু ভঙ্গের কারণ ও নামায ভঙ্গের কারণ কয়টি, ছন্দাকারে কারণগুলি লিখুন।
- (৫) মাখরাজ কাহাকে বলে? আরবী হরফ কয়টি ও মাখরাজ কয়টি? মাখরাজগুলি ছন্দাকারে হরফসহ লিখুন।
- (৬) তামীযে হরুফ বা কতিপয় হরফের পার্থক্যগুলি বিস্তারিত লিখুন।
- (৭) টিকা লিখুন : হরকত, তানভীন, জযম ও তাশদীদ এবং আলিফ সব সময় খালি থাকে শিক্ষা ও আলিফের সুরতে হামযাহ শিক্ষা।
- (৮) মুরাক্কাব ও গ.ইরে মুরাক্কাবের সংজ্ঞা ও হরফগুলি কি কি লিখুন।
- (৯) জযমওয়াল্লা হরফ কিভাবে পড়া যায়, জযমের আওয়াজ কিভাবে কোন দিকে যায়? প্রতিটি হরফের তিনটি করিয়া ২৩টি হরফের উদাহরণ লিখুন।
- (১০) ক.লক.লার হরফ কয়টি ও কি কি? এই হরফগুলিকে কখন ক.লক.লা করিয়া পড়িতে হয়, ক.লক.লার আওয়াজ কোন দিকে যায়, শুনিতে কিরূপ শুনায়? ছন্দ আকারে লিখুন এবং প্রতিটি হরফ দ্বারা ৩টি করিয়া ৫টি হরফের উদাহরণ লিখুন। ৫টি হরফ দিয়া ৫টি লফজের উদাহরণ লিখুন।
- (১১) তাশদীদওয়াল্লা হরফ কয়বার পড়া যায়? তাশদীদের আওয়াজ কিরূপ হয়? প্রতিটি হরফের ৯টি করিয়া ১০টি হরফের উদাহরণ লিখুন।
- (১২) ওয়াজিব গুল্লাহ্ কাহাকে বলে? ওয়াজিব গুল্লাহ্ চিহ্ন ও বানান প্রক্রিয়া এবং ২টি হরফ দ্বারা ১৮টি উদাহরণ সুন্দরভাবে সাজাইয়া লিখুন।

## মদ শিক্ষা

টানিয়া বা দীর্ঘ করিয়া পড়িবার নাম মদ। মদ বহু প্রকারের আছে। আমরা প্রাথমিক অবস্থায় সহজভাবে ১০ প্রকার মদ সম্পর্কে আলোকপাত করিব। ১০ প্রকার মদ আলোকপাতের মাধ্যমে সব রকম মদের জ্ঞান আয়ত্ত করা যাইবে। মদ শিখিবার জন্য দুই রকমের হরফের প্রয়োজন, মদের হরফ ও লীনের হরফ।

মদের হরফ তিনটি : ( ۱ = ۲ = ۳ )

যবরের বাম পাশে খালি আলিফ ( ۱ = )

পেশের বাম পাশে জযম ওয়ালা ওয়াও ( ۲ = )

যেরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়া ( ۳ = )

মদের হরফ এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

যেমন : بِئِ — بُؤ — بَا বা-বু-বী

এক আলিফের পরিমাণ :

দুইটি হরকত পড়িতে যতোটুকু সময় লাগে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে ততোটুকু সময় লাগে।

যেমন : بِ + ب = بَا , بُ + ب = بُؤ , بِ + ب = بِئِ

মদ মোট ১০ প্রকার :

এক আলিফ মদ তিন প্রকার :

- |  |         |   |
|--|---------|---|
| (১) মদে ত.বয়ী, (স্বভাবগতভাবে যাহা মদের হরফ দীর্ঘ করিতে হইবে)  | مد طبعی | ১ |
| (২) মদে বদল, (পরিবর্তনের কারণে মদের হরফ হইলে দীর্ঘ করিতে হইবে) | مد بدل  | ২ |
| (৩) মদে লীন, (লীন অর্থ নরম বা সহজ যাহা ওয়াকফের কারণে মদ হইবে) | مد لين  | ৩ |

তিন আলিফ মদ দুই প্রকার :

- |   |          |   |
|---|----------|---|
| (৪) মদে আরেজী, (মদের হরফের পরে ওয়াকফের কারণে দীর্ঘ করিতে হইবে) | مد عارضی | ৪ |
| (৫) মদে মুন্ফাসিল, (মদের হরফের পরে ভিন্ন শব্দের                 | مد منفصل | ৫ |

প্রথমে হামযাহ হইলে)

চার আলিফ মদ পাঁচ প্রকার :

- |  |                   |    |
|--|-------------------|----|
| (৬) মদে মুত্তাসিল, (মদের হরফ এবং হামযাহ মিলিতভাবে একই শব্দে হইলে)  | مد متصل           | ৬  |
| (৭) মদে লাযিম কালমী মুছাক্ক.ল, (দীর্ঘ করা আবশ্যকীয়                | مد لازم كلمی مطلق | ৭  |
| এবং মদের হরফের পরে একই শব্দে তাশদীদ হইলে শব্দের উচ্চারণ ভারী হয়।) |                   |    |
| (৮) মদে লাযিম কালমী মুখাফফাফ, (দীর্ঘ করা আবশ্যকীয়                 | مد لازم كلمی مخفف | ৮  |
| এবং মদের হরফের পরে একই শব্দে জযম হইলে শব্দের উচ্চারণ হালকা)        |                   |    |
| (৯) মদে লাযিম হারফী মুছাক্ক.ল, (দীর্ঘ করা জরুরী                    | مد لازم حرفی مطلق | ৯  |
| হরফে মুকাত্তাতে তাশদীদ হইলে হরফের উচ্চারণ ভারী হয়।)               |                   |    |
| (১০) মদে লাযিম হারফী মুখাফফাফ,                                     | مد لازم حرفی مخفف | ১০ |
| (হরফে মুকাত্তাতের মধ্যে তাশদীদ না হইলে হরফের উচ্চারণ হালকা হয়।)   |                   |    |

বিঃদ্র: ব্রাকেটের লিখাগুলি মদের নামের আভিধানিক অর্থ দেওয়া হইল।

মদে ত.বয়ী : ( ۛ ۛ ۛ )

যবরের বাম পাশে খালি আলিফ

পেশের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াও,

জেরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া হইলে

উহাকে মদে ত.বয়ী বলে, এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয় ।

যেমন : ۛ ۛ ۛ (বাবু-বুবী)

(ক) মদের হরফ ও মদে ত.বয়ীর মাশুক :

মদে ত.বয়ীর হেজে করিবার পদ্ধতি :

ۛ বা + আলিফ + যবর = বা-এক আলিফ মদে ত.বয়ী । এইভাবে ۛ ও ۛ হেজে করিয়া তিনটি এক সাথে মতন পড়াইবেন । যেমন : ۛ ۛ ۛ (বাবু-বুবী)

### হরফের উপর দিয়া মদে ত.বয়ীর মাশুক

ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ
ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ
ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ
ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ
ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ
ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ
ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ
ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ
ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ	ۛ

প্রকাশ থাকে যে, পেশের বাম পাশে (بُؤَا) জযমওয়ালা ওয়াও এর পরে যে খালি আলিফ রহিয়াছে তাহা অতিরিক্ত আলিফ বা আলিফে যায়েদা। তাহা লেখা থাকিলেও পড়া যাইবে না।

আরবী ২৯টি হরফের মধ্যে ২৭টিতে মদের হরফ দিয়া সর্বমোট (২৭ X ৩) = ৮১টি মদে ত.বয়ীর উদাহরণ হয়।

উল্লেখ্য যে, এই ২৭টি হরফে যখন খাড়া যবর, খাড়া জের এবং উল্টা পেশ হয় তখন উহাকেও মদে ত.বয়ী মনে করিয়া এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন :

قَالَ، لَهُ، بِهِ

(খ) মদে ত.বয়ী বিশিষ্ট লফজের মাশুক :

(হেজের সময় এক আলিফ মদে ত.বয়ী কথাটি উল্লেখ করিতে হইবে।)

نُوحِيهَا	فَإِذَا	نُوحٍ	عَلِيمٍ	نَابٌ	لُوطٌ
فِيكَ	قَالَ	هُودٌ	دِينٌ	يَذْكُرُونَ	بِأَصْحَابِ
مَالَهُ	بِهِ	صُدُورٌ	قُبُورٌ		

(গ) যবরের বাম পাশে খালি আলিফের পরিবর্তে ! খাড়া যবরের সূরতে মদে ত.বয়ী :

قَالَ - قُلْ	كِتَابٌ - كِتَابٌ	مَالِكٍ - مَالِكٍ
كَلِمَاتٌ - كَلِمَاتٌ	سَمَاوَاتٍ - سَمَاوَاتٍ	عَالِمٌ - عَالِمٌ
عَالِيَيْنَ - عَالِيَيْنَ	جَنَاتٍ - جَنَاتٍ	إِطْعَامٌ - إِطْعَامٌ

(ঘ) যেরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়ার পরিবর্তে ۞ খাড়া যেরের সূরতে মদে ত.বয়ী :

يُحْيِي - يُحْيِي	بَعْدَهُ - بَعْدَهُ	قَبْلَهُ - قَبْلَهُ
لِحُكْمِهِ - لِحُكْمِهِ	أَحْكَامِهِ - أَحْكَامِهِ	رُسُلِهِ - رُسُلِهِ

(ঙ) পেশের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াও এর পরিবর্তে ۷ উল্টা পেশের সূরতে মদে ত.বয়ী :

نَفْسُهُ - نَفْسُهُ	نُورُهُ - نُورُهُ	مَالَهُ - مَالَهُ
عَدَدُهُ - عَدَدُهُ	دَاوُدُ - دَاوُدُ	أَمْرُهُ - أَمْرُهُ
مُخْلِفُهُ - مُخْلِفُهُ	رَبَّهُ - رَبَّهُ	لَهُ - لَهُ

মদে বদল : ( اءِ + اءِ - وِ - يِ )

হামযার সঙ্গে মদের হরফ হইলে উহাকে মদে বদল বলে, এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন : أَمَنَ (আমানা)।

প্রকাশ থাকে যে, হামযায় খাড়া যবর, খাড়া জের, উল্টা পেশ ( ۷ - ۷ - ۷ ) হইলে উহাও মদে বদল হয়।

হেজের নিয়ম : أَمَنَ হামযাহ + খাড়া যবর = আ এক আলিফ মদে বদল, মী--ম + যবর = মা, আমা, নু---ন + যবর = না, আমানা, তিনবার মতন পড়িতে হইবে। এইভাবে নিম্নের লফজগুলি হেজে ও মতন পড়াইবেন।

الْمَيْنِ	الْفِ	إِيَّانًا	أُوتِي	أُومِنَ	أَمِنَ
-----------	-------	-----------	--------	---------	--------

লীনের হরফ শিক্ষা (লীন অর্থ নরম) :

হরফে লীন বা লীনের হরফ দুইটি :

যবরের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াও ( وِ - )

যবরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া ( يِ - )

লীনের হরফ তাড়াতাড়ি পড়িতে হয়।

(অপর পৃষ্ঠায় উদাহরণগুলি দেখাইয়া লীনের হরফের মাশুক করাইবেন।)

হরফে লীন বা লীনের হরফের মাশুক :

[ وِ - يِ ] হেজের নিয়ম : বা + ওয়াও, যবর বাও হরফে লীন, বা + ইয়া + যবর = বাই হরফে লীন = বাও, বাই।

লীনের হরফ তাড়াতাড়ি পড়িতে হয়। যেমন : বাও, বাই, তাও, তাই।

হরফে লীনের উদাহরণ :

بَوْ-بَيُّ	تَوْ-تَيُّ	ثَوْ-ثَيُّ	جَوْ-جَيُّ
حَوْ-حَيُّ	خَوْ-خَيُّ	دَوْ-دَيُّ	ذَوْ-ذَيُّ
رَوْ-رَيُّ	زَوْ-زَيُّ	سَوْ-سَيُّ	شَوْ-شَيُّ
صَوْ-صَيُّ	ضَوْ-ضَيُّ	طَوْ-طَيُّ	ظَوْ-ظَيُّ
عَوْ-عَيُّ	غَوْ-غَيُّ	فَوْ-فَيُّ	قَوْ-قَيُّ
كَوْ-كَيُّ	لَوْ-لَيُّ	مَوْ-مَيُّ	وَوْ-وَيُّ
هَوْ-هَيُّ	ءَوْ-ءَيُّ	يَوْ-يَيُّ	❖ ❖

মদ্দে লীন : (ء و ي و ي) (مَدَّة)

লীনের হরফের বাম পাশে ওয়াকফের হালতে সাকিন হইলে উহাকে মদ্দে লীন বলে। এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

যেমন : خَوْفٌ ۞ يَتُّ ۞

হেজের নিয়ম : ۞ خَوْفٌ ۞ - + ওয়া-ও + যবর = খাও হরফে লীন, ফা + দুই পেশ = ফুন = খাওফুন, (উস্তায় বলিবেন) ওয়াক্ফ করিলে (শিক্ষার্থীরা বলিবে) মদ্দে লীন। (আবার ওস্তাদ বলিবেন) মদ্দে লীন (শিক্ষার্থীরা বলিবে) লীনের হরফের বাম পাশে ওয়াকফের হালতে সাকিন হইলে উহাকে মদ্দে লীন বলে, এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয় = “খ-ওফ”।

\* মদ্দে লীনের মেছালের/উদাহরণে মাশুক :

خَوْفٌ ۞	صَيْفٌ ۞	نَوْمٌ ۞	بَيْتٌ ۞	قَرَيْشٌ ۞	لَيْلٌ ۞
----------	----------	----------	----------	------------	----------

বিহুদঃ মদ্দে লীন দুই আলিফ ও তিন আলিফ টানিয়া পড়া জায়েয।



মদে মুন্ফাসি.ল : ( = ٲ = ٲ + ٲ = ٲ )

মদের হরফের বাম পাশে আলিফের ছুরতে হামযাহ হইলে উপরের চিহ্নটি চিকন ( ~ )  
উহাকে মদে মুন্ফাসি.ল বলে, তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয় ।

(হামযাহ ভিন্ন শব্দের প্রথমে হইবে ।) যথা : وَمَا نُزِّلَ - وَمَا أُوتِيَ

হেজের নিয়ম : لَا أَعْبُدُ লাম + আলিফ + যবর = লা-- তিন আলিফ মদে  
মুন্ফাসি.ল, হামযাহ + আইন + যবর = 'আ, বা + পেশ = বু = লা-- আ'বু, দা---ল  
+ পেশ = দু = লা-- আ'বুদু । তিন বার মতন বলিতে হইবে ।

\* মদে মুন্ফাসিলের উদাহরণের মাশুক :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	لَا أَعْبُدُ	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ	
قَالُوا إِنَّا	يَدَا أَبِي	مَا أَعْنِي	وَعَلَىٰ آلِ
إِنَّا أَعْطَيْنَكَ	فِي أَحْسَنِ	عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ	
وَمَا أُوتِيَ	وَمَا أَرْسَلْنَا	وَتَأْتِيهِ أَحَدٌ	

মদে মুস্তাসি.ল : ( = ٲ = ٲ + ٲ = ٲ )

মদের হরফের বামপাশে হামযাহ হইলে উপরের চিহ্নটি মোটা ( ~ ) উহাকে মদে  
মুস্তাসি.ল বলে, চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয় । (হামযাহ একই শব্দে হইবে ।)

যেমন : شَاءَ ، سُوءٌ

হেজের নিয়ম : شَاءَ শীন---ন + আলিফ + যবর = শা--- চার আলিফ মদে  
মুস্তাসি.ল, হামযাহ + যবর = আ', শা---আ' । তিন বার মতন বলিতে হইবে ।

\* মদে মুত্তাসি.লের উদাহরণের মাশুক :

سَوَاءٌ	جِيئِي	شَاءَ	جَاءَ
شُهَدَاءُ	قَائِلًا	نِسَاءٌ	بَلَاءٌ
غُثَاءٌ	جَزَاءٌ	إِسْرَائِيلَ	أَوْلَائِكَ
سَائِلَ	مَاشَاءَ	يُرَاءُونَ	سُوءٌ

কলমে কালিমা কাহাকে বলে?

অর্থবোধক কয়েকটি হরফকে একত্রিত করিয়া পড়িবার নাম কালিমা । যেমন :

(ض + ا + ل + ل + ا) = ضَالًا

মদে লাযিম কালমী মুছাক্ক.ল : (ا-و-ي + م + ل)

কালিমার মধ্যে মদের হরফের বাম পাশে তাশদীদ হইলে,

উপরের চিহ্নটি মোটা,

উহাকে মদে লাযিম কালমী মুছাক্ক.ল বলে ।

চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয় । যেমন : دَابَّةٌ، ضَالًا

হেজের নিয়ম ضَالًا দ.----দ + আলিফ + লা---ম + যবর = দা----ল, চার আলিফ মদে লাযিম কালমী মুছাক্ক.ল = লা---ম + দুই যবর = লান = দ.---ল্লান । তিন বার মতন বলিতে হইবে ।

(ক) মদ্দে লাযিম কালমী মুখাফফাক এর উদাহরণের মাশুক :

جَانٍ	حَاجِكَ	دَابَّةٍ	ضَالًا
طَامَةٌ	وَالضَّالِّينَ	لضَّالُّونَ	صَاحِبَةٌ
أَتَحَاجُّونِي	تَأْمُرُونِي	كَافَةٌ	وَلَا تَحْضُونَ

মদ্দে লাজিম কালমী মুখাফফাক : (ء ى + و =)

কালিমার মধ্যে মদদের হরফের বাম পাশে জযম হইলে, উপরের চিহ্নটি মোটা উহাকে মদ্দে লাযিম কালমী মুখাফফাক বলে ।

চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয় ।

যেমন : ( أَلَّنَ ) (আ---লআনা)

হেজের নিয়ম : أَلَّنَ হামযাহ লা---ম + খাড়া যবর = আ---ল চার আলিফ মদ্দে লাযিম কালমী মুখাফফাক, হামযাহ + খাড়া যবর = আ এক আলিফ মদ্দে বদল = আ-লআ নু---ন্ + যবর = না = আ---ল, আনা । তিন বার মতন বলিতে হইবে ।

মদ্দে লাযিম কালমী মুখাফফাক এর উদাহরণের মাশুক :

الآنَ	الئنَ
-------	-------

মদে লাযিম হারফী মুছাকক.ল :

হরফের উপর মোটা চিহ্ন, সামনে তাশদীদ হইলে,

উহাকে মদে লাযিম হারফী মুছাকক.ল বলে ।

চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয় ।

যেমন : **الَمَّ**

মদে লাজিম হারফী মুখাফফাফ :

হরফের উপর মোটা চিহ্ন সামনে তাশদীদ নাই,

উহাকে মদে লাযিম হারফী মুখাফফাক বলে,

চার আলিফ চানিয়া পড়িতে হয় । যেমন (**الَمَّ**)

প্রকাশ থাকে যে, **الَمَّ** এর মধ্যে লা---ম হারফী মুছাকক.ল । কারণ, লাম এর উপর মোটা চিহ্ন সামনে তাশদীদ হইয়াছে । আর মী---ম হারফী মুখাফফাক ।

হারফী মুছাকক.ল ও হারফী মুখাফফাফ-এর কিছু বিষয় :

মদে লাযিম হারফী মুছাকক.ল ও মুখাফফাফ এ-**الم** এর বানান প্রক্রিয়ার মধ্যে মুছাকক.ল ও মুখাফফাফ হইবে ।

যেমন : **الَمَّ = اَلِفٌ - لَامٌ - مِيمٌ**

এখানে লা-মের সামনে তাশদীদ হওয়ায় লা-ম মুছাকক.ল এবং মী-মের সামনে তাশদীদ না হইয়া জযম হওয়ায় মী-ম মুখাফফাক ।

(ক) মদে লায়িম হারফী মুছাককল ও মদে লায়িম হারফী মুখাফফাফ-এর উদাহরণের অনুশীলন :

الْمَرَّ أَلِفٌ لَّامٌ مِيمٌ رَا	الرَّ أَلِفٌ لَّامٌ رَا	الْبَصَّ أَلِفٌ لَّامٌ مِيمٌ صَادٌ	الْمَّ أَلِفٌ لَّامٌ مِيمٌ
طَسَمَّ طَا سَيِّئٌ مِيمٌ	طَه طَا هَا	كَهَيْعَصَّ كَانَ مَا يَا عَيْنٌ صَادٌ	
حَمَّ حَا مِيمٌ	صَّ صَادٌ	يَسَّ يَا سَيِّئٌ	طَسَّ طَا سَيِّئٌ
نَّ نَوْنٌ	قَّ قَانَ	حَمَّ عَسَقَّ حَامِيمٌ عَيْنٌ سَيِّئٌ قَانَ	

বি.দ্র. হরফে মুকতত.য়াতের নামের বানানের শেষে যেই সাকিন হয় উহাকে ভুলে কেহ কেহ আরজী সাকিন মনে করে। প্রকৃতপক্ষে উহা আসলী সাকিন। আঈন ও গ.ঈনে হরফে লীন হইলেও অন্য হরফের মতোই এখানে চার আলিফ মদ হইবে।

### রসমে খত

দুই জবরের সাথে আলিফ পড়া যায়না আলিফ রসমে খত, দুই জবরের সাথে ইয়া পড়া যায়না ইয়া রসমে খত। রসমে খত ওয়াকফের হালতে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন :

سُدًى ○	هُدًى ○	تَوَّابًا ○	أَفْوَاجًا ○
---------	---------	-------------	--------------

\* দ.মীরে আনা (সর্বনাম) (أَنَا) পড়িবার কায়দা :

○○ আনা টানা মানা। কিন্তু চার জায়গায় টানিতে হইবে।

যথা : (১) أَنَابَ সূরা লোকমানের ১৫ নং আয়াত।

(২) أَنَابُوا সূরা যুমারের ১৭ নং আয়াত।

(৩) أَنَامِلَ সূরা আলে ইমরানের ১১৯ নং আয়াত।

(৪) أَنَسِيًّا সূরা ফুরকানের ৪৯ নং আয়াত।

বি.দ্র: এই শব্দগুলি একাধিক স্থানে আসিতে পারে এবং উপরোক্ত শব্দগুলি দ.মীরে আনা নয়।

## নূনে সাকিন ও তানভীন শিক্ষা

কুরআন শরীফে তিন প্রকারের গুন্নাহ আছে। (ক) ওয়াজিব গুন্নাহ (খ) নূনে সাকিন ও তানভীনের গুন্নাহ (গ) মী-মে সাকিনের গুন্নাহ।

( ۞ = ۞ ) জযমওয়াল্লা নূনকে নূনে সাকিন বলে।

দুই যবর, দুই জের, দুই পেশকে তানভীন বলে।

নূনে সাকিন তানভীন (উচ্চারণে) একই রকম।

( ۞ = ۞ ) নূনে সাকিন ও তানভীন এর মাশুক :

হেজের নিয়ম :

( ۞ ) বাা + দুই যবর = বান, ( ۞ ) বাা + নূন যবর = বান, = বান, বান।

بَا بَنْ	تَا تَنْ	ثَا ثَنْ	جَا جَنْ
گَا گَنْ	خَا خَنْ	مَّا مَنْ	ضَا ضَنْ
طَا طَنْ	ظَا ظَنْ	بِ بِنْ	تِ تِنْ
ثِ ثِنْ	جِ جِنْ	حِ حِنْ	خِ خِنْ
صِ صِنْ	ضِ ضِنْ	طِ طِنْ	ظِ ظِنْ
بِ بِنْ	تِ تِنْ	ثِ ثِنْ	جِ جِنْ
گِ گَنْ	خِ خِنْ	مِ مَنْ	ضِ ضَنْ
	طِ طَنْ	ظِ ظَنْ	

নূনে সাকিন তান্ভীন চার প্রকার :

(১) ইক্.লাা---ব إِقْلَابُ

(৩) ইজ্.হাা---র إِظْهَارُ

(২) ইদগ্.াা---ম إِدْعَامُ

(৪) ইখ্.ফাা--- إِخْفَاءُ

\* ইক্.লাবের হরফ একটি : ب

\* ইদগ্.ামের হরফ ছয়টি : يَوْمُونَ

\* ইদগ্.াম দুই প্রকার (এক) ইদগ্.াম বাগ্নাহ (দুই) ইদগ্.াম বেলাগ্নাহ

\* ইদগ্.াম বাগ্নাহর হরফ চরটি : ي م و ن

\* ইদগ্.াম বেলাগ্নাহর হরফ দুইটি : ل ر

\* ইজহারের হরফ ছয়টি : ح غ خ

\* ইখফার হরফ পনেরটি :

ت ث ج د ذ ز / س ش ص ض ط ظ / ف ق ك

ইক্.লাা---ব (অর্থ বদল বা পরিবর্তন)

ইক্.লাবের কায়দা :

নূনে সাকিন ও তান্ভীনের পরে ইক্.লাবের হরফ ب আসিলে তখন নূনে সাকিন ও তান্ভীনকে মী-ম দ্বারা বদল করিয়া গ্নাহর সহিত পড়িতে হয়। যেমন :

مِنْ بَعْدٍ - سَمِعَ بَصِيرًا ○

হেজের নিয়ম : مِنْ بَعْدٍ মী-ম + নূ-ন + যের = মী-ম ইক্.লাা-ব, বা + 'আঈন + যবর = 'বা, দাা---ল + যের + দি = বা'দি = মিম বা'দি।

তিন বার মতন বলিতে হইবে।

কায়দার ইজরা :

مِنْ بَعْدٍ নূনে সাকিনের পরে ইক্.লাবের হরফ ب আসিয়াছে, অতএব নূনে সাকিনকে ইক্.লাব করিয়া গ্নাহর সহিত পড়িতে হয়। মীম-বা'দী।

ইক.লাবের উদাহরণের মাশুক :

جَبَّ	سَمِعَ بَصِيرًا	مِنْ بَاسٍ	مِنْ بَعْدٍ
-------	-----------------	------------	-------------

ইদগ.১১---ম (অর্থ মিলান বা সংযুক্ত করা)

ইদগ.১১-ম দুই প্রকার : (১) ইদগ.১১-ম বাগুন্নাহ (২) ইদগ.১১-ম বেলাগুন্নাহ ।

ইদগ.১১-ম বাগুন্নাহর হরফ চারটি : ي م و ن

ইদগ.১১- বাগুন্নাহর কায়দা :

নুনে সাকিন ও তানভীনের পরে ইদগ.১১-ম বাগুন্নাহর চার হরফের কোনো একটি হরফ আসিলে তখন নুনে সাকিন ও তানভীনকে ঐ হরফ দ্বারা বদল (পরিবর্তন) করিয়া (প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির মাঝে সংযুক্ত করিয়া) গুন্নাহর সহিত পড়িতে হয় ।

যথা : مَنْ يَفْعَلُ - قَوْمٌ مُسْرِفُونَ :

হেজের নিয়ম : مَنْ يَفْعَلُ মী--ম + নু---ন + ইয়া + যবর = মাই ইদগ.১১ম বাগুন্নাহ, ইয়া + ফা + যবর = ইয়াফ = মাই-ইয়াফ, 'আই--ন + লা---ম + যবর = 'আল = মাইইয়াফ'আল । তিনবার মতন পড়িতে হইবে ।

ইদগ.১১-ম বাগুন্নাহর কায়দার ইজরা :

مَنْ يَفْعَلُ নুনে সাকিনের পরে ইদগ.১১-ম বাগুন্নাহর চার হরফের এক হরফ ইয়া আসিয়াছে, অতএব নুনে সাকিনকে ইদগ.১১-ম করিয়া গুন্নাহর সহিত পড়িতে হয় ।

যথা : মাই-ইয়াফ আল ।

ইদগ.১১ম বাগুন্নাহর উদাহরণের মাশুক :

قَوْمٌ يَعْلَمُونَ	مِنْ مَسِيٍّ	قَوْمٌ مُسْرِفُونَ	مَنْ يَفْعَلُ
لَهَا وَأَمْرَاتُهُ	مِنْ نَفْعِهِ	سُلْطَانًا نَصِيرًا	مِنْ قَالٍ

বি.দ্র.: নুনে সাকিনের পরে ইদগ.১১ম বাগুন্নাহর হরফ একই শব্দের মধ্যে একত্রিত হইলে ইদগ.১১ম করা যায় না । পবিত্র কালামে পাকে এই রকম চারটি শব্দ আছে । সেইগুলি হইতেছে :

صِنَوَانُ	قِنَوَانُ	بُنَيَانُ	دُنَيَانُ
-----------	-----------	-----------	-----------

ইদগ.াম বেলাগুনাহর কায়দা :

নূনে সাকিন ও তানভীনের পরে ইদগ.াম বেলাগুনাহর দুই হরফের কোনো একটি হরফ আসিলে তখন নূনে সাকিন ও তানভীনকে ঐ হরফ দ্বারা বদল করিয়া (প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির মধ্যে সংযুক্ত করিয়া) গুনাহ ব্যতীত পরিষ্কার করিয়া পড়িতে হয়। যেমন

مِن لَّدُنْ، عَزِيزٌ رَّحِيمٌ

হেজের নিয়ম : مِن لَّدُنْ, মী---ম + নূ---ন + লা---ম + জের = মিল ইদগ.াম বেলাগুনাহ, লা---ম + যবর লা = মিল্লা, দা--ল + নূ---ন + পেশ = দুন = মিল্লাদুন। তিনবার মতন পড়িতে হইবে।

ইদগ.াম বেলাগুনাহর কায়দার ইজরা :

مِن لَّدُنْ নূনে সাকিনের পরে ইদগ.াম বেলাগুনাহর দুই হরফের এক হরফ লা---ম আসিয়াছে, অতএব নূনে সাকিনকে গুনাহ ব্যতীত ইদগ.াম করিয়া পড়িতে হয়। যেমন : মিল্লাদুন।

(খ) ইদগ.াম বেলাগুনাহর উদাহরণের মাশুক :

مِن لَّدُنْ	رَزَقَاكُمْ	عَزِيزٌ رَّحِيمٌ	مِن رَّحْمَةٍ
-------------	-------------	------------------	---------------

\* ইজ.হা---র (অর্থ গুনাহ ব্যতীত পরিষ্কার বা স্পষ্ট)

ইজ.হারের কায়দা নূনে সাকিন ও তানভীনের পরে ইজ.হারের ৬ হরফের কোনো একটি হরফ আসিলে তখন নূনে সাকিন ও তানভীনকে গুনাহ ব্যতীত পরিষ্কার করিয়া পড়িতে হয়। যেমন :

مِن أَجَلٍ، عَذَابٌ أَلِيمٌ

হেজের নিয়ম : مِنْ أَجْلِ مী--ম + নূ---ন + যের = মিন ইজ.হার, হামযাহ + যবর = আ, জীম + জবর = জা = আজা, লা---ম + দুই যের + লিন = আজালিন, মিন আজালিন । তিনবার মতন পড়িতে হইবে ।

ইজ.হারের কায়দার ইজরা :

مِنْ أَجْلِ নূনে সাকিনের পরে ইজহারের ৬ হরফের এক হরফ হামযাহ আসিয়াছে অতএব নূনে সাকিনকে গুল্লাহ ব্যতীত পরিষ্কার করিয়া পড়িতে হয় । যেমন : মিন আজালিন ।

مِنْ أَجْلِ	عَذَابُ الْيَمِّ	لِمَنْ هُوَ
كُلًّا هَدَيْنَا	مِنْ حَقِّ	عَلِيمٌ حَكِيمٌ
عَذَابٌ عَظِيمٌ	يَنْعَقُ	مِنْ خَيْرٍ
عَلِيمٌ خَيْرٌ	يَنْغُضُونَ	إِلَّا غَيْرَهُ

\* ইখফা--- (অর্থ গোপন করা)

(৪) ইখফার হরফ (১৫) পনেরটি :

ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ / ف ق ك

ইখফা-র কায়দা :

নূনে সাকিন ও তানভীনের পরে ইখফা-র ১৫ হরফের কোনো একটি হরফ আসিলে তখন নূনে সাকিন ও তানভীনকে নাকের বাঁশীতে গোপন করিয়া গুল্লাহর সহিত পড়িতে হয় । যেমন كُنْزٌ مِنْ ثَمَرَاتٍ - قَوْمًا يَجَاهِلُونَ

হেজের নিয়ম : كُنْزٌ কা---ফ + নূ-ন + যবর = কাং - ইখফা--, যাা + দুই পেশ = যুন = কাং-যুন । তিন বার মতন পড়িতে হইবে ।

\* ইখফা-র কায়দার ইজরা :

كَتْرٌ নূনে সাকিনের পরে ইখফা-র ১৫ হরফের এক হরফ ( ز ) যা আসিয়াছে, অতএব নূনে সাকিনকে নাকের বাঁশিতে গোপন করিয়া গুন্নাহর সহিত পড়িতে হয়। যেমন : কাং-যুন।

বি.দ্র. ইখফা গুন্নাহর উচ্চারণ ইদগাম বা গুন্নাহ ও ইজহারের মাঝামাঝি। যোগ্য কারীগণ হইতে গুনিয়া শিখিতে হইবে। তবে হাকিমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী (রহ.) জামালুল কুরআনে যাহা বুঝাইয়াছেন তাহা অনেকটা বাংলাং (অনুস্বর)-এর মতো।

\* ইখফা-র মেছালের মাশক :

قَوْلًا ثَقِيلًا ○	مِنْ ثَرَةٍ ○	قَوْمًا تَجْهَلُونَ ○
مِنْ دُبُرٍ ○	صَعِيدًا جُرْزًا ○	مَنْ جَاءَ ○
ظِلِّ ذِي ○	مُنْذِرُونَ ○	كَأَسَادِهَا قَا ○
كَزُّ ○	يَنْسِلُونَ ○	نَفْسًا زَكِيَّةً ○
مِنْ صِيَامٍ ○	شَيْءٌ شَهِيدٌ ○	قَوْلًا سَدِيدًا ○
لِمَنْ ضَلَّ ○	قَوْمًا صَالِحِينَ ○	مَنْ شَكَرَ ○
صَعِيدًا طَيِّبًا ○	يَنْطِقُ ○	عَدَا بَا ضِعْفًا ○
مِنْكُمْ ○	يُنْفِقُونَ ○	يَنْظُرُونَ ○
مِنْ قَبْلُ ○	رِزْقًا قَالُوا ○	قَوْمٌ فَاسِقُونَ ○

# মীমে সাকিন শিক্ষা

\* م জযম ওয়ালা মী-মকে মী-মে সাকিন বলে ।

মী-মে সাকিন ৩ প্রকার :

(১) ইদগ.া।---ম اِدْعَامٌ

(২) ইখফা--- اِخْفَاءٌ

(৩) ইজ.হা।---র اِظْهَارٌ

\* ইদগ.া।মের হরফ একটি : م

\* ইখফা--র হরফ একটি : ب

\* ইজ.হারের হরফ ছাব্বিশটি, م এবং ب ব্যতীত বাকি সবগুলি ।

## ইদগ.া।---ম (বাগ্নাহ)

ইদ.গা।মের কায়দা : মী-মে সাকিনের পরে ইদগ.া।মের হরফ মী-ম আসিলে তখন প্রথম মীমটিকে দ্বিতীয় মীমটির সংগে সংযুক্ত করিয়া গুন্নাহর সহিত পড়িতে হয় ।

যথা وَهُمْ مُهْتَدُونَ - اِلَيْكُمْ مَّرْسَلُونَ

\* হেজের নিয়ম : وَهُمْ مُهْتَدُونَ ওয়া---ও + যবর = ওয়া, হা + মী---ম + মী---ম + পেশ = হুম, ইদগ.া।---ম বাগ্নাহ, মী---ম + হা + পেশ = মুহ্, তা + যবর = তা = মুহ্তা, দা।---ল + ওয়া---ও + পেশ = দু- এক আলিফ মদ্দে ত.বয়ী = মুহ্তাদূ, নূ---ন + যবর = না = মুহ্তাদূনা, ওয়াহুম মুহ্তাদূনা । তিনবার মতন পড়িতে হইবে ।

কায়দার ইজরা : وَهُمْ مُهْتَدُونَ মীমে সাকিনের পরে ইদগ.া।মের হরফ মীম আসিয়াছে, অতএব মীমে সাকিনকে ইদগ.া।ম করিয়া গুন্নাহর সহিত পড়িতে হয় । যেমন ওয়াহুম-মুহ্তাদূনা ।

\* ইদগামের উদাহরণের অনুশীলন :

وَأَمْنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

وَهُمْ مُّهْتَدُونَ

إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ

ইখফা---

ইখফার কায়দা মীমে সাকিনের পরে ইখফার হরফ **ب** আসিলে তখন মী-মে সাকিনকে নাকের বাঁশিতে গোপন করিয়া গুল্লাহর সহিত পড়িতে হয়। যেমন :

وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

হেজের নিয়ম : **يَعْتَصِمُ بِاللَّهِ** ইয়া + আসিন + যবর = ই'য়া, তা + যবর = তা = ই'য়াতা, স.----দ + মী-ম + যের = সি.ম- ইখফা = ই'য়াতাসিম-ব্যা + লা---ম + যের = বিল্, লা---ম + খাড়া + যবর = লা- এক আলিফ মদ্দে ত.বয়ী, হা-যের = হি = বিল্লাহি = ইয়া'তাসিম-বিল্লাহি। তিন বার মতন পড়িতে হইবে।

কায়দার ইজরা : **يَعْتَصِمُ بِاللَّهِ** মী-মে সাকিনের পরে ইখফার হরফ **ب** আসিয়াছে, অতএব মী-মে সাকিনকে নাকের বাঁশিতে গোপন করিয়া গুল্লাহর সহিত পড়িতে হয়। যেমন : ইয়াতাসিম-বিল্লাহি।।

ইখফার উদাহরণের অনুশীলন :

تَرْمِيهِمْ بِجَارَةٍ

يَعْتَصِمُ بِاللَّهِ

وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

ইজহা---র

(৩) ইজহা---রের হরফ ছাব্বিশটি : ( ৭ এবং **ب** ব্যতীত বাকি সবগুলি)। যথা :

ت ت ج ح خ د د ر ر س  
ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك  
ل ن و ه ء ي

\* ইজহারের কায়দা :

মীমে সাকিনের পরে ইজহারের ২৬ হরফের কোনো একটি হরফ আসিলে তখন মীমে সাকিনকে গুন্নাহ ব্যতীত পরিষ্কার করিয়া পড়িতে হয়। বিশেষ করিয়া و এবং ۞ আসিলে তখন মী-মে সাকিনকে খাস করিয়া গুন্নাহ ব্যতীত পরিষ্কার করিয়া পড়িতে হয়। যথা :

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

\* হেজের নিয়ম : عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ আঈ--ন + যবর = আ' লা--ম + ইয়া + যবর = লাই হরফেলীন = 'আলাই, হা + মী--ম + যের = হিম্ ইজহার, ওয়া---ও + যবর = ওয়া, লা---ম + দ.----দ + যবর = লাদ = ওয়ালাদ, দ.----দ + আলিফ + লা---ম + যবর = দ.----ল চার আলিফ মদ্দে লাযিম কালমী মুছাকক.ল = ওয়ালাদদ.----ল, লা---ম + ইয়া + যের = লী এক আলিফ মদ্দে ত.বয়ী, নু---ন + যবর + না = লীনা, ওয়ালাদাদ.----ললীনা = আলাইহিম ওলাদদ.----ললীনা। তিন বার মতন পড়িতে হইবে। عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

\* ইজহারের কায়দার ইজরা :

মীমে সাকিনের পরে ইজহারের ২৬ হরফের এক হরফ (বিশেষ করিয়া) ওয়া---ও আসিয়াছে। অতএব মী-মে সাকিনকে খাস করিয়া গুন্নাহ ব্যতীত পরিষ্কার করিয়া পড়িতে হয়। আলাইহিম ওয়ালাদদ.---ললীনা।

ইজহারে (শাক্তীর) মেছালের মাশুক :

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ

يَعْمَهُونَ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ

اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمٍ لَا يَبْصُرُونَ

## লফজ (الله) আল্লাহর লা-ম পড়িবার নিয়ম

(الله <=) লফজ আল্লাহর ডান দিকে

যবর অথবা পেশ হইলে,

লফজ আল্লাহর লা-মকে

মোটা করিয়া পড়িতে হয়।

যেমন : قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ

(الله >) লফজ আল্লাহর ডান দিকে

যের হইলে,

লফজ আল্লাহর লা-মকে

চিকন করিয়া পড়িতে হয়।

যেমন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَعُوْذُ بِاللّٰهِ

লফজ আল্লাহর লা-মকে মোটা পড়িবার মেছালের মাশুক :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ	أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ	اللَّهُ أَكْبَرُ	اللَّهُ الصَّمَدُ
------------------------	----------------------	------------------	-------------------

লফজ আল্লাহর লা-মকে চিকন পড়িবার মেছালের মাশুক :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ	اَعُوْذُ بِاللّٰهِ	بِسْمِ اللّٰهِ	
قُلِ اللّٰهُمَّ	فِي دِيْنِ اللّٰهِ		

বি.দ্র. লফজ আল্লাহর লা-ম ব্যতীত বাকি সকল লা-ম বারিক (চিকন) পড়িতে হইবে।

## ( ) র- হরফ মোটা ও চিকন করিয়া পড়িবার নিয়ম

( ) র-কে কখন মোটা করিয়া পড়িতে হয় :

رَ র-র উপর যবর,

رُ র-র উপর পেশ

رِ— র-সাকিন ডান দিকে যবর,

رِ— র- সাকিন ডান দিকে পেশ হইলে,

ঐ র-কে মোটা করিয়া পড়িতে হয় ।

যথা : رُسُلٌ — رَسُوْلٌ

( ) র-কে মোটা করিয়া পড়িবার মেছাল মাশুক :

رُسُلٌ	رَأْسُوْلٌ	يَرْجِعُوْنَ	إِنْ اَرْتَبْتُمْ	صَبْرٌ	مِرْصَادٌ
--------	------------	--------------	-------------------	--------	-----------

( ) র-কে কখন চিকন করিয়া পড়িতে হয়?

رِ র-র নিচে জের,

رِ— র- সাকিন ডান দিকে যের হইলে,

ঐ র-কে চিকন করিয়া পড়িতে হয় ।

যেমন : رِجَالٌ — فِرْعَوْنَ

( ) র- কে চিকন বা পাতলা করিয়া পড়িবার মেছাল মাশুক :

رِزْقًا	فِرْعَوْنَ	خَيْرٌ	خَيْرٌ
---------	------------	--------	--------

\* اِنْ اَرْتَبْتُمْ এই লফজের ডান দিকে যের হওয়া সত্ত্বেও এই লফজের মধ্যে কাসরায়ে আরজী হওয়াতে র- হরফকে মোটা করিয়া পড়িতে হয় । (কাসরায়ে আরজী অর্থ আসল যের নয়, অন্য কারণে যের হইয়াছে ।)

\* র- সাকিন ডান দিকে যের তার পরের হরফ, হরফে মুস্তালিয়া হইলে তখন ঐ র-কে মোটা করিয়া পড়িতে হয় ।

\* হরফে মুস্তালিয়া সাতটি : **خ ص ض غ ط ق ظ**

এক সাথে মনে রাখিবার জন্য । **[خُصَّ ضَعُطٍ قِظ]**

যেমন : **قِرْطَاسٌ — مِرْصَادٌ — فِرْقَةٌ** : যেমন

\* র- সাকিন তার ডাইনে ইয়া সাকিন হইলে তখনও র-কে চিকন করিয়া পড়িতে হয় । যেমন **خَيْرٌ** তাশদীদ ওয়ালা র- পড়িবার নিয়ম হইতেছে তাশদীদের মধ্যে যেই হরকত হয় সেই অনুসারে র- মোটা চিকন পড়িতে হয় । তাশদীদের মধ্যে যবর ও পেশ হইলে র- কে মোটা, যের হইলে চিকন পড়িতে হয় । যেমন

**الرَّحْمَنُ — مِنْ شَرِّ**

(যেই খাড়া যবরের পরে ওয়া-ও, ইয়া হয় উহাকে আলিফে মাকসূরা বলে) আলিফ মাকসূরার মেছাল : (আলিফ মাকসূরা অর্থ ছোট আলিফ)

مُوسَى	عِيسَى	مُصْطَفَى	مُرْتَضَى	زَكَاةٌ	عَظَى	حَيَوَةٌ
رَبُّو	تَسْعَى	أَوَى	شَتَّى	فَتْرَضَى	أَغْنَى	أَعْلَى

\* আলিফ মাকসূরাহ পড়িবার ৪টি নিয়ম :

- (১) আলিফ মাকসূরাহ ওয়াকফ করিলে ১ আলিফ টানিয়া পড়িতে হয় । **مُوسَى**
- (২) আলিফ মাকসূরাহ মিলাইয়া পড়িবার সময় সামনে আলিফের সূরতে হামযাহ হইলে ৩ আলিফ টানিয়া পড়িতে হয় । **لَيْطَعْنِي ۙ أَنْ رَأَاهُ اسْتَعْنَى ۙ**
- (৩) মিলাইয়া পড়িবার সময় আলিফের সূরতে হামযাহ ব্যতীত অন্য যাহাই আসুক এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হইবে । **يَنْهَى ۙ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ۙ**
- (৪) আলিফ মাকসূরাহ মিলাইয়া পড়িবার সময় সামনে তাশদীদ বা জযম আসিলে তখন শুধু হরকত ধরিয়া মিলাইতে হইবে, মদ করা যাইবে না । যেমন :

**سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۙ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۙ**

\* হরফে শামছী (১৪) চৌদ্দটি : ت ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن  
 হরফে শামছীর বৈশিষ্ট্য : হরফে শামছীর পূর্বে, আলিফ-লাম হইলে এবং তাহার পূর্বের হরফ হইতে হরকত দিয়া পড়া আরম্ভ হইলে তখন আলিফ-লাম পড়া যাইবে না, আলিফ লাম অতিরিক্ত হিসাবে লেখা থাকিবে। যথা: يَوْمَ الدِّينِ

بِالْتَّاءِ	بِالْتَّاءِ	بِالْتَّاءِ	بِالْتَّاءِ	بِالْتَّاءِ
بِالسَّيْنِ	بِالسَّيْنِ	بِالسَّيْنِ	بِالسَّيْنِ	بِالسَّيْنِ
بِالظَّاءِ	بِالظَّاءِ	بِالظَّاءِ	بِالظَّاءِ	بِالظَّاءِ
بِالظَّاءِ	بِالظَّاءِ	بِالظَّاءِ	بِالظَّاءِ	بِالظَّاءِ
بِالظَّاءِ	بِالظَّاءِ	بِالظَّاءِ	بِالظَّاءِ	بِالظَّاءِ
بِالظَّاءِ	بِالظَّاءِ	بِالظَّاءِ	بِالظَّاءِ	بِالظَّاءِ
بِالظَّاءِ	بِالظَّاءِ	بِالظَّاءِ	بِالظَّاءِ	بِالظَّاءِ
بِالظَّاءِ	بِالظَّاءِ	بِالظَّاءِ	بِالظَّاءِ	بِالظَّاءِ

হরফে শামছীর পূর্বে যখন শুধু আলিফ-লাম হইতে পড়া আরম্ভ হইবে তখন আলিফের মধ্যে হরকত দিয়া আলিফকে হামযাহ করিয়া পড়া যাইবে। মাঝখানে লা-ম লেখা থাকিবে, লা-ম পড়া যাইবে না। হরফে শামছীর এইটাই হইল বৈশিষ্ট্য। নিম্নের উদাহরণগুলির প্রতি লক্ষ্য করুন।

التَّحِيَّاتُ	التَّحِيَّاتُ	التَّحِيَّاتُ	التَّحِيَّاتُ
الذِّكْرُ	الذِّكْرُ	الذِّكْرُ	الذِّكْرُ
الزَّكَاةُ	الزَّكَاةُ	الزَّكَاةُ	الزَّكَاةُ
الزَّكَاةُ	الزَّكَاةُ	الزَّكَاةُ	الزَّكَاةُ
الزَّكَاةُ	الزَّكَاةُ	الزَّكَاةُ	الزَّكَاةُ
الزَّكَاةُ	الزَّكَاةُ	الزَّكَاةُ	الزَّكَاةُ
الزَّكَاةُ	الزَّكَاةُ	الزَّكَاةُ	الزَّكَاةُ
الزَّكَاةُ	الزَّكَاةُ	الزَّكَاةُ	الزَّكَاةُ

\* হরফে কামারী (১৪) চৌদ্দটি : ب ج ح خ ع غ ف ق ك م و ٥ ٦ ي  
 হরফে কামারীর পূর্বে আলিফ লা-ম থাকিলে এবং তাহার পূর্বে হরকত দিয়া পড়া আরম্ভ হইলে, তখন শুধু আলিফ অতিরিক্ত হিসাবে লেখা থাকিবে। নিম্নের উদাহরণের প্রতি লক্ষ্য করুন। যথা:

بِالْبَاءِ	بِالْجِيمِ	بِالْحَاءِ	بِالْخَاءِ	بِالْعَيْنِ
بِالْغَيْنِ	بِالْفَاءِ	بِالْقَافِ	بِالْكَافِ	بِالْمِيمِ
بِالْوَاءِ	بِالْهَمْزَةِ	بِالْيَاءِ	بِالزَّيِّ	هُمُ
الْجَاهِلُونَ	حَمَالَةَ الْحَطَبِ	عَنِ الْفَقْرِ		
بِالْخَيْرِ لَشَدِيدٍ	رَبِّ الْعَالَمِينَ	هُوَ الْغَفُورُ		
مَا الْقَارِعَةُ	يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُونَ	صِرَاطَ الْمَسْتَقِيمِ		
وَبِالْوَالِدَيْنِ	مِنَ الْأَمِينِ	عَنِ الْهَالِكِينَ		
عَيْنَ الْيَقِينِ	الْقَارِعَةُ			

আর যখন হরফে কামারীর পূর্বে আলিফ লাম হইতে হরকত দিয়া শুরু হইবে তখন আলিফে যবর দিয়া হামযাহ করিয়া পড়া যাইবে এবং লা-ম সাকিন করিয়া পড়িতে হইবে।

الْبَاءِ	الْجِيمِ	الْحَاءِ	الْخَاءِ
الْعَيْنِ	الْغَيْنِ	الْفَاءِ	الْقَافِ
الْكَافِ	الْوَاءِ	الْهَمْزَةِ	الْهَاءِ
الْعَابِدُ	الْغَائِبُ	الْفَاحِشُ	الْقَارِعَةُ
الْبَحْرُ	الْجَاهِلُ	الْحَمْدُ لِلَّهِ	الْخَالِقُ
الْكُفْرُ	الْمَلِكُ	الْوَاهِبُ	الْآخِرُ
الْهَالِكُ	الْيَوْمَ اكْمَلْتُ	الْحَقُّ	

\* হামযায়ে অস.ল : যে শব্দের শুরুতে হামযাহ থাকে, পিছনের লফজ হইতে মিলাইয়া পড়িবার সময় পড়া যায় না, তাহাকে হামযায়ে অস.ল বলে, যেমন :

نَسْتَعِينُ ۞ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

উহা পড়িবার ২টি নিয়ম : (১) উক্ত হামযাহ হইতে পড়া শুরু করিলে দেখিতে হইবে শব্দের মূল হরফের ২য় হরফে যদি যবর বা যের হয় তাহা হইলে ঐ হামযায় যের দিয়া পড়িতে হইবে। যেমন اَتَّبِعُوا (২) আর যদি মূল হরফের ২য় হরফে পেশ হয় তাহা হইলে ঐ হামযা পেশ দিয়া পড়িতে হইবে। যেমন : اُقْتُلُوا

## নূনে কু.তনী শিক্ষা

নূনে কু.তনী : ( نْ ۚ ۚ ۚ )

কুরআন শরীফে মাঝে মাঝে, দুই লফজের মাঝখানে,  
ছোট একটি নূন দেখা যায়।

উভয় লফজকে মিলাইয়া পড়িবার সময়

ঐ নূন পড়া যায়, উহাকে নূনে কু.তনী বলে।

ওয়াক্ফের সময় ঐ নূন পড়া যায় না।

যথা : جَمِيعًا الَّذِي

اَتِ مُحَمَّدَ	لَمَزَةَ الَّذِي	نُوحَ ابْنَهُ
شَيْءٌ قَدِيرٌ الَّذِي	جَمِيعًا الَّذِي	الْوَصِيلَةَ
بِرِزْقَةِ الْكَوَاقِبِ	رَأَيْتُ رَجُلًا اسْمُهُ يَحْيَى	لَهُوَ اِنْفُصُوا

## সাক্তা শিক্ষা

নিঃশ্বাসকে ভিতরে (জারী) রাখিয়া আওয়াজকে এক আলিফ পরিমাণ বন্ধ করিয়া পড়িবার নাম সাক্তা। (সক্তা অর্থ কাটা বা বিচ্ছিন্ন আওয়াজ)

\* পড়িবার নিয়ম : وَقِيلَ مَنْ سَكْتَهُ رَاقٍ "মান" লফজের উপর আওয়াজকে এক আলিফ পরিমাণ বন্ধ রাখিয়া নিঃশ্বাসকে না ফেলিয়া رَاقٍ (র-কিন) পড়িতে হয়। সাক্তার মেছালঃ

وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا فَسَمَّالَيْنِ زَر۞ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن۞
بَعَثْنَا مِن۞ مَّرْقَدٍ نَّاسِكُم۞ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ
الْمُرْسَلُونَ ۞ وَقِيلَ مَنْ سَكْتَهُ رَاقٍ ۞ وَطَبَّ إِنَّهُ الْفِرَاقُ ۞
كَذٰلِكَ سَكَرَ اَن۞ عَلٰى قُلُوبِهِم۞ ۞

## ওয়াক্ফ শিক্ষা

\* নিঃশ্বাস ও আওয়াজকে শেষ করিয়া পড়িবার নাম ওয়াক্ফ ।

○ ওয়াক্ফ চিহ্নকে দায়রা বলে ।

○ দায়রার উপর মীম থাকিলে,

ম দায়রা ব্যতীত মীম থাকিলে,

ওয়াক্ফ করিতেই হইবে, উহাকে ওয়াক্ফে লাজিম বলে ।

ط ج ز ص ط ق ف ت ٓ

ত.-, জী---ম, যা, স.----দ, সি.লে, কি.ফ, ক.----ফ, দায়রার উপর লাম-আলিফ থাকিলে, শুধু দায়রা থাকিলে, ওয়াক্ফ করা না করা উভয়টা চলে । শুধু লাম-আলিফ (لا) থাকিলে ওয়াক্ফ করা নিষেধ ।

○	م	ط ج ز ص ط ق ف ت ٓ	لا
---	---	-------------------	----

নিম্নে ওয়াক্ফের কয়েকটি মেছাল দেওয়া হইল ।

اِيْحَسْبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ٓ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ م غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضّٰلّٰ
لِيْنَ ٓ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ٓ قُلْ هُوَ
اللّٰهُ اَحَدٌ ٓ اللّٰهُ الصَّمَدُ ٓ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ
اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ٓ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى ٓ اِنَّا
اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ٓ فِيْ جَبْتٍ ٓ عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ ٓ
عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ٓ عَلِيْمٍ حَكِيْمٍ ٓ

ع (গোল তা) পড়িবার নিয়ম : (ة ٓ) গোল হার উপর দুই নুক-তাওয়ানা হরফই গোল তা । গোলতা ওয়াক্ফের হালতে সাকিন করিয়া হা পড়িতে হয় । মেছাল :

الْقَارِعَةَ مَا الْقَارِعَةَ - وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةَ =
= ওয়াক্ফ করিলে = مَا الْقَارِعَةَ - فَهُوَ فِيْ عَيْشَةٍ رّٰضِيَةٍ = رّٰضِيَهُ ٓ



## ঈমানে মুজমাল

أَمِنْتُ بِاللَّهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ

অর্থ : আমি ঈমান আনিলাম আল্লাহ তা'আলার প্রতি, তাঁহার সমস্ত নাম ও গুণের প্রতি এবং তাঁহার সমস্ত হুকুম মানিয়া লইলাম ।

## ঈমানে মুফাসসাল

أَمِنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ  
خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبُعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

অর্থ আমি ঈমান আনিলাম আল্লাহর প্রতি, তাঁহার ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁহার কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁহার রাসূলগণের প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি, ভাল-মন্দ সব আল্লাহর পক্ষ হইতে হয় এবং মৃত্যুর পরের জীবনের প্রতি ।

## প্রশ্নমালা

- (১) মদ কাহাকে বলে? মদ শিক্ষার জন্য কয় রকমের হরফের প্রয়োজন? মদের হরফ ও লীনের হরফ কয়টি এবং কি কি? মদ কত প্রকার ও কি কি? মদের হুকুম বা পরিমাণ ভিত্তিক প্রকারগুলি লিখুন। প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা ও একটি করিয়া উদাহরণসহ বিস্তারিত লিখুন।
- (২) নূনে সাকিন ও তানভীন কাহাকে বলে? নূনে সাকিন ও তানভীন কতো প্রকার এবং কি কি? প্রত্যেক প্রকারের হরফ ও একটি করিয়া উদাহরণসহ লিখুন এবং উদাহরণগুলির ইজরা লিখুন।
- (৩) মী-মে সাকিন কাহাকে বলে? উহা কতো প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকারের হরফ ও একটি করিয়া উদাহরণ ইজরাসহ লিখুন।
- (৪) লফজ “আল্লাহর” লামকে মোটা ও চিকন করিয়া পড়িবার নিয়মসমূহ উদাহরণসহ লিখুন।
- (৫) র-কে মোটা ও চিকন করিয়া পড়িবার নিয়ম সমূহ উদাহরণসহ লিখুন।
- (৬) নূনে কুতনী কাহাকে বলে? নূনে কুতনী পড়িবার নিয়ম কি?
- (৭) সাকতা কাহাকে বলে? উদাহরণসহ সাকতা পড়িবার নিয়ম লিখুন।
- (৮) ওয়াকফ কাহাকে বলে? ওয়াকফের শর্ত কয়টি ও কি কি? ওয়াকফের চিহ্নগুলির বিস্তারিত বিবরণ ছন্দাকারে লিখুন।

## আযান ও ইকামাত

আযান :

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ - اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে বড় (৪ বার)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোনো মা'বুদ নাই। (২ বার)

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ - أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রাসূল। (২ বার)

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ - حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

অর্থ : নামাযের জন্য আস (২ বার)

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

অর্থ : কল্যাণ ও মঙ্গলের দিকে আস। (২ বার)

اللَّهُ أَكْبَرُ - اللَّهُ أَكْبَرُ

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে বড় (২ বার)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই।

ফযরের আযানে

أَلْصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

অর্থ : ঘুম হইতে নামায উত্তম। (২ বার)

ইকামাত :

ফরয নামায শুরু করিবার পূর্বে ইকামাত বলিতে হয়। আযানের বাক্যগুলিই ইকামাতের বাক্য। তবে ইকামাতের বাক্যগুলি তাড়াতাড়ি বলিতে হয়। এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এর পর ২ বার বলিতে হইবে فَدَقَمَتِ الصَّلَاةُ (অর্থ : নিশ্চয় নামায আরম্ভ হইয়াছে।)

## নামাযের কতিপয় দু'য়া

নামাযের নিয়তের বিবরণ :

অন্তরের ইরাদা বা ইচ্ছাকে নিয়ত বলে। যেমন, আমি ফযর/যুহর/আছর/মাগরিব/এশার দুই/তিন/চার রাকাত, ফরয/সুন্নত/নফল নামাযের ইরাদা বা ইচ্ছা করিলাম, আল্লাহ্ আকবার।

তাকবীরে তাহরীমা :

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে বড়,

اللَّهُ أَكْبَرُ

ছানা :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ  
وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

অর্থ : হে আল্লাহ আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি তোমার প্রশংসার সহিত। বরকতময় তোমার নাম, সুউচ্চ তোমার মহিমা এবং তুমি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নাই।

তা'উজ :

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

অর্থ : আমি বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

তাসমিয়াহ :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অর্থ : পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি।

রুকুর তাসবীহ :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

অর্থ : আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি।

রুকু হইতে উঠিবার সময় বলিতে হয় :

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

অর্থ : যে আল্লাহর প্রশংসা করিয়াছে আল্লাহ তাহার প্রশংসা কবুল করিয়াছেন।

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক সকল প্রশংসা তোমারই।

সিজদার তাসবীহ :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

অর্থ : আমার সুমহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি।

তাশাহুদ :

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ  
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ۝

অর্থ সমস্ত মৌখিক ইবাদত শারীরিক ইবাদত এবং সমস্ত পবিত্র বিষয় আল্লাহ তা'আলার জন্য । হে নবী! আপনার প্রতি শান্তি আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হউক । আমাদের প্রতি ও আল্লাহ তা'আলার নেক বান্দাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক । আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই । আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বান্দাহ ও রাসূল ।

দরুদ শরীফ :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ  
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ  
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۝

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি রহমত বর্ষণ করো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং তাঁহার পরিবার পরিজনের প্রতি, যেমনিভাবে রহমত বর্ষণ করিয়াছ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁহার পরিবার পরিজনের প্রতি, নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত । হে আল্লাহ! তুমি বরকত নাযিল করো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার পরিবার পরিজনের প্রতি, যেমনিভাবে বরকত নাযিল করিয়াছ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁহার পরিবার পরিজনের প্রতি । নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত ।

দু'য়ায়ে মা'সুরা :

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ  
فَاعْفُرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغُفُورُ الرَّحِيمُ

অর্থ হে আল্লাহ! আমি আমার আত্মার উপর অত্যধিক জুলুম করিয়াছি এবং তুমি ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করিবার আর কেহই নাই । অতএব আমাকে ক্ষমা করো । তোমার নিজের পক্ষ হইতে আমাকে দয়া করো । নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, দয়াবান ।

দু'য়ায়ে কুনুত : (১)

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي  
عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنُخَلِّعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ  
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعِي وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو  
رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ ○

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, তোমার নিকট ক্ষমা  
প্রার্থনা করিতেছি, তোমার উপর ঈমান আনিতেছি এবং তোমার উপর ভরসা করিতেছি।  
তোমার উত্তম প্রশংসা করিতেছি। তোমার শুকুর আদায় করিতেছি এবং কখনও তোমার  
নাশুকরী বা কুফরী করি না। যাহারা তোমার নাফরমানী করে তাহাদের সহিত আমরা  
সম্পর্কচ্ছেদ করি এবং তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলি। হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র  
তোমারই ইবাদত করি (অন্য কাহারো ইবাদত করিনা)। একমাত্র তোমার জন্য নামায  
পড়ি, তোমাকেই সিজদা করি (তুমি ছাড়া অন্য কাহারো জন্য নামাযও পড়ি না বা অন্য  
কাহাকেও সিজদা করিনা) এবং তোমার দিকে দ্রুত ধাবিত হই। তোমার আদেশ পালনে  
প্রস্তুত থাকি। তোমার রহমতের আশা করি। তোমার আযাবকে আমরা ভয় করি।  
নিশ্চয়ই তোমার আযাব কাফেরদেরকে শ্রেফতার করিবে।

দু'য়ায়ে কুনুত : (২)

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ  
تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ  
تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَّيْتَ وَلَا يَعْزُزُّ مَنْ عَادَيْتَ  
تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ ○

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হেদায়েত দান করুন হেদায়েত দানকারীদের মধ্যে  
(যাহাদিগকে আপনি হেদায়েত দান করিয়াছেন তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করুন) এবং আমাকে  
নিরাপদে রাখুন ঐ দলের মধ্যে যাহাদিগকে আপনি নিরাপদে রাখিয়াছেন (দুনিয়া এবং  
আখেরাতের বিপদ হইতে) এবং আপনি আমার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করুন যাহাদের আপনি  
তত্ত্বাবধান গ্রহণ করিয়াছেন এবং আপনি যাহা আমাকে দান করিয়াছেন তাহাতে কল্যাণ ও  
বরকত দান করুন এবং আপনি আমাকে রক্ষা করুন অকল্যাণ হইতে যাহা আপনি আমার

জন্য ফয়সালা করিয়াছেন। নিশ্চয় আপনি ফয়সালা করেন এবং আপনার উপর কোনো ফয়সালা করা হয়না। আপনি যাহার বন্ধু তাহাকে কেউ লাঞ্ছিত করিতে পারে না। আর আপনি যাহার বিপক্ষে (শত্রুত্ব করেন) তাহাকে কেউ ইজ্জত দিতে পারে না। আপনি বরকতময়, সুমহান হে আমার প্রভু! এবং নবী (সা.) এর উপর আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক।

### জানাযা নামায পড়ার পদ্ধতি

জানাযার নামায ৪ তাকবিরে পড়িতে হইবে। প্রথম তাকবিরের পরে ছানা অথবা বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে সূরা ফাতিহা পড়িবেন। দ্বিতীয় তাকবিরের পরে দরুদে ইব্রাহিম পড়িবেন। তৃতীয় তাকবিরের পরে নিম্নোক্ত দোয়া পড়িবেন এবং চতুর্থ তাকবিরের শেষে সালাম ফিরাইবেন।

জানাযার দু'য়া : (বালগদের জন্য)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَوَعَائِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا  
وَذَكَرْنَا وَأَنْشَأْنَا - اللَّهُمَّ مِنْ أَحْيَيْتَهُ مَثَافَا حَيْبِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ  
وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مَثَافَتَوْفَهُ عَلَى الْإِيمَانِ ○

অর্থ হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমা করিয়া দাও আমাদের জীবিতদিগকে, মৃতদিগকে, উপস্থিতদিগকে, অনুপস্থিতদিগকে, আমাদের ছোটদিগকে, বড়দিগকে, পুরুষদিগকে, নারীদিগকে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের মধ্যে যাহাকে জিন্দা রাখিবে তাহাকে জিন্দা রাখিবে ইসলামের উপর এবং যাহাকে মৃত্যু দান করিবে তাহাকে ঈমানের সহিত মৃত্যু দান করিবে।

জানাযার দু'য়া : (বালকের জন্য)

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرْطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا  
وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُسَفِّعًا

অর্থ হে আল্লাহ! এই নিষ্পাপ ছেলেকে আমাদের জন্য সুপারিশকারী অগ্রদূত বানাও এবং আমাদের জন্য পুঁজি ও আখেরাতের ছওয়াবের যরিয়্যা বানাও এবং আমাদের জন্য সুপারিশকারী বানাও এবং আমাদের জন্য তাহার সুপারিশ কবুল করিও।

জানাযার দু'য়া : (বালিকার জন্য)

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرْطًا وَاجْعَلْهَا لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا  
وَاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَمُسَفِّعَةً

অর্থ হে আল্লাহ! এই নিষ্পাপ মেয়েকে আমাদের জন্য সুপারিশকারিণী অগ্রদূত বানাও এবং আমাদের জন্য পুঁজি ও আখেরাতের ছওয়াবের যরিয়্যা বানাও এবং আমাদের জন্য সুপারিশকারিণী বানাও এবং আমাদের জন্য তাহার সুপারিশ কবুল করিও।

## দু'য়ায়ে মাস্নুন

ঘুমাইবার সময় :

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيُ —

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমারই নামে মৃত্যুবরণ করি এবং তোমারই নামে জীবন ধারণ করি ।

ঘুম হইতে জাগিয়া :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ —

অর্থ : সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করিলেন । আর (এইভাবে) তাঁহার কাছেই ফিরিয়া যাইতে হইবে ।

খাইবার পূর্বে :

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ بِسْمِ اللَّهِ —

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের রুযিতে বরকত দিন এবং আমাদেরকে দোযখের শাস্তি হইতে বাঁচান । আল্লাহর নামে (শুরু করিতেছি) ।

খানা খাইবার শুরুতে :

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى بَرَكَاتِهِ —

অর্থ : আল্লাহর নামে ও আল্লাহর বরকত চাহিয়া শুরু করিলাম ।

খানা খাওয়া শেষ হইলে :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ —

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি আমাদেরকে খাওয়াইলেন, পান করাইলেন এবং মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করিলেন ।

ঘর হইতে বাহির হইতে :

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَأَحْوَلُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ —

অর্থ : আল্লাহর নামে রওয়ানা করিয়াছি, আল্লাহর উপর ভরসা করিয়াছি । আল্লাহ ছাড়া আমাদের কোনো শক্তি সামর্থ্য নাই ।

ভয়ের সময় :

حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ —

অর্থ : আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তমভাবে কার্য সম্পাদনকারী, আর তিনিই উত্তম মাওলা ও উত্তম সাহায্যকারী ।

পিতা-মাতার জন্য সন্তানের দোয়া :

رَبِّ اِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا —

অর্থ : হে রব! আমার পিতা-মাতার উপর তেমনি রহমত করো যেমনিভাবে তাঁহারা ছোট বেলায় (অনুগ্রহ করিয়া) আমাকে লালন-পালন করিয়াছেন ।

পায়খানায় যাইবার সময় :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ —

অর্থ : আয় আল্লাহ্! আমি আপনার আশ্রয় চাহিতেছি নাপাকী ও অনিষ্টকারী শয়তান হইতে ।

পায়খানা হইতে বাহির হইবার সময় :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّيْ الْاَذَى وَعَافَانِيْ —

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের জন্য যিনি আমার কষ্টদায়ক বস্তুকে আমার নিকট হইতে দূরীভূত করিয়াছেন এবং আমাকে সুখ দান করিয়াছেন ।

মসজিদে প্রবেশ করিবার সময় : — اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ —

অর্থ : হে আল্লাহ্! আমার জন্য আপনার দয়ার সমস্ত দরজা খুলিয়া দিন ।

মসজিদ হইতে বাহির হইবার সময় : — اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ —

অর্থ : হে আল্লাহ্! আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি ।

হাঁচি দিলে :

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ —

হাঁচির উত্তরে :

অর্থ : আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন ।

يَرْحَمُكَ اللهُ

হাঁচিদাতা তদুত্তরে বলিবে :

يَهْدِيْكُمْ اللهُ وَيُصْلِحُ بِاَلْكُم

অর্থ : আল্লাহ্ তোমাদেরকে হেদায়েত দান করুন এবং তোমাদের পরিণাম মঙ্গলময় করুন ।

## সিফাতের বিবরণ

সিফাত অর্থ গুণ বা স্বভাব ।

সিফাত সাধারণত ২ প্রকার (১) সিফাতে যাতিয়াহ বা লাযিমাহ । (২) সিফাতে মুহাস্সানাহ বা মুযায্যানাহ ।

সিফাতে যাতিয়াহ বা লাযিমাহ :

হরফের যে সিফাত আদায় না করিলে হরফ ঐ হরফই থাকিবেনা তাহাকে সিফাতে যাতিয়াহ বা লাযিমাহ বলে ।

(১) সিফাতে যাতিয়াহ দুইভাগে বিভক্ত (ক) মুতাদাদাহ (খ) গাইরে মুতাদাদাহ ।

(ক) সিফাতে মুতাদাদাহ বা (বিপরীতধর্মী সিফাত) ১০ প্রকার :

(১) হামস (২) জিহর (৩) শিদ্দাত (৪) রিখওয়াহ (৫) ইস্তি'লা (৬) ইস্তিফাল  
(৭) ইত্বাক (৮) ইনফিতাহ (৯) ইজলাক (১০) ইসমাত

(খ) সিফাতে গায়রে মুতাদাদাহ বা (বিরুদ্ধতাহীন) সিফাত ৭ প্রকার :

(১) সফীর (২) ক.লক.লা (৩) তাকরার (৪) তাফাশশী (৫) ইসতিত.লাত  
(৬) ইনহিরাফ (৭) লীন ।

এইগুলি ছাড়াও বিভিন্ন ক্বারীগণের মতে আরো কয়েকটি সিফাত রহিয়াছে যেমন মুতাদাদাহর মধ্যে মুতাওয়াস্সিতাহ, গাইরে মুতাদাদাহর মধ্যে হরফে মদ ও গুনাহ ।

সিফাতে মুতাদাদাহ :

(১) هَمْسٌ হামস : অর্থ নরম । এইগুলির উচ্চারণকালে শরীর ঘষা দিলে যে প্রকারের নরম আওয়াজ বাহির হয় সেই প্রকার আওয়াজ আসিতে থাকে এবং মাখরাজে অক্ষরটি অতি আশ্তে বন্ধ হওয়ার পরেও শ্বাসটি জারী হইতে থাকে । এইরূপ হরফকে হরফে মাহমুসাহ বলে । হরফে মাহমুসাহ ১০টি । যথা

ت	ك	س	ص	خ	ش	ه	ث	ح	ف
فَحْتُهُ سَخْصٌ سَكْتُ									

(২) جِهْرٌ জিহর : হরফে মাজহুরাহ, হরফে মাহমুসাহর বিপরীত । জিহর অর্থ উচ্চ আওয়াজ । এই হরফগুলির উচ্চারণকালে প্রথমত মাখরাজের স্থানে অক্ষরটি আটক হইয়া শ্বাসকে বন্ধ করিয়া দেয় এবং পরে আবার জারী হইয়া উচ্চ আওয়াজে বাহির হয় । এইরূপ হরফকে হরফে মাজহুরাহ বলে । হরফে মাজহুরাহ ১৯টি । যথা

ط	ض	ز	ر	ذ	د	ج	ب	ء	ا
	ي	و	ن	م	ل	ق	غ	ع	ظ

(৩) **شِدَّة** শিদ্দাত : শিদ্দাত অর্থ কঠিন অর্থাৎ যেই হরফগুলি অতিশয় শক্তিশালী, সাকিন বা ইদ.গামাকালে উচ্চারণ করিবার সময় যেই হরফগুলির আওয়াজ সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায় সেই হরফগুলিকে হরফে শাদীদাহ বলে। এইরূপ হরফ ৮টি। যথা :

ء	ج	د	ق	ط	ب	ك	ت	أجِدُ	قَطُّ	بَكْتُ
---	---	---	---	---	---	---	---	-------	-------	--------

(৪) **رِخْوَةٌ** রিখওয়াহ : হরফে রিখওয়াহ হরফে শাদীদাহর বিপরীত। রিখওয়াহ অর্থ সামান্যরূপে জারী হওয়া যে হরফগুলি উচ্চারণ করিতে আওয়াজ একেবারে বন্ধ না হইয়া সামান্যরূপে জারী হইয়া থাকে সেই হরফগুলিকে হরফে রিখওয়াহ বলে।

হরফে রিখওয়াহ ১৬টি। যথা :

ا	ث	ح	خ	ذ	ز	س	ش	ص
ض	ظ	ع	ف	و	ه	ی		

\* **مُتَوَسِّطَةٌ** মুতাওয়াস্‌সিতাহ : না শক্ত, না নরম এইরূপ মধ্যম ধরনের হরফগুলিকে হরফে মুতাওয়াস্‌সিতাহ বলে। এইরূপ হরফ ৫টি। যথা :

ل	ن	ع	م	ر	كُنْ	عُمَرُ
---	---	---	---	---	------	--------

(৫) **إِسْتِعْلَاءٌ** ইস্তি'লা : যেই সকল হরফ উচ্চারণ করিতে জিহ্বা উপরের তালুর দিকে উত্থিত হয়, এই সকল হরফকে হরফে মুস্তালিয়াহ বলে। হরফে মুস্তালিয়াহ ৭টি। যথা

خ	ص	ض	غ	ط	ق	ظ	خُصَّ	ضَغُطٍ	قِطُّ
---	---	---	---	---	---	---	-------	--------	-------

(৬) **إِسْتِفْالٌ** ইস্তিফাল : হরফে ইস্তিফাল হরফে ইস্তি'লার সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ যেই সকল হরফ উচ্চারণ করিতে জিহ্বা নিম্নদিকে পতিত হয় সেই হরফগুলিকে হরফে ইস্তিফাল বলে। হরফে মুস্তাফিলাহ ২২টি। যথা

ا	ء	ب	ت	ث	ج	ح	د	ذ	ر	ز
س	ش	ع	ف	ك	ل	م	ن	و	ه	ی

(৭) **إِطْبَاقٌ** (ইত্বাক) : ইত্বাক অর্থ উপরে নিচে সম্মিলিতভাবে যোগ হওয়া। যেই সকল হরফ উচ্চারণ করিতে জিহ্বার কিয়দাংশ উপরের তালুর সঙ্গে মিশিয়া যায় সেই হরফগুলিকে হরফে মুত্বাক.হ বলে। হরফে মুত্বাক.হ ৪টি। যথা :

ص	ض	ط	ظ
---	---	---	---

(৮) **انفتاح** ইনফিতাহ ইনফিতাহ অর্থ প্রশস্ত হওয়া। হরফে ইনফিতাহ হরফে ইতবাকের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ যেই সকল হরফ উচ্চারণ করিতে জিহ্বা কোশাদা (প্রশস্ত) থাকে সেই হরফগুলিকে হরফে মুন্ফাতাহ বলে। হরফে মুন্ফাতাহ ২৫টি। যথা :

ا	ء	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش
ع	غ	ف	ق	ك	ل	م	ن	و	ء	ى			

(৯) **اذلاق** ইয়লাক : ইয়লাক অর্থ তাড়াতাড়ি পূর্ণ বা শেষ হওয়া। যেই হরফগুলি জিহ্বা এবং ঠোঁটের কিনারা হইতে উচ্চারিত হয় সেই হরফগুলিকে হরফে মুয়লাকা বলে। হরফে মুয়লাকা ৬টি। যথা :

ف	ر	م	ن	ل	ب	فَرَّ مِنْ لُبٍّ
---	---	---	---	---	---	------------------

(১০) **إسمات** ইসমাত ইসমাত অর্থ স্থির করিয়া পড়া। হরফে ইসমাত হরফে ইয়লাকের বিপরীত। নিষেধ করা অর্থাৎ যেই হরফগুলি জিহ্বা এবং ঠোঁটের কিনারা হইতে ফিরিয়া থাকে এইরূপ হরফকে ইসমাত বলে। এইরূপ হরফ মোট ২৩টি। যথা :

ا	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ز	س	ش	ص
ض	ط	ظ	ع	غ	ق	ك	و	ه	ء	ى	

গাইরে মুতাদাদাহ

(১) **صفير** সফীর : পাখির আওয়াজকে সফীর বলে! অর্থাৎ যেই সকল হরফ পাখির আওয়াজের ন্যায় উচ্চারিত হয়, সেই হরফগুলিকে হরফে সফীর বলে। সফীরাহ হরফ ৩টি। যথা : **ص . স . ز**

(২) **قلقله** ক.লক.লাহ ক.লক.লাহ অর্থ “জুম্বেশ” বা লাফাইয়া উঠা। যেমন কোনো গোলাকৃতি বস্তু ধাক্কা লাগিয়া লাফাইয়া উঠে। অর্থাৎ যেই সকল হরফ সাকিন ও ওয়াক্ফের অবস্থায় উচ্চারণ করিতে উচ্চারণের স্থলে ধাক্কা লাগিয়া

লাফাইয়া উঠিবার সময় যে আওয়াজ প্রকাশ পায় উহাকেই ক.লক.লা বলে ।  
ক.লক.লার হরফ ৫টি । যথা :

ق . ط . ب . ج . د

(৩) تَكَرَّر تাকরার যেই হরফ একবার উচ্চারণ করিতে পুনঃ পুনঃ বা  
একাধিকবার উচ্চারিত হইতে চায়, সেই হরফকে হরফে তাকরার বলে ।  
তাকরারের হরফ ১টি । যথা : ر

(৪) تَفَشَّى তাফাশশী : যেই হরফ উচ্চারণের সময় হুইশেলের ন্যায় শব্দ হয় সেই  
হরফকে হরফে তাফাশশী বলে । হরফে তাফাশশী একটি । যথা : ش

(৫) اسْتَطَالَتْ : ইসতি.ত.-লাত অর্থ দীর্ঘ হওয়া । যেই হরফ উচ্চারণ করিতে তাহার  
মাখরাজ হইতে পরবর্তী মাখরাজ অর্থাৎ লামের মাখরাজ পর্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়ে  
সেই হরফকে হরফে ইসতি.ত.-লাত বলে । এইরূপ হরফ ১টি । যথা : ض

(৬) انْحَرَفَ ইনহিরাফ : ইনহিরাফ অর্থ ফিরিয়া যাওয়া । যেই হরফ উচ্চারণকালে  
জিহ্বা মাখরাজ হইতে ফিরিয়া যায় । অর্থাৎ যেই যেই হরফ উচ্চারণকালে জিহ্বা  
মাখরাজ হইতে ফিরিয়া অন্য মাখরাজের দিকে অগ্রসর হয় তাহাদিগকে হরফে  
ইনহিরাফ বলে । হরফে ইনহিরাফ ২টি । যথা : ل . ر

(৭) لِين লীন : লীন অর্থ নরম । যেই হরফ কষ্ট ব্যতীত নরমভাবে উচ্চারিত হয়  
(যবরের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়া-ও ও যবরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া)  
সেই হরফকে লীনের হরফ বলে । উহা কখনো তাড়াতাড়ি কখনো মদ করিয়া  
পড়িতে হয় । যেমন : بَوُّ بِيْ خَوْفٌ صَيْفٌ

غَنَه গুনাহ : গুনাহ্ অর্থ নাকাওয়াজ (নাকের মধ্যে গুণগুণ আওয়াজ) । যেই হরফগুলির  
মধ্যে গুনাহ্ বা নাকাওয়াজ করিতে হয়, সেই হরফগুলিকে হরফে গুনাহ্ বলে । যেমন : ن

مد মদ: যে সমস্ত হরফকে দীর্ঘ স্বরে খালি স্থান হইতে টানিয়া পড়িতে হয় ।

(তা হইতেছে যবরের বাম পাশে খালি আলিফ, পেশের বাম পাশে জযম ওয়ালা  
ওয়া-ও, যবরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়া) সেই সমস্তকে হরফে মদ বলে ।  
হরফে মদ ৩টি ।

যেমন : بِئِ - بُؤ - بَا

দুই : সিফাতে মুহাসস্নাহ বা মুযায়্যাহ :

যেই সিফাত আদায় না হইলেও হরফ অশুদ্ধ হয়না কিন্তু হরফের উচ্চারণ সুন্দর হয়না সেই সিফাতকে সিফাতে মুহাসস্নাহ বা মুযায়্যাহ বলে ।

উক্ত সিফাতগুলি হইতেছে :

\* (الله) লফজ আল্লাহর) লাম মোটা চিকন করিয়া পড়িবার কায়দা ।

\* (ر) র- মোটা চিকন করিয়া পড়িবার কায়দা ।

\* (ن) নূনে সাকিন ও তান্বীনের কায়দা ।

\* (م) মীমে সাকিনের কায়দা ।

\* মদ্দে ফারয়ী (শাখা মদগুলি) ইত্যাদি ।

বিঃদ্র: বিপরীত সিফাতগুলি (যেমন জিহার ھـ শিদ্দাত شدت ইস্তেলাء استعلاء ইতবাক اطباق ক.লক.লাহ قلقله এবং ইসমাত اصمات ) যেই সকল হরফের মধ্যে অধিকাংশ একত্রিত হইবে ঐ হরফগুলি ( قوی ) শক্তিশালী হয় । সুতরাং এই জাতীয় হরফগুলি উচ্চারণকালে মাখরাজের স্থানে শক্তভাবে উচ্চ আওয়াজ জারী থাকিবে । অবশিষ্ট সিফাত বিশিষ্ট সমুদয় হরফ (ضعف) দুর্বল । এ হরফগুলি উচ্চারণকালে জোর বা উচ্চ আওয়াজের কোনো প্রয়োজন হয় না । যেই হরফে যখন যেই প্রকার সিফাত অধিকাংশ থাকিবে তখন সেই হরফটিও সেই প্রকার শক্ত, নরম অথবা কোনোটি মধ্যম হইবে । বিরুদ্ধবাদিতাহীন সিফাতগুলি সবসময় শক্তিশালী হইবে । আলিফ ও এক নম্বর মাখরাজ হইতে ১৫ নম্বর মাখরাজ পর্যন্ত, মাখরাজ অনুপাতে প্রতি হরফের, সিফাতগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল এবং সমুদয় অবস্থা দেখানো হইল :

তথ্য সংগ্রহ : শরহে জাজারী হইতে ।

# এক নজরে প্রতিটি হরফে একাধিক সিফাতের বর্ণনা

হরফের নাম	হরফের সিফাতের বর্ণনা							মোট সংখ্যা	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	অবস্থা
ا	মাজ্হরাহ্	রিখ্‌ওয়াহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	মাদ্দাহ্	জ্বাওফী	হাওয়ামী	নরম ও চিকন
ء	মাজ্হরাহ্	শাদীদাহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	+	+	+	নরম ও মধ্যম
و	মাহমুসাহ্	রিখ্‌ওয়াহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	+	+	+	নরম ও সহজ
ع	মাজ্হরাহ্	মুতাওয়াসতিতাহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	+	+	+	মধ্যম
ح	মাহমুসাহ্	রিখ্‌ওয়াহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	+	+	+	নরম ও চিকন
غ	মাজ্হরাহ্	রিখ্‌ওয়াহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	+	+	+	নরম ও মোটা
خ	মাহমুসাহ্	রিখ্‌ওয়াহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	+	+	+	নরম ও মোটা
ق	মাজ্হরাহ্	শাদীদাহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	কল.ক.লাহ্	+	+	নরম ও মোটা
ك	মাহমুসাহ্	শাদীদাহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	+	+	+	শক্ত ও চিকন
ج	মাজ্হরাহ্	শাদীদাহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	কল.ক.লাহ্	+	+	শক্ত ও চিকন
ش	মাহমুসাহ্	রিখ্‌ওয়াহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	তাকাশশী	+	+	শক্ত ও চিকন
ي	মাজ্হরাহ্	রিখ্‌ওয়াহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	মাদ্দাহ্	লীন	হাওয়ামী	নরম ও চিকন
ض	মাজ্হরাহ্	রিখ্‌ওয়াহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুতবাক.হ	মুস.মাতাহ্	ইস্তিত.লাত	+	+	নরম ও মোটা
ل	মাজ্হরাহ্	মুতাওয়াসতিতাহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুতবাক.হ	মুনাহারেফাহ্		+	+	মধ্যম
ن	মাজ্হরাহ্	মুতাওয়াসতিতাহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্ফাতিহা	মুজলক.হ	গুন্নাহ্	+	+	নরম ও মধ্যম
ر	মাজ্হরাহ্	মুতাওয়াসতিতাহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্ফাতিহা	মুজলক.হ	মুনাহারিফাহ্	তাকরার	কখনও চিকন	কখনও মোটা
ط	মাজ্হরাহ্	শাদীদাহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুতবাক.হ	মুস.মাতাহ্	কল.ক.লাহ্	+	+	শক্ত ও মোটা
د	মাহমুসাহ্	শাদীদাহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	কল.ক.লাহ্	+		শক্ত ও চিকন (পাতলা)
ت	মাজ্হরাহ্	শাদীদাহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	+	+	+	নরম ও চিকন
ص	মাহমুসাহ্	রিখ্‌ওয়াহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুতবাক.হ	মুস.মাতাহ্	স.ফীরহ্	+	+	নরম ও মোটা
س	মাহমুসাহ্	রিখ্‌ওয়াহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	স.ফীরহ্	+	+	নরম ও চিকন
ز	মাজ্হরাহ্	রিখ্‌ওয়াহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	স.ফীরহ্	(চি.চি.)	আওয়াজ	নরম ও চিকন
ظ	মাজ্হরাহ্	রিখ্‌ওয়াহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুতবাক.হ	মুস.মাতাহ্		+	+	নরম ও মোটা
ذ	মাজ্হরাহ্	রিখ্‌ওয়াহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্ফাতিহা	মুস.মাতাহ্		+	+	নরম ও চিকন
ث	মাহমুসাহ্	রিখ্‌ওয়াহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্ফাতিহা	মুস.মাতাহ্		+	+	নরম ও চিকন
ف	মাহমুসাহ্	রিখ্‌ওয়াহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্ফাতিহা	মুজলক.হ		+	+	নরম ও চিকন
و	মাজ্হরাহ্	রিখ্‌ওয়াহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	মাদ্দাহ্	লীন	হাওয়ামী	নরম ও চিকন
ب	মাজ্হরাহ্	শাদীদাহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্ফাতিহা	ক.লক.লাহ	+	+	+	শক্ত ও চিকন
م	মাজ্হরাহ্	মুতাওয়াসতিতাহ্	মুস্তাফিলাহ্	মুন্ফাতিহা	মুস.মাতাহ্	গুন্নাহ্			মধ্যম

তথ্য সংগ্রহে : শরহে জাজারী হইতে ।

## কুরআন তিলাওয়াতে আ'উজুবিল্লাহ্ ও বিস্মিল্লাহ্ পড়িবার পদ্ধতি

পবিত্র কুরআন কারীম তিলাওয়াত শুরু করিবার পূর্বে 'আ'উজুবিল্লাহ্' পড়া অবশ্য কর্তব্য এবং সূরার প্রথম হইতে যদি তিলাওয়াত শুরু করা হয় তাহা হইলে সূরা তওবা ব্যতীত অন্য সকল সূরার শুরুতে 'বিস্মিল্লাহ্' তিলাওয়াত করা অবশ্য কর্তব্য। সূরার মধ্যখান হইতে তিলাওয়াত শুরু করিলে 'আ'উজুবিল্লাহ্' পড়া কর্তব্য, ইহার সহিত 'বিস্মিল্লাহ্' পড়াও উত্তম।

'আ'উজুবিল্লাহ্'-'বিস্মিল্লাহ্' এবং সূরা পড়িবার ৪টি নিয়ম আছে। যথা—

- (১) ফসলে কুল
- (২) ওয়াসলে কুল
- (৩) ফসলে আউয়াল ওয়াসলে ছানি
- (৪) ওয়াসলে আউয়াল ফসলে ছানী।
- (১) 'আ'উজুবিল্লাহ্'-'বিস্মিল্লাহ্', সূরার আয়াত সবগুলিতে ওয়াক্ফ করিয়া পড়াকে 'ফসলে কুল' বলে।
- (২) প্রত্যেকটিকে ওয়াক্ফ না করিয়া সবগুলিকে মিলাইয়া পড়াকে 'ওয়াসলে কুল' বলে।
- (৩) সূরার শেষে ওয়াক্ফ করিয়া, বিস্মিল্লাহ্কে পরবর্তী সূরার সহিত মিলাইয়া আরম্ভ করাকে 'ফসলে আউয়াল ওয়াসলে ছানী' বলে।
- (৪) সূরার শেষ আয়াতের সহিত 'বিস্মিল্লাহ্'কে মিলাইয়া 'বিস্মিল্লাহ্'তে ওয়াক্ফ করিয়া পরবর্তী সূরা আরম্ভ করাকে 'ওয়াসলে আউয়াল ফসলে ছানী' বলে।

এক সূরা শেষ করিয়া দ্বিতীয় সূরা আরম্ভ করিতে ঐ চারটি সুরতের তিনটি সুরত জায়েয। চতুর্থ সুরত অর্থাৎ 'ওয়াসলে আউয়াল ফসলে ছানী' জায়েয নাই।



## আল-কুরআনুল কারীম

আল্লাহর দাসত্ব করো :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

(১) আমি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছি যে, তাহারা আমার ইবাদাত করিবে। (সূরা আয্যারিয়াত-৫৬)

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

(২) তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ মনের কথা জানেন। (সূরা আল-মায়িদা-৭)

ইসলাম আল্লাহর ধীন :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

(৩) আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র ধীন। (সূরা-আলে ইমরান-১৯)

অলস ও লোক দেখানো নামাযী মুনাফিক :

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ

(৪) ধ্বংস সেই সব মুসল্লীদের জন্য যাহারা নিজেদের নামাযে গাফলতি করে এবং লোক দেখানো নামায পড়ে। (সূরা আল মাউন ৪-৬)

সালাত কায়েম করো যাকাত দাও :

فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

(৫) সালাত কায়েম করো, যাকাত দাও। (সূরা আল-হাজ্জ-৭৮)

আল্লাহর নামে পড়ো :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

(৬) পড়ো; তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। (সূরা আল-আলাক-১)

সুন্দর কথা বলো :

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

(৭) মানুষের সহিত সুন্দর কথা বলো। (সূরা আল-বাকারা-৮৩)

উত্তম আচরণ করো :

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(৮) তোমরা সুন্দর ব্যবহার করো। আল্লাহ উত্তম আচরণকারীদের ভালবাসেন। (সূরা আল-বাকারা-১৯৫)

জ্ঞানীরা আল্লাহকে ভয় করে : — **إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ** —

(৯) আল্লাহর বান্দাহগণের মধ্যে যাহারা জ্ঞানী (আলেম) তাহারা আল্লাহকে ভয় করে ।  
(সূরা আল-ফাতির-২৮)

দলবদ্ধ থাকো দলাদলি করিও না :

— **وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا** —

(১০) তোমরা সবাই মিলিয়া আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো মজবুতভাবে, আর দলাদলি করিও না । (সূরা আলে-ইমরান-১০৩)

প্রতিষ্ঠা করো দ্বীন :

— **أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ** —

(১১) তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করো এবং ইহাতে বিভেদ সৃষ্টি করিও না । (সূরা আশ-শূরা-১৩)

আল্লাহর আইনে ফয়সালা করা জরুরী :

— **وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ** —

(১২) যাহারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তাহারা কাফির ।  
(সূরা আল-মায়েদা-৪৪)

আল্লাহর কোন শরীক নাই :

— (النساء ৪৮) — **لَا شَرِيكَ لَهُ**

(১৩) তাঁহার (আল্লাহ তায়ালার) কোনো শরীক নেই । (সূরা আল-মায়েদা-১৬৬)

— **يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ** —

(১৪) হে আমার পুত্র! আল্লাহর সাথে শিরক করিও না । নিশ্চয়, শিরক হইল বড় জুলুম ।  
(সূরা লুকমান-১৩)

সত্যবাদীদের সঙ্গী হও :

— **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** —

(১৫) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সার্থী হও । (সূরা আত-তাওবাহ-১১৯)

আয়াতুল কুরসী :

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ  
وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا  
خَلْفَهُمْ ۗ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۗ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضَ ۗ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۗ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝

(১৬) আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নাই, তিনি জীবিত, সব কিছুর ধারক। তাঁহাকে তন্দ্রা স্পর্শ করিতে পারেনা, নিদ্রাতো নয়ই। আসমান ও জমীনে যাহা কিছু আছে সবই তাঁহার। এমন কে আছে, যে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকট সুপারিশ করিবে? দৃষ্টির সামনে এবং পিছনে যাহা কিছু আছে সেই সবই তিনি জানেন। যাহা কিছু তাঁহার জ্ঞানের মধ্যে আছে তাহা হইতে কিছুই তাহাদের আয়ত্তে আসিতে পারে না। কিন্তু যতোটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁহার সিংহাসন সমস্ত আকাশ ও জমীনকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে। আর সেইগুলিকে ধারণ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। (সূরা-আল বাক্বারা-২৫৫)

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত :

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۗ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ هُوَ  
اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ  
الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۗ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۗ  
لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۗ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

(১৭) তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নাই। তিনি দৃশ্য, অদৃশ্য সব কিছুই জানেন। তিনি পরম করুণাময়, দয়ালু, অসীম দাতা। তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নাই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তা দাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপাশ্বিত, মহিমাশ্বিত। তাহারা যাহাকে অংশীদার করে আল্লাহ তা'আলা তাহা হইতে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ্, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা। উত্তম নামসমূহ তাঁহারই। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যাহা কিছু আছে, সবই তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (সূরা হাশর ২২-২৪)

কুরআন নিয়া গবেষণা :

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

(১৮) তবে কি তাহারা কুরআন সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করে না? নাকি তাহাদের অন্তরে তালা লাগিয়া গিয়াছে? (সূরা মুহাম্মাদ-২৪)

## হাদীস শরীফ

জ্ঞানার্জন :

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ-

(১) তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে শিখায়। (সহীহ বুখারী)

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ-

(২) জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিম (নর-নারীর) উপর ফরজ। (ইবনে মাজাহ)

আল্লাহ :

مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝

(৩) জান্নাতের চাবি হইল- আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই এই সাক্ষ্য দেওয়া। (আহমাদ)

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ ۝

(৪) আল্লাহ্ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্যকেই পছন্দ করেন। (সহীহ মুসলিম)

ঈমান থাকার লক্ষণ :

إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ ۝

(৫) তুমি মুমিন হইবে তখন, যখন তোমার ভাল কাজ তোমাকে আনন্দ দিবে, আর মন্দ কাজ দিবে মনোকষ্ট। (আহমাদ)

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ ۝ (৬) সকল কাজের মূল হইল ইসলাম। (আহমাদ)

পবিত্রতা :

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ ۝ (৭) পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। (সহীহ মুসলিম)

সালাত :

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ۝

(৮) সবচেয়ে উত্তম আমল হচ্ছে প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় করা। (তিরমিযি)

مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ ۝ (৯) নামাজ বেহেশতের চাবি। (আহমাদ)

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ۝

(১০) সাত বছর হইলেই তোমাদের সন্তানদের সালাত আদায় করিতে আদেশ করিও। (আবু দাউদ)

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرُكُ الصَّلَاةِ

(১১) কোনো ব্যক্তির মাঝে, শির্ক ও কুফরের মাঝে ব্যবধান হচ্ছে নামায । - (মুসলিম)

আল্লাহর পথে জিহাদ :

○ أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

(১২) অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা সবচেইতে বড় জিহাদ । (তিরমিযী)

জ্ঞানার্জন :

○ تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِّنْ أَحْيَائِهَا

(১৩) রাত্রে ঘণ্টাখানিক জ্ঞানচর্চা করা সারা রাত জাগিয়া ইবাদত করার চাইতে উত্তম । (দারেমী)

○ مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

(১৪) যে জ্ঞানের সন্ধানে বাহির হয় সে আল্লাহর পথে বাহির হয় । (তিরমিযী)

আল-কুরআন :

○ أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ

(১৫) আল-কুরআনের ধারক-বাহকরা আল্লাহর পরিবার ও তাঁহার বিশেষ লোক । (নাসায়ী)

○ اقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ

(১৬) তোমরা কুরআন পড় । কুরআন কিয়ামতের দিন কুরআন ওয়ালাদের জন্য সুপারিশকারী হইবে ।

রাসূল (স.) ও সূন্নাহ :

○ خَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ

(১৭) সর্বোত্তম জীবন পদ্ধতি হইতেছে রাসূল (সা:)-এর জীবন পদ্ধতি । (মুসলিম)

○ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

(১৮) যে আমার আনুগত্য করিল সে আল্লাহর আনুগত্য করিল । (সহীহ বুখারী)

○ مَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ

(১৯) যে আমাকে অমান্য করিল সে আল্লাহকে অমান্য করিল । (সহীহ বুখারী)

○ مَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي

(২০) যে আমার সূন্নাতকে ভালবাসিল সে আমাকেই ভালবাসিল । (সহীহ মুসলিম)

مَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ۝

(২১) যে আমার সুনাত হইতে বিমুখ হইল, সে আমার দলভুক্ত নহে। (সহীহ মুসলিম)

إِنِّي أَنَا مَكْتُوبٌ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۝

(২২) নিশ্চয় আমি আল্লাহর নিকট শেষ নবী হিসাবে লিখিত আছি। (শরহে সুন্নাহ)

নিয়্যাত :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ  
وَأَعْمَالِكُمْ ۝

(২৩) আল্লাহ তোমাদের চেহারা সুরত ও ধন সম্পদ দেখিবেন না, তিনি দেখিবেন তোমাদের অন্তর ও কাজ। (সহীহ মুসলিম)

দীন :

(২৪) দীন খুব সহজ। (সহীহ বুখারী)

الدِّينُ يُسْرٌ ۝

(২৫) দীন হইল কল্যাণ কামনা করা। (সহীহ মুসলিম)

الدِّينُ نَصِيحَةٌ ۝

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ۝

(২৬) আল্লাহ যাহার কল্যাণ চান, তাহাকে দীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন। (সহীহ বুখারী)

আল্লাহর ভয় :

رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ ۝

(২৭) জ্ঞানের চূড়া হইল আল্লাহকে ভয় করা। (মিশকাত)

বিশ্বস্ততা :

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ۝

(২৮) যাহার মধ্যে আমানতদারী নাই তাহার ঈমান নাই। (মিশকাত)

لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ ۝

(২৯) যে অঙ্গীকার রক্ষা করেনা, তাহার ধর্ম নাই। (মিশকাত)

দুনিয়ার জীবন :

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ ۝

(৩০) দুনিয়াতে এমনভাবে জীবন যাপন করিও যেনো তুমি একজন ভিনদেশী কিংবা পথিক। (বুখারী)

মসজিদ : أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا ◯

(৩১) পৃথিবীতে মসজিদগুলিই আল্লাহর নিকট সবচাইতে প্রিয় জায়গা । (সহীহ মুসলিম)

◯ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ◯

(৩২) যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ বানায় আল্লাহ জান্নাতে তাহার জন্য একটি ঘর বানান । (সহীহ বুখারী)

নিজের জন্য যাহা পরের জন্যও তাহা :

◯ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ◯

(৩৩) তোমাদের কেউ মুমিন হইবে না, যতোক্ষণ না সে নিজের জন্য যাহা পছন্দ করে তাহার ভাইয়ের জন্যও তাহাই পছন্দ করিবে । (সহীহ বুখারী)

শিক্ষক :

◯ إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ◯

(৩৪) আমি প্রেরিত হইয়াছি শিক্ষক হিসাবে । (মিশকাত)

সুধারণা, কুধারণা :

◯ حُسْنُ الظَّنِّ مِنَ الْعِبَادَةِ ◯

(৩৫) সুধারণা করা একটি ইবাদত । (আহমাদ)

◯ يَاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ◯

(৩৬) তোমরা অনুমান ও কুধারণা হইতে বিরত থাক, কেননা অনুমান হইল বড় মিথ্যা । (সহীহ বুখারী)

যুলম :

◯ إِنِّي دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ ◯

(৩৭) মযলুমের ফরিয়াদকে ভয় করিও । (সহীহ বুখারী)

ভ্রাতৃত্ব :

◯ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ◯

(৩৮) মুমিন মুমিনের ভাই । (মিশকাত)

(৩৯) মুসলিম মুসলিমের ভাই । (সহীহ বুখারী)

◯ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ◯

ধোঁকা-প্রতারণা ও হিংসা-বিদ্বেষ :

○ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

(৪০) যে প্রতারণা করিল সে আমাদের লোক-নহে। (সহীহ মুসলিম)

সত্যকথা :

○ قُلِ الْحَقُّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا

(৪১) সত্য কথা বলিও যদিও তাহা তিক্ত হয়। (ইবনে হিব্বান)

দয়া ও ভালবাসা :

○ اِرْحَمْ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكَ مَنْ فِي السَّمَاءِ

(৪২) যাহারা পৃথিবীতে আছে তাহাদের দয়া করো, তাহা হইলে যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাকে দয়া করিবেন। (মিশকাত)

নিন্দুক :

(৪৩) নিন্দুক জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। (বুখারী)

○ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَامٌ

দু'য়া :

(৪৪) দু'য়া হইল ইবাদতের মগজ। (তিরমিযী)

○ الدُّعَاءُ مَوْجُ الْعِبَادَةِ

## কুরআন শরীফ শুদ্ধ করিয়া পড়িবার সাধারণ ও সহজ পদ্ধতি

### ১। সংক্ষিপ্ত মাখরাজ :

ক) হরফে হালকী ৬টি = خ غ ح ع ه ء

খ) হরফে শাফওয়ী ৪টি = ف و ب م

গ) হরফে ওয়াসতী ১৮টি = ق ك ج ش ي ض ل ن ر ط د ت  
ص س ز ظ ذ ث

ঘ) মুখের খালি জায়গা হইতে মদের হরফ পড়া যায়। মদের হরফ ৩টি, জবরের বাম পাশে খালি আলিফ ۱ - পেশের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াও وُ জেরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া ۱ - মদের হরফ ১ আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন : بِئِ-بُ-بِي-بَا-بِ

ঙ) নাকের বাঁশী হইতে গুল্লাহ উচ্চারিত হয়। যেমন : اَمَّ، اَنَّ

### ২। তামীজে হরুফ (কতিপয় হরফে পার্থক্য) :

ت - ط - তা - মোটা, তা চিকন = উচ্চারণ - ت - ط

ح - হা, হলের মধ্যখান হইতে আওয়াজকে চাপাইয়া,

ه - হা হলের শুরু হইতে সহজ আওয়াজে, উচ্চারণ - هَا حَا হা

ز - জী --- ম শক্ত এবং মজবুত আওয়াজে, যা পাখির মতো চি, চি, আওয়াজে, উচ্চারণ = جِي-م, يَا زَا

ث - স - স - দ মোটা, সী --- ন চিকন, ছা, নরম, উচ্চারণ, স - - - - - د صَاد , ص - - - - - س سِين

د - - - - - د জিহ্বার গোড়া হইতে মোটা আওয়াজে, জ - - - - - جিহ্বার আগা হইতে মোটা আওয়াজে, দাল জিহ্বার আগা হইতে পাতলা আওয়াজে।

উচ্চারণ = د - - - - - د ضَاد , ج - - - - - ج ظَا , দা - - - - - دَا ل

ذ - - - - - ذ জ - - - - - ج ظَا , মোটা, যা - - - - - ল, চিকন, উচ্চারণ = জ - - - - - ج ظَا , যা - - - - - ল دَا ل

ك - - - - - ك قَا ف , কা - - - - - ফ, চিকন, উচ্চারণ = ক - - - - - ك قَا ف , কা - - - - - ফ

م - - - - - م وَا و , দুই ঠোঁট গোল করিয়া, বা, দুই ঠোঁটের ভিজা জায়গা হইতে, মী - - - - - ম দুই ঠোঁটের শুকনা জায়গা হইতে, উচ্চারণ = ওয়া - - - - - وَا و , বা , মী - - - - - ম مِيْم

### ৩। হরকত শিক্ষা : ( ۱ - ۲ ) হরকত এক জবর, এক জের, এক পেশকে বলে। হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয়। যেমন :

ء ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱০ ۱১ ۱২ ۱৩ ۱৪ ۱৫ ۱৬ ۱৭ ۱৮ ۱৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০ ১০১ ১০২ ১০৩ ১০৪ ১০৫ ১০৬ ১০৭ ১০৮ ১০৯ ১১০ ১১১ ১১২ ১১৩ ১১৪ ১১৫ ১১৬ ১১৭ ১১৮ ১১৯ ১২০ ১২১ ১২২ ১২৩ ১২৪ ১২৫ ১২৬ ১২৭ ১২৮ ১২৯ ১৩০ ১৩১ ১৩২ ১৩৩ ১৩৪ ১৩৫ ১৩৬ ১৩৭ ১৩৮ ১৩৯ ১৪০ ১৪১ ১৪২ ১৪৩ ১৪৪ ১৪৫ ১৪৬ ১৪৭ ১৪৮ ১৪৯ ১৫০ ১৫১ ১৫২ ১৫৩ ১৫৪ ১৫৫ ১৫৬ ১৫৭ ১৫৮ ১৫৯ ১৬০ ১৬১ ১৬২ ১৬৩ ১৬৪ ১৬৫ ১৬৬ ১৬৭ ১৬৮ ১৬৯ ১৭০ ১৭১ ১৭২ ১৭৩ ১৭৪ ১৭৫ ১৭৬ ১৭৭ ১৭৮ ১৭৯ ১৮০ ১৮১ ১৮২ ১৮৩ ১৮৪ ১৮৫ ১৮৬ ১৮৭ ১৮৮ ১৮৯ ১৯০ ১৯১ ১৯২ ১৯৩ ১৯৪ ১৯৫ ১৯৬ ১৯৭ ১৯৮ ১৯৯ ২০০ ২০১ ২০২ ২০৩ ২০৪ ২০৫ ২০৬ ২০৭ ২০৮ ২০৯ ২১০ ২১১ ২১২ ২১৩ ২১৪ ২১৫ ২১৬ ২১৭ ২১৮ ২১৯ ২২০ ২২১ ২২২ ২২৩ ২২৪ ২২৫ ২২৬ ২২৭ ২২৮ ২২৯ ২৩০ ২৩১ ২৩২ ২৩৩ ২৩৪ ২৩৫ ২৩৬ ২৩৭ ২৩৮ ২৩৯ ২৪০ ২৪১ ২৪২ ২৪৩ ২৪৪ ২৪৫ ২৪৬ ২৪৭ ২৪৮ ২৪৯ ২৫০ ২৫১ ২৫২ ২৫৩ ২৫৪ ২৫৫ ২৫৬ ২৫৭ ২৫৮ ২৫৯ ২৬০ ২৬১ ২৬২ ২৬৩ ২৬৪ ২৬৫ ২৬৬ ২৬৭ ২৬৮ ২৬৯ ২৭০ ২৭১ ২৭২ ২৭৩ ২৭৪ ২৭৫ ২৭৬ ২৭৭ ২৭৮ ২৭৯ ২৮০ ২৮১ ২৮২ ২৮৩ ২৮৪ ২৮৫ ২৮৬ ২৮৭ ২৮৮ ২৮৯ ২৯০ ২৯১ ২৯২ ২৯৩ ২৯৪ ২৯৫ ২৯৬ ২৯৭ ২৯৮ ২৯৯ ৩০০ ৩০১ ৩০২ ৩০৩ ৩০৪ ৩০৫ ৩০৬ ৩০৭ ৩০৮ ৩০৯ ৩১০ ৩১১ ৩১২ ৩১৩ ৩১৪ ৩১৫ ৩১৬ ৩১৭ ৩১৮ ৩১৯ ৩২০ ৩২১ ৩২২ ৩২৩ ৩২৪ ৩২৫ ৩২৬ ৩২৭ ৩২৮ ৩২৯ ৩৩০ ৩৩১ ৩৩২ ৩৩৩ ৩৩৪ ৩৩৫ ৩৩৬ ৩৩৭ ৩৩৮ ৩৩৯ ৩৪০ ৩৪১ ৩৪২ ৩৪৩ ৩৪৪ ৩৪৫ ৩৪৬ ৩৪৭ ৩৪৮ ৩৪৯ ৩৫০ ৩৫১ ৩৫২ ৩৫৩ ৩৫৪ ৩৫৫ ৩৫৬ ৩৫৭ ৩৫৮ ৩৫৯ ৩৬০ ৩৬১ ৩৬২ ৩৬৩ ৩৬৪ ৩৬৫ ৩৬৬ ৩৬৭ ৩৬৮ ৩৬৯ ৩৭০ ৩৭১ ৩৭২ ৩৭৩ ৩৭৪ ৩৭৫ ৩৭৬ ৩৭৭ ৩৭৮ ৩৭৯ ৩৮০ ৩৮১ ৩৮২ ৩৮৩ ৩৮৪ ৩৮৫ ৩৮৬ ৩৮৭ ৩৮৮ ৩৮৯ ৩৯০ ৩৯১ ৩৯২ ৩৯৩ ৩৯৪ ৩৯৫ ৩৯৬ ৩৯৭ ৩৯৮ ৩৯৯ ৪০০ ৪০১ ৪০২ ৪০৩ ৪০৪ ৪০৫ ৪০৬ ৪০৭ ৪০৮ ৪০৯ ৪১০ ৪১১ ৪১২ ৪১৩ ৪১৪ ৪১৫ ৪১৬ ৪১৭ ৪১৮ ৪১৯ ৪২০ ৪২১ ৪২২ ৪২৩ ৪২৪ ৪২৫ ৪২৬ ৪২৭ ৪২৮ ৪২৯ ৪৩০ ৪৩১ ৪৩২ ৪৩৩ ৪৩৪ ৪৩৫ ৪৩৬ ৪৩৭ ৪৩৮ ৪৩৯ ৪৪০ ৪৪১ ৪৪২ ৪৪৩ ৪৪৪ ৪৪৫ ৪৪৬ ৪৪৭ ৪৪৮ ৪৪৯ ৪৫০ ৪৫১ ৪৫২ ৪৫৩ ৪৫৪ ৪৫৫ ৪৫৬ ৪৫৭ ৪৫৮ ৪৫৯ ৪৬০ ৪৬১ ৪৬২ ৪৬৩ ৪৬৪ ৪৬৫ ৪৬৬ ৪৬৭ ৪৬৮ ৪৬৯ ৪৭০ ৪৭১ ৪৭২ ৪৭৩ ৪৭৪ ৪৭৫ ৪৭৬ ৪৭৭ ৪৭৮ ৪৭৯ ৪৮০ ৪৮১ ৪৮২ ৪৮৩ ৪৮৪ ৪৮৫ ৪৮৬ ৪৮৭ ৪৮৮ ৪৮৯ ৪৯০ ৪৯১ ৪৯২ ৪৯৩ ৪৯৪ ৪৯৫ ৪৯৬ ৪৯৭ ৪৯৮ ৪৯৯ ৫০০ ৫০১ ৫০২ ৫০৩ ৫০৪ ৫০৫ ৫০৬ ৫০৭ ৫০৮ ৫০৯ ৫১০ ৫১১ ৫১২ ৫১৩ ৫১৪ ৫১৫ ৫১৬ ৫১৭ ৫১৮ ৫১৯ ৫২০ ৫২১ ৫২২ ৫২৩ ৫২৪ ৫২৫ ৫২৬ ৫২৭ ৫২৮ ৫২৯ ৫৩০ ৫৩১ ৫৩২ ৫৩৩ ৫৩৪ ৫৩৫ ৫৩৬ ৫৩৭ ৫৩৮ ৫৩৯ ৫৪০ ৫৪১ ৫৪২ ৫৪৩ ৫৪৪ ৫৪৫ ৫৪৬ ৫৪৭ ৫৪৮ ৫৪৯ ৫৫০ ৫৫১ ৫৫২ ৫৫৩ ৫৫৪ ৫৫৫ ৫৫৬ ৫৫৭ ৫৫৮ ৫৫৯ ৫৬০ ৫৬১ ৫৬২ ৫৬৩ ৫৬৪ ৫৬৫ ৫৬৬ ৫৬৭ ৫৬৮ ৫৬৯ ৫৭০ ৫৭১ ৫৭২ ৫৭৩ ৫৭৪ ৫৭৫ ৫৭৬ ৫৭৭ ৫৭৮ ৫৭৯ ৫৮০ ৫৮১ ৫৮২ ৫৮৩ ৫৮৪ ৫৮৫ ৫৮৬ ৫৮৭ ৫৮৮ ৫৮৯ ৫৯০ ৫৯১ ৫৯২ ৫৯৩ ৫৯৪ ৫৯৫ ৫৯৬ ৫৯৭ ৫৯৮ ৫৯৯ ৬০০ ৬০১ ৬০২ ৬০৩ ৬০৪ ৬০৫ ৬০৬ ৬০৭ ৬০৮ ৬০৯ ৬১০ ৬১১ ৬১২ ৬১৩ ৬১৪ ৬১৫ ৬১৬ ৬১৭ ৬১৮ ৬১৯ ৬২০ ৬২১ ৬২২ ৬২৩ ৬২৪ ৬২৫ ৬২৬ ৬২৭ ৬২৮ ৬২৯ ৬৩০ ৬৩১ ৬৩২ ৬৩৩ ৬৩৪ ৬৩৫ ৬৩৬ ৬৩৭ ৬৩৮ ৬৩৯ ৬৪০ ৬৪১ ৬৪২ ৬৪৩ ৬৪৪ ৬৪৫ ৬৪৬ ৬৪৭ ৬৪৮ ৬৪৯ ৬৫০ ৬৫১ ৬৫২ ৬৫৩ ৬৫৪ ৬৫৫ ৬৫৬ ৬৫৭ ৬৫৮ ৬৫৯ ৬৬০ ৬৬১ ৬৬২ ৬৬৩ ৬৬৪ ৬৬৫ ৬৬৬ ৬৬৭ ৬৬৮ ৬৬৯ ৬৭০ ৬৭১ ৬৭২ ৬৭৩ ৬৭৪ ৬৭৫ ৬৭৬ ৬৭৭ ৬৭৮ ৬৭৯ ৬৮০ ৬৮১ ৬৮২ ৬৮৩ ৬৮৪ ৬৮৫ ৬৮৬ ৬৮৭ ৬৮৮ ৬৮৯ ৬৯০ ৬৯১ ৬৯২ ৬৯৩ ৬৯৪ ৬৯৫ ৬৯৬ ৬৯৭ ৬৯৮ ৬৯৯ ৭০০ ৭০১ ৭০২ ৭০৩ ৭০৪ ৭০৫ ৭০৬ ৭০৭ ৭০৮ ৭০৯ ৭১০ ৭১১ ৭১২ ৭১৩ ৭১৪ ৭১৫ ৭১৬ ৭১৭ ৭১৮ ৭১৯ ৭২০ ৭২১ ৭২২ ৭২৩ ৭২৪ ৭২৫ ৭২৬ ৭২৭ ৭২৮ ৭২৯ ৭৩০ ৭৩১ ৭৩২ ৭৩৩ ৭৩৪ ৭৩৫ ৭৩৬ ৭৩৭ ৭৩৮ ৭৩৯ ৭৪০ ৭৪১ ৭৪২ ৭৪৩ ৭৪৪ ৭৪৫ ৭৪৬ ৭৪৭ ৭৪৮ ৭৪৯ ৭৫০ ৭৫১ ৭৫২ ৭৫৩ ৭৫৪ ৭৫৫ ৭৫৬ ৭৫৭ ৭৫৮ ৭৫৯ ৭৬০ ৭৬১ ৭৬২ ৭৬৩ ৭৬৪ ৭৬৫ ৭৬৬ ৭৬৭ ৭৬৮ ৭৬৯ ৭৭০ ৭৭১ ৭৭২ ৭৭৩ ৭৭৪ ৭৭৫ ৭৭৬ ৭৭৭ ৭৭৮ ৭৭৯ ৭৮০ ৭৮১ ৭৮২ ৭৮৩ ৭৮৪ ৭৮৫ ৭৮৬ ৭৮৭ ৭৮৮ ৭৮৯ ৭৯০ ৭৯১ ৭৯২ ৭৯৩ ৭৯৪ ৭৯৫ ৭৯৬ ৭৯৭ ৭৯৮ ৭৯৯ ৮০০ ৮০১ ৮০২ ৮০৩ ৮০৪ ৮০৫ ৮০৬ ৮০৭ ৮০৮ ৮০৯ ৮১০ ৮১১ ৮১২ ৮১৩ ৮১৪ ৮১৫ ৮১৬ ৮১৭ ৮১৮ ৮১৯ ৮২০ ৮২১ ৮২২ ৮২৩ ৮২৪ ৮২৫ ৮২৬ ৮২৭ ৮২৮ ৮২৯ ৮৩০ ৮৩১ ৮৩২ ৮৩৩ ৮৩৪ ৮৩৫ ৮৩৬ ৮৩৭ ৮৩৮ ৮৩৯ ৮৪০ ৮৪১ ৮৪২ ৮৪৩ ৮৪৪ ৮৪৫ ৮৪৬ ৮৪৭ ৮৪৮ ৮৪৯ ৮৫০ ৮৫১ ৮৫২ ৮৫৩ ৮৫৪ ৮৫৫ ৮৫৬ ৮৫৭ ৮৫৮ ৮৫৯ ৮৬০ ৮৬১ ৮৬২ ৮৬৩ ৮৬৪ ৮৬৫ ৮৬৬ ৮৬৭ ৮৬৮ ৮৬৯ ৮৭০ ৮৭১ ৮৭২ ৮৭৩ ৮৭৪ ৮৭৫ ৮৭৬ ৮৭৭ ৮৭৮ ৮৭৯ ৮৮০ ৮৮১ ৮৮২ ৮৮৩ ৮৮৪ ৮৮৫ ৮৮৬ ৮৮৭ ৮৮৮ ৮৮৯ ৮৯০ ৮৯১ ৮৯২ ৮৯৩ ৮৯৪ ৮৯৫ ৮৯৬ ৮৯৭ ৮৯৮ ৮৯৯ ৯০০ ৯০১ ৯০২ ৯০৩ ৯০৪ ৯০৫ ৯০৬ ৯০৭ ৯০৮ ৯০৯ ৯১০ ৯১১ ৯১২ ৯১৩ ৯১৪ ৯১৫ ৯১৬ ৯১৭ ৯১৮ ৯১৯ ৯২০ ৯২১ ৯২২ ৯২৩ ৯২৪ ৯২৫ ৯২৬ ৯২৭ ৯২৮ ৯২৯ ৯৩০ ৯৩১ ৯৩২ ৯৩৩ ৯৩৪ ৯৩৫ ৯৩৬ ৯৩৭ ৯৩৮ ৯৩৯ ৯৪০ ৯৪১ ৯৪২ ৯৪৩ ৯৪৪ ৯৪৫ ৯৪৬ ৯৪৭ ৯৪৮ ৯৪৯ ৯৫০ ৯৫১ ৯৫২ ৯৫৩ ৯৫৪ ৯৫৫ ৯৫৬ ৯৫৭ ৯৫৮ ৯৫৯ ৯৬০ ৯৬১ ৯৬২ ৯৬৩ ৯৬৪ ৯৬৫ ৯৬৬ ৯৬৭ ৯৬৮ ৯৬৯ ৯৭০ ৯৭১ ৯৭২ ৯৭৩ ৯৭৪ ৯৭৫ ৯৭৬ ৯৭৭ ৯৭৮ ৯৭৯ ৯৮০ ৯৮১ ৯৮২ ৯৮৩ ৯৮৪ ৯৮৫ ৯৮৬ ৯৮৭ ৯৮৮ ৯৮৯ ৯৯০ ৯৯১ ৯৯২ ৯৯৩ ৯৯৪ ৯৯৫ ৯৯৬ ৯৯৭ ৯৯৮ ৯৯৯ ১০০০

\* জেরের উচ্চারণ (۱) কারের মতো। যেমন : بِشِيرٍ - غَسِيلٍ - مِثْلٍ

\* পেশের উচ্চারণ (۲) কারের মতো। যেমন : لُطْفٌ - اُنْفٌ - غُلْبٌ



৯। টানিয়া বা দীর্ঘ করিয়া পড়িবার নাম মদ : মদ যথাক্রমে এক আলিফ, তিন আলিফ ও চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

(ক) এক আলিফের পরিমাণ : দুইটি হরকত পড়িতে যতোটুকু সময় লাগে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে ততটুকু সময় লাগে। যেমন

بَب = بَب + بَب, بُب = بُب + بُب, بِي = بِي + بِي

মদ শিক্ষার জন্য দুই রকমের হরফের প্রয়োজন। যথা মদের হরফ ও লীনের হরফ। মদের হরফ তিনটি। যবরের বামপাশে খালি আলিফ। =, পেশের বামপাশে জযম ওয়ালা ওয়া-ও ُ=, যেরের বামপাশে জযমওয়ালা ইয়া ُ=, মদের হরফ এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন بَا بُو بِي।

(খ) লীনের হরফ দুইটি : জবরের বামপাশে জযমওয়ালা ওয়া-ও ُ= জবরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া ُ=, লীনের হরফ তাড়াতাড়ি পড়িতে হয়। যেমন : بُو بِي যে কয়টি মদ এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয় :

\* এক আলিফ টানিয়া পড়িবার চিহ্ন ৪টি :

(১) মদের হরফ এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

(২) খাড়া জবর খাড়া যের উল্টা পেশ এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

(৩) রসমে খত ওয়াক্ফের হালতে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

(৪) লীনের হরফ ওয়াক্ফের হালতে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

(১) মদের হরফ : ُ= ُ= ُ= ُ= জবরের বাম পাশে খালি আলিফ, পেশের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াও, যেরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়া হইলে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন : بِي - بُو - بِي - بَا - بُو - بِي - بَا বা এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়, বূ এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়, বী এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয় = বাা, বূ, বী।

(২) ُ= ُ= ُ= খাড়া জবর, খাড়া যের, উল্টা পেশ হইলে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন : اَمَّنْ بِمَ لَمْ

(৩) রসমে খত : দুই জবরের সাথে আলিফ পড়া যায় না, আলিফ রসমে খত। রসমে খত ওয়াক্ফের হালতে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

যেমন : اَفْوَاجًا تَوَّابًا

○ লীনের হরফের বাম পাশে ওয়াক্ফের হালতে সাকিন হইলে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন : نَوْمٌ ۞ يَبِيْتُ ۞ حَوْفٌ

○ যে কয়টি মদ তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয় :

তিন আলিফ টানিয়া পড়িবার চিহ্ন দুইটি। (এক) মদের হরফের বাম পাশে ওয়াক্ফের হালতে সাকিন হইলে তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। (দুই) মদের হরফের উপরের চিহ্নটি চিকন হইলে তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

- (১) মদের হরফের (ءِ، ا، ؤ، و، ي، م) বাম পাশে ওয়াক্ফের হালতে সাকিন হইলে তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন : رَحِيمٌ ۞ تَعْلُمُونَ ۞ حِسَابٌ ۞
- (২) মদের হরফের উপরের চিহ্নটি (ـِ) চিকন হইলে তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন : لَّا أَعْبُدُ وَمَا أُزَلِّ

যেসব স্থানে চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয় :

চার আলিফ টানিয়া পড়িবার চিহ্ন একটি ।

মদের হরফের উপরের চিহ্নটি (ـِ) মোটা হইলে ৪ আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন :

أَنحَا جُوتِي - شَاءَ - الْم - الرَّ - طَسَم - حَم عسق

\* দ.মীরে ৮১ পড়ার নিয়ম এই বইয়ের ৬০ নং পৃষ্ঠা হইতে শিখিয়া নিন ।

\* কুরআন শরীফে তিন প্রকারের গুনাহ আছে। (এক) ওয়াজিব গুনাহ (এই বইয়ের ১১৬নং পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে)। (দুই) নুনে সাকিন ও তানভীনের গুনাহ (তিন) মী-মে সাকিনের গুনাহ ।

১০। নুনে সাকিন ও তানভীনের গুনাহ শিক্ষা :

(نْ - نَ - نِ) জযমওয়ালা নুনকে নুনে সাকিন বলে, দুই যবর, দুই জের, দুই পেশকে, তানভীন বলে, নুনে সাকিন তানভীন (উচ্চারণে) এক রকম। যেমন :

بُنْ = بُنْ - بِنْ = بِنْ - بَنْ = بَنْ

(ক) نِ - নুনে সাকিন ও তানভীনের পরে “বা” ب হরফ আসিলে তখন নুনে সাকিন ও তানভীনকে মী-ম দ্বারা বদল করিয়া গুনাহর সহিত পড়িতে হয়। যেমন :

مِنْ، بَعْدِ، سَمِعَ م بَصِيرٌ ۞

(খ) নুনে সাকিন ও তানভীনের পরে ل ر خ غ ح ه و এই আট হরফের কোনো ১টি হরফ না আসিলে তখন নুনে সাকিন ও তানভীনকে গুনাহর সহিত পড়িতে হয়। যেমন : مَنْ يَفْعَلْ - قَوْمٌ يَعْلُمُونَ - قَوْمًا تَجْهَلُونَ - مِنْ ثَمَرَةٍ -

(গ) নুনে সাকিন (نِ) ও তানভীনের (نْ - نَ) পরে ঐ ৮টি হরফের কোনো হরফ আসিলে তখন নুনে সাকিন ও তানভীনকে গুনাহ ব্যতীত পরিস্কার করিয়া পড়িতে হয়। যেমন : عَذَابٌ عَلَيْهِمْ - مِنْ أَجَلٍ - مِنْ رَحْمَةٍ -

প্রকাশ থাকে যে, নুনে সাকিন ও তানভীনের পরে যে ৮ হরফ না আসিলে গুনাহ করিয়া পড়িতে হয়, ঐ নুনে সাকিন তানভীনের পরে তাশদীদ না থাকিলে তখন গুনাহটি বাংলা অনুস্বরের মতো করিতে হয়। যেমন : مِنْ ثَمَرَةٍ মিৎ ছামারাতিন, কাওমাং তাজহালুন ।



১৬। ওয়াক্ফ শিক্ষা :

নিঃশ্বাস ও আওয়াজকে শেষ করিয়া পড়িবার নাম ওয়াক্ফ । ○ ওয়াক্ফ চিহ্নকে দায়রা বলে, দায়রার উপর ۞ মী-ম থাকিলে, দায়রা ব্যতীত ۞ মী-ম থাকিলে, ওয়াক্ফ করিতেই হইবে, উহাকে ওয়াক্ফে লাযিম বলে ।

لا	ط ج ز ص ط ق ۞ ۞	م ۞	○
----	-----------------	-----	---

ত.-, জী-ম, য়া, স.-দ, স.লে, কি.ফ, ক.-ফ, দায়রার উপর লাম-আলিফ থাকিলে, শুধু দায়রা থাকিলে ওয়াক্ফ করা না করা উভয়টি চলে । শুধু --- লাম-আলিফ থাকিলে ওয়াক্ফ করা নিষেধ ।

### নিরক্ষর বয়স্কদের নামায শিক্ষা

সূরায় ফাতিহাসহ আরো ১০টি সূরা, নামাজের তাসবীহাত, তাশাহুদ, দূরুদ শরীফ দু'য়ায়ে মাসূরা, দু'য়ায়ে কুনূত ও অন্যান্য মাসনূন দু'য়া সহীহভাবে মুখস্থ করানো ।

সহীহভাবে মুখস্থ করাইবার পদ্ধতি :

উপরে বর্ণিত প্রত্যেকটি বিষয় শিক্ষক এই লেখকের লিখিত বই 'তালীমুস সলাত' দেখিয়া শিক্ষা দিবেন । প্রথমে হরফে হরফে মাশ্ক । তাহার পর দুই হরফ একত্রিত মাশ্ক, তিন হরফ একত্রিত করিয়া মাশ্ক । তাহার পর পুরা শব্দ মাশ্ক । উস্তায়ের মূখে মূখে কমপক্ষে ৩০ বার, আরেকবার, আরেকবার বলিয়া শিক্ষার্থীদের দ্বারা ৩০ বার আদায় করা । কয়েকবার বলিয়া শিক্ষার্থীদের দ্বারা ৪০ বার আদায় করা । বর্ণিত সবগুলি বিষয় এইভাবে মাশ্ক এবং মুখস্থ করানো ।

মাশকের পদ্ধতি :

বিস-বিস-বিস-----মিল-মিল-মিল-----বিসমিল-----বিসমিল----বিসমিল-----  
লা-লা-লা--হির--হির--হির-----রহ--রহ--রহ-----বিসমিল্লাহিররহ-----  
বিসমিল্লাহিররহ-----বিসমিল্লাহিররহ । এইভাবে পূর্ণ তাসমিয়া মাশ্ক করাইবেন ।  
বাকিগুলিও এইভাবে মাশ্ক করাইবেন ।

তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ  
মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণ নিসাব বা পাঠ্যসূচি (সাময়িক)

প্রতিষ্ঠানের নাম : মক্তব (সার্বক্ষণিক বা খণ্ডকালীন) (তা'লীমুল কুরআন মাদরাসা)

শিক্ষার্থীর বয়সসীমা : শিশু ৬-১২ বৎসর, বয়স্ক ১৩-৬০ বৎসর ।

নিসাব :

এক : সার্বক্ষণিক মক্তব বা খণ্ডকালীন মক্তব (শিশু/বয়স্ক) ।

দুই : সহীহ কুরআন শিক্ষা (বয়স্কদের)

তিন : নামাজ শিক্ষা (নিরক্ষর বয়স্কদের)

শিশু শ্রেণী :

১। আরবী (কুরআন শিক্ষা) : হরফ শেনাসী, হরকত শেনাসী, মুরাক্বাত শেনাসী ।  
৬ মাস (বোর্ডে শ্রেটে শিক্ষাদান) জানুয়ারি-জুন । ৬ মাস (কায়দার উপরোক্ত বিষয়গুলি) জুলাই-ডিসেম্বর ।

২। ইসলাম শিক্ষা (মাসায়িল) : তাউজ, তাসমিয়া, দরুদ শরীফ, বসার আদব,  
কালিমায়ে ত.য়্যিবা অর্থ আকিদা জরুরী মাসায়িল (অজু, গোসল, তায়্যামুম,  
নামাজের ফরজ, ওয়াজিব)

দিক নির্ণয়, পাঁচ আঙ্গুলের নাম (জানুয়ারি-জুন = ৬ মাস)

৩। ইসলাম শিক্ষা : ৫টি সূরা (অর্থসহ সূরা ফাতিহা, সূরা ফিল-সূরা কাউসার পর্যন্ত ।)  
১০টি হাদিস (অর্থসহ) ৫টি বিষয়ভিত্তিক আয়াত, ৫টি মাসনুন দুয়া (অর্থসহ,  
নামাজের তাকবীর --- ও তাসবিহাত, (জুলাই-ডিসেম্বর = ৬ মাস)

৪। লেখা শিক্ষা : হরফ শেনাসী হইতে মুরাক্বাত শেনাসী পর্যন্ত (শ্রেটে বোর্ডে ও  
খাতায়) জানুয়ারি-ডিসেম্বর)

১ম শ্রেণী :

১। আরবী (কুরআন শিক্ষা) : হরকতের মাশ্ক, তানভীনের মাশ্ক জযমের মাশ্ক  
ক.লক.লার বিবরণ ও মাশ্ক, তাশদীদের মাশ্ক ওয়াজিব গুল্মাহর বিবরণ, মদ  
শিক্ষা নূনে সাকিন তানভীন শিক্ষা, মী-মে সাকীন শিক্ষা লফজ আল্লাহর লাম মোটা  
চিকন, র- মোটা চিকন, নূনে কুতনী, সাকতা এবং ওয়াক্ফ শিক্ষা পর্যন্ত । (বোর্ডে  
শ্রেটে শিক্ষা) জানুয়ারী-জুন = ৬ মাস কায়দার রিভাইজ উপরোক্ত বিষয়গুলি  
(জুলাই-ডিসেম্বর = ৬ মাস)

- ২। ইসলাম শিক্ষা : মাসায়িল নামাজের সুন্নাত, অজু ভঙ্গের কারণ, নামাজ ভঙ্গের কারণ, অজু করার তরীকা, ৬টি সূরা (অর্থসহ সূরায়ে কাফিরুন-নাস পর্যন্ত) তাশাহুদ, দু'য়ায়ে কুনুত, দু'য়ায়ে মা'সূরা (অর্থসহ) (জানুয়ারি-ডিসেম্বর)।
- ৩। ইসলাম শিক্ষা : বিষয়ভিত্তিক কুরআনের ৫টি আয়াত, ১৫টি হাদীস (অর্থসহ ৫টি মাসনূন দু'য়া) (অর্থসহ), জানুয়ারি-ডিসেম্বর।
- ৪। লেখা শিক্ষা : হরকতের মাশ্ক হইতে ওয়াক্ফ পর্যন্ত সকল হরফ ও লফজের উদাহরণগুলি শিক্ষা। (জানুয়ারি-ডিসেম্বর)।

### ২য় শ্রেণী :

- ১। আরবী (কুরআন শিক্ষা) : (আমপারা) ১ম ও ২য় প্রকার হেজে মতন সূরা ফাতিহা, ফিল হইতে নাস পর্যন্ত। মতন মাশ্ক মাখরাজ জারি, সূরা দু.হা.১১ হইতে হুমাজাহ পর্যন্ত। (জানুয়ারি-জুন) ৬ মাস আমপারা ৩য় ও ৪র্থ প্রকার শিক্ষা হইতে মতন মাশ্ক কাওয়ায়িদ জারী (সূরা বুরূজ হইতে সূরা লাইল পর্যন্ত)।  
মতন, মাশ্ক, কাওয়ায়িদ গণনা (সূরা নাবা হইতে ইনশিকাক) জুলাই-ডিসেম্বর
- ২। ইসলাম শিক্ষা : জানাজার দু'য়া শিক্ষা, মাইয়োতের গোসল দান শিক্ষা (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) পূর্বের মাসনূন দু'য়াগুলি রিভাইজ।
- ৩। লেখা শিক্ষা : সূরা ফাতিহা হইতে সূরা ফিল পর্যন্ত। (জানুয়ারি-ডিসেম্বর)।

### ৩য় শ্রেণী :

- ১। আরবী : কুরআন শরীফ তিলাওয়াত ১ম পারা-১০ পারা জানুয়ারি-জুন = ৬ মাস, ১১ পারা-৩০ পারা পর্যন্ত (জুলাই-ডিসেম্বর)।
- ২। ইসলাম শিক্ষা : মদ, নূনে সাকিন তানভীন, মী-মে সাকিন রিভাইজ, পূর্বের সকল মাসালা, কুরআনের আয়াত হাদীসগুলি, দু'য়ায়ে মাসনূনগুলি রিভাইজ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর)।
- ৩। লেখা শিক্ষা : (সূরা দুহা, হইতে হুমায়াহ পর্যন্ত ক্লাশে দেখাইয়া দেওয়া এবং বাড়ির কাজ দেওয়া) জানুয়ারি-ডিসেম্বর।  
প্রকাশ থাকে যে, সকল ক্লাশে ছাত্র-ছাত্রীদিগকে একত্র করিয়া সবাইকে যুগোপযোগী ইসলামী গান, হামদ, না'ত শিক্ষা দিবেন। শিশুদের উপযোগী 'স্পন্দন' থেকে ১টি ক্যাসেট 'ডাক দিয়ে যায়'-এর গানগুলি শিক্ষা দিবেন।

উপরোক্ত সকল বিষয়ের বই হইবে :

- (১) তা'লীমুল কুরআন মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণ বই । (২) তা'লীমুল কুরআন কায়েদা ।  
(৩) তা'লীমুল সালাত । (৪) তা'লীমুল কুরআন আমপারা ।  
৫। সৌদি রসমের কুরআন শরীফ ।

**বিদ্রুঃ** বিশেষ লক্ষ্য নিয়া উপরোক্ত সিলেবাস প্রতিদিন ২ ঘন্টা করিয়া শিশু শ্রেণীসহ ৪ বৎসরের । যদি শিশুদের বয়স ৬ বৎসর হয় তাহা হইলে এই সিলেবাস ৩ বৎসরের । ইহার সাথে বাংলা, অংক, ইংরেজীসহ প্রতিদিন অনুশীলন করিলে তাহার জন্য দৈনিক আরও ২ ঘন্টা করিয়া বাড়াইতে হইবে । বাংলা, অংক ও ইংরেজীর সিলেবাস হইবে নিম্নরূপ :

**শিশু শ্রেণী :**

- বাংলা : বর্ণমালাগুলি ছড়ায় ছড়ায় মুখস্থ শিখাইবেন ।  
অংক : ১-৫০ পর্যন্ত মুখস্থ গণনা শিখাইবেন ।  
ইংরেজী : বর্ণমালাগুলি ইংরেজী ছড়ায় ছড়ায় মুখস্থ শিখাইবেন ।

**সুপারিশকৃত বই :**

- বাংলা পড়া-১ - এ. কে. এম. নাজির আহমদ ।  
আদর্শ ধারাপাত ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি ।  
A Child's English - A K M Nazir Ahmad.

**১ম শ্রেণী :**

- বাংলা : (১) স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণমালা শিখানো । অক্ষর সংযোগে শব্দ পাঠ করানো ।  
(২) বাংলা বর্ণমালার কাঠামো তৈয়ার করিতে শিখানো ।  
(৩) ভাল ভাল ছড়া ও কবিতা মুখস্থ করানো ।

**সুপারিশকৃত বই :**

- বাংলা পড়া-১ - অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ  
অংক : (১) ১ হইতে ১০০ পর্যন্ত গণনা শিখানো ।  
(২) ১ হইতে ৫০ পর্যন্ত লেখা শিখানো ।  
(৩) ১ হইতে ১০০ পর্যন্ত বানান শিখানো ।

**সুপারিশকৃত বই :**

- আদর্শ ধারাপাত - ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি ।  
**খেলাধুলা :** (১) দৌড়  
(২) স্প্রিং (রশি ঘুরানো)  
(৩) পি. টি. (শরীর চর্চা)

## ২য় শ্রেণী :

- বাংলা : (১) বাংলা বর্ণমালা পড়িতে শিখানো ।  
(২) শব্দ ও বাক্য পড়ানো ।  
(৩) ছড়া মুখস্থ করানো ।  
(৪) বাংলা লেখা শিখানো ।

## সুপারিশকৃত বই:

বাংলা পড়া-২ - অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ ।

- অংক : (১) ১ হইতে ১০০ পর্যন্ত লেখা শিখানো ।  
(২) দুই অংকের যোগ শিখানো ।  
(৩) ১ হইতে ৫ পর্যন্ত নামতা শিখানো ।  
(৪) ১ হইতে ৫০ পর্যন্ত বানান শিখানো ।

## সুপারিশকৃত বই :

আদর্শ ধারাপাত - ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি ।

- খেলাধুলা : (১) দৌড় ।  
(২) স্প্রিং (রশি ঘুরানো) ।  
(৩) পি.টি. (১ থেকে ৬ পর্যন্ত) ।

## ৩য় শ্রেণী :

- বাংলা : (১) যুক্তাক্ষর শিখানো : সহজ বাংলা পঠন শিখানো ।  
(২) ছোট ছোট গল্প ও সহজ কবিতা পড়ানো ।  
(৩) শব্দের অর্থ শিখানো ।  
(৪) হাতের লেখা শিখানো ।  
(৫) ছড়া পড়ানো ও কবিতা মুখস্থ করানো ।

## সুপারিশকৃত বই :

বাংলা পড়া-৩ - এ. কে. এম. নাজির আহমদ ।

- অংক : (১) ১০ পর্যন্ত নামতা পড়ানো ।  
(২) কথায় লেখা ও অংকে লেখা শিখানো ।  
(৩) ১ হইতে ১০০ পর্যন্ত বানান শিখানো ।  
(৪) তিন অংক ও চার অংকের যোগ এবং দুই ও তিন অংকের বিয়োগ শিখানো ।  
সহজ গুণ ও ভাগ শিখানো ।

সুপারিশকৃত বই :

আদর্শ ধারাপাত - ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি ।

খেলাধুলা : (১) দৌড় ।

(২) পি.টি (১ থেকে ১০ পর্যন্ত) ।

(৩) স্কিপিং ।

(৪) প্যারেড-৫টি ।

ইংরেজী :

(১) A হইতে Z পর্যন্ত বড় ও ছোট হাতের অক্ষরগুলি চিনাইয়া দেওয়া ও Alphabet লেখা শিখানো ।

সুপারিশকৃত বই :

A Child's English - ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি ।

বি: দ্র: বার্ষিক ক্রীড়া-তামদুনিক অনুষ্ঠান প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য অপরিহার্য ।

মক্তবের মান ও মূল্যায়ন পদ্ধতি :

১। শিক্ষার বিষয়বস্তুর মান মূল্যায়ন পদ্ধতি নিম্নরূপ হইতে পারে ।

বিষয়	শিশু শ্রেণী	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয় শ্রেণী
ক) আরবী (তা'লীমুল কুরআন)	১০০	১০০	১০০	১০০
খ) ইসলাম শিক্ষা	৫০	৫০	৫০	৫০
গ) লেখা শিক্ষা	২৫	২৫	২৫	২৫
ঘ) শরীর চর্চা ও ইসলামী সংস্কৃতি	২৫	২৫	২৫	২৫
মোট	২০০	২০০	২০০	২০০

ক) বাংলা	১০০	১০০	১০০	১০০
খ) অংক	৫০	৫০	৫০	৫০
গ) ইংরেজী	৫০	৫০	৫০	৫০
মোট	২০০	২০০	২০০	২০০

নিসাব দুই

সাধারণ সহীহ কুরআন শিক্ষা (বয়স্কদের)

শ্রেণী বিন্যাস : ১৩-৬০ বৎসর বয়স্কদের যাহারা কুরআন দেখিয়া পড়িতে পারেন সহীহ হয় না, বাংলা পড়িতে জানেন তাহাদের জন্য ।

সময়কাল : প্রতিদিন ১ ঘন্টা করিয়া ৪০ দিন ।

তা'লীমুল কুরআন ১২৫

শিক্ষার বিষয়বস্তু :

তা'লীমুল কুরআন :

- (ক) সংক্ষিপ্ত মাখরাজ হইতে ওয়াক্ফ শিক্ষা পর্যন্ত বোর্ডের মাধ্যমে তাজবীদের কাওয়ায়েদগুলি শিক্ষা দান ।
- (খ) কালিমায়ে ত.ইয়েবা ও জরুরী মাসায়িল যাহা ১ম শ্রেণীর জন্য দেওয়া হইয়াছে তাহা শিক্ষা দান ।
- (গ) নামাযের দুয়া সমূহ যাহা ২য় শ্রেণীর জন্য লিখা হইয়াছে ।
- (ঘ) কুরআনুল কারীমের ৫টি বিষয়ে ৫টি আয়াত মুখস্থকরণ, ৫টি হাদীস মুখস্থকরণ ।  
বই- ১ । তা'লীমুল কুরআন - এ. কে. এম শাহজাহান ।  
২ । তা'লীমুল কুরআন আমপারা - এ. কে. এম শাহজাহান ।
- (ঙ) সূরা ফিল হইতে নাস পর্যন্ত ১০টি সূরা ও সূরায়ে ফাতিহা ।

মাশুক, মুখস্থকরণ পদ্ধতি : ১ম হরফে হরফে কায়দার নামসহ মতন মাশুক ইহার পর দুই হরফ একত্রে ইহার পর তিন হরফ একত্রে, ইহার পর পুরা লফয, ইহার পর দুই লফজ, ইহার পর আয়াত মাশুক করিবে । তাহার পর সম্পূর্ণ আয়াত তিন বার মাশুক করাইবেন । এইভাবে সূরা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একবার শেষ করিয়া আবার দুই আয়াত, তিন আয়াত এক সাথে মিলাইয়া সম্পূর্ণ সূরা একবার মাশুক করাইবেন । ইহার পর সূরায়ে আদু দুহা হইতে হুমাযাহ পর্যন্ত অনুরূপভাবে মাশুক করাইবেন । সম্ভব হইলে সূরায়ে বুরুজ, তারিক, নাবা মাশুক করাইবেন । এই সময়কালের বাহিরে যাহারা সময় দিতে পারেন তাহাদিগকে ১০টি সূরা মাশকের পরে, শিশু শিক্ষার বিস্তারিত মাখরাজ, মদ ১০ প্রকার, নূনে ছাকিন তানভীন ৪ প্রকার, মী-মে ছাকিন ৩ প্রকার শিখাইয়া দিবেন । তাজবীদের ছোটো খাটো কাওয়ায়েদগুলি তা'লীমুল কুরআন বই হইতে শিখাইবেন ।

- (চ) সূরায়ে ফিল হইতে নাস পর্যন্ত সূরায়ে ফাতিহাসহ ১১টি সূরার অর্থ শিখাইবেন । সম্ভব না হইলে অন্তত ফাতিহা, ইখলাস, কাওসার এবং অবশ্যই সূরায়ে আসরের অর্থ শিখাইবেন ।
- (ছ) সমস্ত কুরআন অর্থসহ খতম করিবার জন্য উৎসাহ দিবেন ।
- (জ) কুরআন বুঝা সহজ, কুরআন মানা ফরজ বুঝাইবেন ।

## নিসাব তিন

নামায শিক্ষা (বয়স্কদের) :

শ্রেণী বিন্যাস : ৬০-৮০ পর্যন্ত (কুরআন পড়িতে জানে না এমন বয়স্ক লোকদের)

সময়কাল : প্রতিদিন ২ ঘণ্টা করিয়া ৪০দিন।

শিক্ষার বিষয় :

তা'লীমুল সালাত (ক) কালেমায়ে ত.ইয়োবা ও জরুরী মাসায়িল, শিশু শিক্ষার ১ম শ্রেণীর নিসাব। (খ) সূরায়ে ফাতিহা ও সূরায়ে ফিল হইতে নাস পর্যন্ত ১১টি সূরা। প্রথমে হরফে হরফে ইহার পর শব্দে শব্দে, ইহার পরে পুরা আয়াত মাশুক এবং মুখস্থ করাইবেন। (গ) তাকবীরে তাহরীমা হইতে দু'য়ায়ে মাসূরা পর্যন্ত এই পদ্ধতিতে মাশুক ও মুখস্থ করাইবেন। (ঘ) ৫টি মাসনুন দু'য়া মুখস্থকরণ ও অর্থের ধারণা দান। (ঙ) নামাযের ১১টি সূরা, দু'য়া ও তাসবীহাতের অর্থের ধারণা দান। (চ) কুরআনুল কারীমের ৫টি বিষয়ে আয়াতের বাংলা অর্থ মুখস্থকরণ। সূরার আয়াত নাম্বারসহ আরবী আয়াতটি শুনাইয়া দিবেন। ৫টি হাদীস অর্থসহ মুখস্থ করাইবেন। (ছ) নামাযে দাঁড় করাইয়া সমস্ত আহকামগুলি অনুশীলন করাইবেন। (জ) পবিত্রতা অর্জনের বিষয়গুলিও অনুশীলন করাইবেন। (ঞ) একজন মুসল্লী সর্ববিষয়ে সচেতন নাগরিক তাহা বুঝাইয়া দিবেন। এই কথাটি মুখস্থ করাইবেন “কুরআন শিক্ষা সহজ, কুরআনের আইন মানা ফরজ”।

## পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা

(ক) শিক্ষকমন্ডলী :

- (১) তা'লীমুল কুরআন মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অন্তত ১ জন।
- (২) এস এস সি/এইচ এস সি সমমানের ১ জন।
- (৩) ফিজিক্যাল ও কণ্ঠশিল্পী ১ জন।

(খ) কমিটি :

- (১) প্রতিটি মক্তব পরিচালনার জন্য একটি কমিটি থাকিবে।
- (২) কমিটি মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য নিয়মাবলী তৈরি করিবে।
- (৩) কমিটি মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য ওয়াক্ফকৃত জমি এবং অর্থ সংগ্রহের যাবতীয় দায়িত্ব আঞ্জাম দিবে।
- (৪) মাদ্রাসার একটি নামকরণ করা হইবে। নামের আগে বা পরে তা'লীমুল কুরআন কথাটি উল্লেখ থাকিবে এবং তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশন হইতে অনুমোদন লইতে হইবে।

(গ) অর্থ সংগ্রহ :

- (১) এককালীন/মৌসুমী দান।
- (২) নিয়মিত চাঁদা ও যাকাত হইতে সংগৃহীত অর্থ।



